ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৭ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 18 June, 2021 ■ আগরতলা ১৮ জুন, ২০২১ ইং ■ ৩ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনার প্রকোপ ঃ পুর নিগম সহ ১১টি পুর পরিষদ এলাকায় কারফিউ জারি থাকবে ২৬ জুন পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ত্রিপুরায় আগরতলা পুর নিগম সহ ১১টি পুর পরিষদ এলাকায় করোনা কারফিউ জারি থাকবে ২৬ জুন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। এছাড়া, অন্যত্র সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক প্রয়োজন বোধে কারফিউ জারি করতে পারবেন। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় যথারীতি করোনা কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি হয়েছে। তেমনি, কয়েকটি পুর পরিষদ নতুন করে কারফিউর আওতায় যুক্ত হয়েছে। দুইটি পুর পরিষদ এলাকায় কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি করেছে প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরায় এখন থেকে শুধু পুর নিগম এলাকা সহ ১১টি পুর পরিষদ এলাকায় দিবারাত্র কারফিউয়ের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। তবে ওই এলাকায় কারফিউয়ের বিধিনিষেধে আগের মতই শিথিলতা হয়েছে। পূর্বের আদেশ অনুযায়ী ১৯ জুন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত আগরতলা পুর নিগম সহ তিনটি পুর পরিষদ এবং দুইটি নগর পঞ্চায়েত এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছিল। নতুন আদেশ মেনে পুর নিগম ও ১১টি পুর পরিষদ এলাকায় ১৯ জুন থেকে ২৬ জুন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। অন্যত্র ১৯ জুন ভোর পাঁচটার পর প্রত্যাহার করা হচ্ছে করোনা কারফিউ। তবে, জেলাশাসকরা প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কারফিউ জারি করতে পারবেন। পাশাপাশি, আন্তঃ জেলা যাতায়াতেও বিধি নিষেধ না থাকলেও করোনা কারফিউ এলাকায় যাতায়াতে ২৫ জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে।

নয়া ফরমান অনুসারে করোনা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে আগরতলা পুর নিগম, মোহনপুর পুর পরিষদ, রানীরবাজার পুর পরিষদ, জিরানিয়া পুর পরিষদ, উদয়পুর পুর পরিষদ, বিশালগড় পুর পরিষদ, কুমারঘাট পুর পরিষদ, কৈলাসহর পুর পরিষদ, পানিসাগর পুর পরিষদ, খোয়াই পুর পরিষদ, বিলোনিয়া পুর পরিষদ এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদ এলাকায় করোনা কারফিউ ২৬ জুন ভোর পাঁচটা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। তাতে, আগরতলা পুর নিগম এবং কুমারঘাট ও বিলোনিয়া পুর পরিষদ এলাকায় করোনা কারফিউর সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এক্ষেত্রে কিছু শিথিলতা রয়েছে এই আদেশেও। কারফিউ এলাকায় সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত দোকানপাট, বাজার খোলা থাকবে। তবে, জিম, শপিং মল, সিনেমা হল, সুইমিং পুল, বিউটি পার্লার, সেলুন, পার্ক বন্ধ থাকবে। তেমনি, ধাবা ও রেস্টুরেন্ট দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা রাখার অনুমতি রয়েছে। ওই এলাকা বাদে সারা ত্রিপুরায় ১৯ জুন ভোর পাঁচটা থেকে করোনা কারফিউ জারি থাকবে না। সেখানে যথারীতি সমস্ত কিছু স্বাভাবিকভাবে খোলা থাকবে। কিন্তু জেলাশাসক প্রয়োজন বোধে সংশ্লিষ্ট এলাকায় কারফিউ জারি করতে পারবেন। মূলত, করোনা কারফিউ জারি এলাকায় পূর্বের মতোই বিধিনিষেধে ছাড় রয়েছে।

লংতরাইয়ে কিশোরীকে ধর্ষণ, পরে মৃত্যু হল হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। রক্তাক্ত অবস্থায় ষোড়শী নাবালিকার জি বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, তাঁকে ধর্ষণের পর খুনের উদ্দেশ্যে রক্তাক্ত করে পালিয়েছে দুস্কৃতিকারীরা। লংতরাইভ্যালি মহকুমায় ওই ঘটনায় জনমনে তীব্র ক্ষোভ ও আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। পুলিশ প্রথমে মারাত্মক আঘাতের মামলা নিয়েছিল। এখন খুনের মামলা রুজু করা হবে বলে জানিয়েছেন আমবাসা থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার।

জানা গেছে, লংতরাইভ্যালি মহকুমায় অন্যরাম পাড়ায় এক ষোলো বছরের নাবালিকাকে ঘরের ভেতরেই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন তার পরিবারের সদস্য। তাঁর বাবা-মা পেশায় জুম চাষী। জুম চাষ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মেয়েকে ঘরের ভেতরে নগ্ন অবস্থায় মাটিতে পরে থাকতে পান। তার দেহে অজস্র আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তাঁর মা জানিয়েছেন, মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখে চিৎকার দিতেই প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ ১৫৬ জন চিকিৎসকের তালিকা প্রকাশ টিপিএসসির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ত্রিপুরায় করোনা-প্রকোপের মধ্যে চিকিসক নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগ (টিপিএসসি) বাছাই পর্ব উত্তীর্ণ ১৫৬ জন চিকিৎসকের তালিকা প্রকাশ করেছে। তবে, তফশিলি জনজাতি (এসটি) শ্রেণিভুক্ত আটটি পদে যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী মিলেনি। তাই ওই পদ খালি রয়েছে। মূলত, ১৬৪ জন চিকিৎসক নিয়োগে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

করোনা মোকাবিলায় চিকিৎসক স্বল্পতা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করুক, সেই পরিস্থিতি এড়াতে জরুরি ভিত্তিতে ত্রিপুরা সরকার ১৬৪ জন এমবিবিএস ডিগ্রিধারী চিকিৎসক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। টিপিএসসি ৪৯২ জনের প্রাথমিক তালিকা তৈরি করে তাঁদের ইন্টারভিউ-এর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। গত ৩১ মে থেকে তাঁদের ইন্টারভিউ নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, করোনা মোকাবিলায় গত ৭ মে ত্রিপুরায় জরুরি ভিত্তিতে চিকৎসক নিয়োগে মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছিল। টিপিএসসি-র মাধ্যমে ১৬৪ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। ওই নিয়োগের পরীক্ষায় ১০০ নম্বর এপিআই এবং ১৫ নম্বর ইন্টারভিউ-এর জন্য বরাদ্দ ছিল। তবে, করোনায় আক্রান্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিতদের ১০ নম্বর ইনসেনটিভ দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে এমবিবিএস ১১৮টি, হোমিওপ্যাথি ৩টি এবং বিডিএস ২৭টি শূন্যপদ রয়েছে। অন্যদিকে, এমবিবিএস ৯৯৭ জন, হোমিওপ্যাথি ১৮ জন, আয়ুর্বেদিক ৪২ জন এবং বিডিএস ৫৩ জন মোট ত্রিপুরা সরকারের অধীনে বিভিন্ন হাসপাতালে ১,১১০ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথি মিলিয়ে ২০৫ জন, বিডিএস ৪৮ জন এবং এমবিবিএস ৫ জন চিকিৎসক কর্মরত রয়েছেন।

১৬৪ জন এমবিবিএস চিকিৎসক নিয়োগে টিপিএসসি ৪৯২ জনের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছিল। ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তফশিলি জনজাতি (এসটি) ১০১টি শূন্যপদে ৯৮ জন, তফশিলি জাতি (এসসি) ২৮টি শূন্যপদে ৮৩ জন এবং সাধারণ শ্রেণির ৩৫টি শূন্যপদে ৩১১ জন আবেদন জমা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

অতিরিক্ত বেতন নিচ্ছেন মুখ্য তথ্য কমিশনার, ফেরত চেয়ে নোটিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। গত জুলাই থেকে অতিরিক্ত বেতন নিচ্ছেন ত্রিপুরা পুলিশের প্রাক্তন মহা নির্দেশক তথা মুখ্য তথ্য কমিশনার অকিল কুমার শুক্লা। তাই ত্রিপুরা সরকার তাঁকে অতিরিক্ত বেতন আদায়ে নোটিশ পাঠিয়েছে। তিনি প্রতি মাসে ১ লক্ষ ১ হাজার ৫০০ টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করেছেন।

ত্রিপুরা সরকারের উপসচিব এম রেমা এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলেছেন, প্রাক্তন পুলিশ কর্তা গত বছর ১৩ জুলাই থেকে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ১২৫ টাকা বেতন হিসেবে পেয়েছেন যা অতিরিক্ত বলেই প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসেবে এ কে শুক্লা ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার সাথে ১৭ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা ১৯,১২৫ টাকা এবং পেনশন বাবদ ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫০০ টাকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলা-আখাউড়া রেল প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হবে চলতি বছরের শেষে

জুলাইয়ের মধ্যে পূর্বোত্তরে ৭২ শতাংশ প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালানোর পরিকল্পনা ঃ জিএম অনশুল গুপ্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগ প্রকল্পটি চলতি বছরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন হয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনশুল গুপ্তা। তিনি জানান, এই প্রকল্পটি মিশন মোডে করা হচ্ছে এবং আশা করা হচ্ছে যে এই বছরের আগস্টের শেষে নিশচিন্তপুর রেল ইয়ার্ডটি শেষ হয়ে যাবে। তিনি জানান, আগরতলা-আখাউড়া রেল সংযোগের কাজ পিএসইউ ইরকন করছে এবং করোনা মহামারীর মধ্যেও কাজটি অব্যাহত রয়েছে। পিএসইউ ১৮ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার নির্ধারিত লক্ষ্য নিয়ে এই প্রকল্পটি নিয়েছিল। তবে কাজের বিলম্বের কারণে প্রকল্পটি বছরের শেষ নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কোভিড সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও জুলাইয়ের মধ্যভাগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৭২ শতাংশ প্যাসেঞ্জার ট্রেন পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। আজ ভার্চুয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অনশুল গুপ্তা। সাথে তিনি যোগ করেন, করোনা অতিমারি পরিস্থিতিতে রাজ্যগুলিকে সমস্ত সহায়তা করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।

তিনি বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারির বিস্তার প্রতিরোধের জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে রাজ্য সরকারগুলির স্বাস্থ্য সেবার প্রচেষ্টা পরিপূরক করতে সমস্ত ধরনের প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে। এই পদক্ষেপগুলির মধ্যে রয়েছে কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য বিদ্যমান রেলওয়ে চিকিৎসালয়গুলি প্রস্তুত করে তোলা, কোভিড-১৯-এর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে চিকিৎসালয়গুলিতে অক্সিজেন প্ল্যান্ট স্থাপন করা, কর্মচারীদের ভ্যাকসিন প্রদানের জন্য ভ্যাকসিনেশন অভিযানের আয়োজন করা ইত্যাদি।

কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজেদের ৬-টি রেলওয়ে হাসপাতালে মোট ৩৫৪টি শয্যার ব্যবস্থা করেছে। প্রত্যেকটি স্পেশাল ওয়ার্ডে কোভিড পজিটিভ রোগীদের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা আছে এবং এপ্রিল, ২০২১ থেকে এই হাসপাতালগুলিতে ১২৫০ এরও অধিক রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতা
ছোট্ট শারদের হাতে পৌঁছল স্মার্ট ফোন

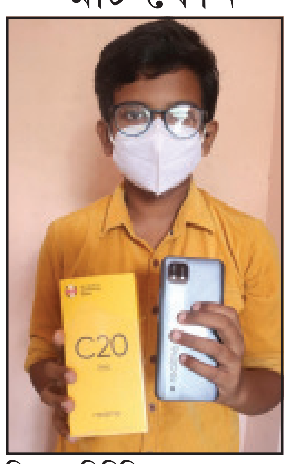

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। মুখ্যমন্ত্রীর তৎপরতা, ছোট্ট শারদের হাতে পৌঁছে গেল স্মার্ট ফোন। পরিবারের আর্থিক সংস্থান তেমন নেই। তবু উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শারদ দত্তচৌধুরী তার পড়াশুনা চালিয়ে যেতে একরোখা। কোভিড পরিস্থিতিতে এখন পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাই অনলাইনে।

কিন্তু তার তো স্মার্ট ফোনই নেই! বাড়ির এক আত্মীয়ের সাধারণ ফোন থেকে ফেসবুক খুলে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের পেজে মেসেজ করেছিল শারদ। জানিয়েছিল তার সমস্যার কথা। বৃহস্পতিবার বনমালীপুরে শারদের বাড়িতে পৌঁছে গেল স্মার্ট ফোন। এদিন ফোনটি তার হাতে তুলে দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী দীপ কর এবং চা নিগমের চেয়ারম্যান সন্তুষ সাহা সহ-অন্যান্যরা। সম্প্রতি একাধিক এমন নজির তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাতেই নবতম সংযোজন বনমালীপুরের বাসিন্দা তথা উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শারদ দত্তচৌধুরী। ফোন পেয়ে শারদও আপ্লুত। সে বলে, আমি ফোন চেয়েছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর পেজে মেসেজ করে। ভাবতেও পারিনি তিনি এতটা উদারতা দেখাবেন। এবার আর আমার পড়াশুনা আটকাবে না। শারদের বাবা, মা সহ পরিবারের সকলেই মুখ্যমন্ত্রীর এহেন তৎপরতায় উচ্ছ্বসিত।

রাজ্যে করোনায় দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু কমল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ত্রিপুরায় দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কমেছে। কমেছে মৃত্যুও। এদিকে, পশ্চিমা ত্রিপুরা জেলায় এখনও সংক্রমনে শীর্ষে থাকলেও দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। সাথে, দৈনিক সুস্থতার হার বৃদ্ধি অনেকটাই স্বস্তি দিয়েছে।

ত্রিপুরায় গত ২৪ ঘন্টায় ১১৫২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৪৮৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। দৈনিক আক্রান্তের হার কমে হয়েছে ৪.২২ শতাংশ। এদিকে, আরও ৩ জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা বাড়িয়েই রেখেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘন্টায় ৭১৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৪৪০৬ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘন্টায় আরটি-পিসিআর ৯৯৪ এবং রেপিড এন্টিজেনের মাধ্যমে ১০৫৩৪ জন মোট ১১৫২৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে, আরটি-পিসিআর ৭০ জন এবং রেপিড এন্টিজেনে ৪১৭ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় মোট ৪৮৭ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তবে, স্বস্তির খবরও রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৭১৩ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আগরতলায় সিপিএমের প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। সিপিআইএম সদর মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে আগরতলা দুর্গাবাড়ি পেট্রোল পাম্পের সামনে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। পেট্রো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রাজধানীসহ প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করেছে সিপিআইএম।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সদর মহকুমা কমিটির নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন গত ২রামে থেকে এখনো পর্যন্ত দেশে ২১ পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে যেখানে অপরিশোধিত তেলের

দাম কমেছে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে পেট্রোলের মূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে। কর্পোরেট দের সুবিধা পাইয়ে দিতে কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটায় বলে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। বর্তমান বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারের আমলে দেশে লুটের রাজত্ব চলছে বলেও অভিযোগ করা হয়।

পেট্রোপণ্যের দাম অবিলম্বে কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে ভূমিকা নিতে দাবি জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বৃহস্পতিবার আগরতলা সহ রাজ্যের চারটি জায়গায় প্রতীকি আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার পেট্রোপণ্যের মূল্য কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করে সিপিআইএম আরও বৃহত্তর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে ১৮ লক্ষাধিক টাকার নেশা সামগ্রী সহ পুলিশ-বিএসএফের জালে দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। নেশা বিরোধী অভিযানে নেমে বিরাট সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। নেশা সামগ্রী সহ দুই নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় সাড়ে ছয়টা নাগাদ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে খোয়াই জেলার পহরমুড়া থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া পহরমুড়া গ্রামে ৪ নম্বর ওয়ার্ডে অভিযানে যায় বিএসএফ-এর ৮০ ও ১৯১ নম্বর ব্যাটালিয়ানের জওয়ান ও পুলিশের যৌথ বাহিনী। ওই অভিযানে ৯৯৩টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ২০.৮০ গ্রাম ব্রাউন সুগার, ভারতীয়

মুদ্রায় ৬১,৪০০ টাকা, ৩,৫০০টি ছোট অ্যাম্পলস, ২-টি ল্যাপটপ, ৪-টি মোবাইল ফোন, টিআর ০৬ এ ০৫১৯ নম্বরের মারুতি অল্টো কার এবং ২-টি দ্বিচক্র যান উদ্ধার হয়েছে। এগুলোর বাজারমূল্য ১৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৯০০ টাকা। সাথে দুই নেশাকারবারিকেও আটক করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর কথায়, দুই নেশাকারবারিকে অপরজিত রায় এবং তার সহযোগী আপ্পুচন্দ্র দাস বলে শনাক্ত হয়েছেন। নেশা সামগ্রী সহ দুই নেশাকারবারিকে খোয়াই থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে বিজেপিতে কোন বিভেদ নেই ঃ সুব্রত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। ত্রিপুরায় বিজেপিতে কোন বিভেদ নেই। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি প্রধান মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষের ডাকা বৈঠকে সকলেই অংশ নিয়েছেন। ত্রিপুরায় সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে মত বিনিময় করেছেন। তাতে প্রমাণিত হয়েছে সকলে একত্রে রয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় পাহাড়ে দলের শক্তি একই রয়েছে। জনজাতি কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন ঠিকই। কিন্তু, গণতন্ত্রের রক্ষায় পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিজেপি প্রশাসনের উপরই নির্ভরশীল।

এদিন তিনি বলেন, বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বি এল সন্তোষ ত্রিপুরাউ দুই দিনের সফরে এসে সাংগঠনিক বিষয়ে খোজ খবর নিয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের দীশা নির্দেশ করেছেন। পাশাপাশি সরকার পরিচালনায় দল আরও কিভাবে ভূমিকা রাখবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় বিজেপি সংগঠন যথেষ্ট শক্তিশালী। তাকে আরও কিভাবে সুসংহত করা যায় সেবিষয়ে সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর কথায়, দুই দিনে দলীয় সাংগঠনিক বিষয়ে ইতিবাচক এবং সদর্থক আলোচনা হয়েছে। দল পরিচালনায় ন্যূনতম ত্রুটি-বিচ্যুতি না থাকে সেদিকে সতর্ক করেছেন সংগঠন মন্ত্রী।

সুব্রতবাবু বলেন, ত্রিপুরায় বিজেপিতে কোন বিভেদ নেই। প্রত্যেকেই এক পরিবারের সদস্য হিসেবে রয়েছি আমরা। তাঁর বক্তব্য, এক পরিবারে থাকতে গেলে মতের অমিল হওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ২৪৫◘ ১৮ জুন ২০২১ ইং ◘ ৩ আষাঢ় ◘ শুক্রবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

নেশার ভয়ঙ্কর পরিণতি

নেশাখোরদের জন্য করোণা ভয়ঙ্কর পরিণতি ডাকিয়া আনিয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহা দুঃসংবাদ! নেশাখোররা কোভিডে আক্রান্ত হইলেই মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়া যায় ৫০ শতাংশ। এমনই সতর্কবার্তা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)'র। একই সঙ্গে ভারতে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ নিয়াও সতর্ক করিয়া দিল তাহারা। ভারতে এখন দ্বিতীয় ঢেউ চলিয়াছে। তবে, স্বস্তি দিয়া কমিয়াছে সংক্রমণের লেখচিত্র। পাশাপাশি প্রশ্ন উঠিয়াছে, এইবার কী তাহা হইলে আছড়াইয়া পড়িবে কোভিডের তৃতীয় ঢেউ? যদি পড়ে, তবে সেটা কবে? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ডিরেক্টর ডাঃ পুনম ক্ষেত্রপাল সিং বলিয়াছেন, 'এখনই তৃতীয় ঢেউয়ের পূর্বভাস দেওয়া সম্ভব নয়। তবে, তাহা প্রতিরোধে এখন থেকেই উদ্যোগ নিতে হইবে।' এক্ষেত্রে পুনমের পরামর্শ, তৃতীয় ঢেউ আসার আগেই যে সময়টুকু পাওয়া যাইবে তাহার মধ্যে ভারতে টিকাকরণ কর্মসূচি সম্পন্ন করিতে হইবে। মানিয়া চলিতে হইবে কোভিড বিধি। কোনওরকম ঢিলেঢালা দিলে চলিবে না।

তামাক বর্জনে অঙ্গীকার' শীর্ষক ধূমপান বিরোধী একটি প্রচার চালাইতেছে হু। বিশ্বব্যাপী চলিয়াছে এই প্রচার। সেই প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে হু'র ডিরেক্টর জেনারেল টেডরস আধানম বলিয়াছেন, 'নেশাখোররা বিশেষ করিয়া ধূমপায়ীরা করোনায় সংক্রা
মিত হইলেই তাঁহাদের শ্বাসযন্ত্র ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা বহুগুণ বাড়িয়া যায়। ক্যানসার সহ অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়িয়া যায়। এমনকী, মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে ৫০ শতাংশ বেশি।' এক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার শীর্ষকর্তার পরামর্শ'কোভিডে মৃত্যুর সম্ভাবনা এড়াইতে দ্রুত ধূমপান ছাড়িবার সিদ্ধান্ত নিন।' এরই পাশাপাশি বিশ্বের প্রতিটি দেশকে নেশা বিরোধী ও ধূমপান বিরোধী প্রচারে অংশগ্রহণে আর্জি রাখিয়াছেন তিনি। প্রচারটি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে ব্যবহার করা হইবে হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, ফেসবুক মেসেঞ্জার সহ সোশ্যাল মিডিয়ার একাধিক প্ল্যাটফর্ম। যাহাতে তামাক মুক্ত বিশ্ব গড়িয়া তোলার কাজ খুব সহজ হয়। এদিকে, ভারতে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ করিবার সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধনকে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত করিয়াছে হু। ২০১৯ সালে তাঁহারই ঐকান্তিক উদ্যোগে ই-সিগারেট নিষিদ্ধ হয়। দেশজুড়িয়া তামাক বিরোধী প্রচারও চলিয়াছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পরামর্শে। সেই কারণেই বর্ধনকে এই পুরস্কার দেওয়া হইল বলিয়া জানাইয়াছে হু। প্রসঙ্গত, সিগারেট সহ অন্যান্য ধূমপান যে কোভিডের সংক্রমণ বাড়ায় তাহা, এক বছর আগেই জানাইয়াছিল স্বাস্থ্যমন্ত্রক। বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ, বিড়ি কিংবা সিগারেটের মাধ্যমে কোভিড-১৯ ভাইরাস খুব সহজেই মুখের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। অতএব সাবধান। ভয়ঙ্কর নেশা ও ধূমপান হইতে প্রত্যেকেই বিরত থাকুন। ভয়ঙ্কর নেশা ও ধূমপান হইতে বিরত থাকিলে ভয়ঙ্কর পরিণতির হাত হইতে রক্ষা মিলিতে পারে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত বিষয় নিয়ে দেশব্যাপী জনসচেতনতা বাড়াইবার পাশাপাশি নেশার কুফল সম্পর্কে জনগণকে আরো সচেতন করা জরুরী হইয়া উঠিয়াছে। নেশার কবল হইতে যুবসমাজ সহ সকল অংশের মানুষকে মুক্ত করিতে পারিবে সমাজ একদিকে যেমন সুস্থতার দিকে ফিরিবে ঠিক তেমনি দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হইবে। দেশের এই সংকটময় মুহূর্তে এই ধরনের পদক্ষেপ বাস্তবায়নে সরকার ও প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ,রাজনৈতিকসংগঠন, সচেতন সকল জনগণকে এগিয়ে আসা জরুরি। সার্বিক প্রচেষ্টাতেই এই মহৎ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হইবে।

সরসুনায় অসুস্থ মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি পুলিশের

কলকাতা, ১৭ জুন (হি. স.) : করোনা আতঙ্কে নাজেহাল শহরবাসী। প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে আতঙ্ক। এই পরিস্থিতিতে সাধারন মানুষের সেবায়রত কলকাতা পুলিশ। বৃহস্পতিবার সরসুনায় অসুস্থ মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি পুলিশের।

করোনা আবহে বর্তমানে লকডাউনের জেরে বন্ধরয়েছে লোকাল ট্রেন, বাস, মেট্রো। কিন্তু লকডাউন আবহে অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ক্রমাগত সাহায্য করে চলেছে কলকাতা পুলিশ। সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে কলকাতা পুলিশের তরফে কখনও মাস্ক বিলি করা হচ্ছে। আবার কখনও জীবাণুমুক্ত করা হচ্ছে। অন্যদিকে প্রবীণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। এদিন কলকাতা পুলিশের তরফে সরসুনায় এক অসুস্থ মহিলাকে বাড়ি থেকে উদ্ধার করে সরসুনা থানার পুলিশ সরসুনা হাসপাতালে ভর্তি করে।

"কৃষকরা এবার বছরে পাবেন ১০ হাজার টাকা": ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.): করোনা আবহের মাঝেই এবার কৃষকদের জন্য সুখবর। ফের কৃষকদের পাশে রাজ্য সরকার। আর ৫ হাজার টাকা নয় এবার বছরে কৃষকরা পাবেন ১০ হাজার টাকা। বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে কৃষকবন্ধু প্রকল্পের উদ্বোধন করে এমনটাই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন নবান্নর সভাঘর থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে কৃষকবন্ধু প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃষকবন্ধু প্রকল্পের উদ্বোধন করেই এই প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, " কৃষক বন্ধু প্রকল্পে ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত রাজ্যের। আজ থেকেই কৃষক বন্ধু প্রকল্পের টাকা পাবেন কৃষকরা। ৫ হাজারের বদলে ১০ হাজার টাকা করে পাবেন তাঁরা"। মুখ্যমন্ত্রী এদিন জানান কৃষকবন্ধু প্রকল্পে খেতমজুর, বর্গাদারদের জন্যও অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি বাড়ানো হয়েছে কৃষকদের বার্ধক্যভাতাও। এই নতুন প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন ৬০ লক্ষ কৃষক।

সারারাতের বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতা, বর্ষণ আরও বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.): উত্তর থেকে দক্ষিণ-সারারাতের প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ল কলকাতার বিস্তীর্ণ প্রান্ত। একনাগাড়ে বৃষ্টিতে জলের নীচে চলে গিয়েছে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, ঠনঠনিয়া, আমহার্স স্ট্রিট, পার্কা সার্কাস, বেহালা, সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বেশি কিছু অংশ। জল জমে গিয়েছে থিয়েটার রোডেও। বুধবার রাত থেকে বৃষ্টি শুরু হয় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। ক্যানিং থেকে কাকদ্বীপ, হুগলি থেকে হলদিয়া-রাজ্যের সর্বত্রই সারারাত বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি থামেনি বৃহস্পতিবারও। সারারাতের বৃষ্টিতেই কলকাতার বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় জল জমে গিয়েছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার রাত ১০টা থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা পর্যন্ত কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। বেশি বৃষ্টি হয়েছে মোমিনপুর এলাকায়। সেখানে বৃষ্টি হয়েছে ১৭৯ মিলিমিটার। এ ছাড়া বালিগঞ্জে ১৪৮ মিলিমিটার, কালীঘাটে ১৬৮ মিলিমিটার, বেহালা ফ্লাইং ক্লাবে ১৬৩ মিলিমিটার, মানিকতলায় ৭৭ মিলিমিটার, বেলগাছিয়ায় ৮২ মিলিমিটার ও উল্টোডাঙায় ৮৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতা পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, জল নামতে কিছুটা সময় লাগবে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এখন জোয়ারের সময় চলছে। তাই বন্ধ রয়েছে লকগেটগুলি। জোয়ার যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ এই গেট খোলা সম্ভব নয়।

আপাতত বৃষ্টি কমবে না দক্ষিণবঙ্গে। বর্ষণ আরও বাড়বে। বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গেও। আবহবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি হতে পারে। উত্তরবঙ্গের ৫ জেলাতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

শতবর্ষে নজরুল -সৃষ্ট বিদ্রোহী-বার্তার প্রাসঙ্গিকতা

মীরাতুন নাহার

কাজী নজরুল ইসলাম-সৃষ্ট বিদ্রোহীর প্রথম আবির্ভাব বীর-রূপে 'বিদ্রোহ' কবিতায়। সেই বীরের পরিচয়? সে 'উন্নত শির' 'চরি উন্নত শির'। সেই বিদ্রোহী অতঃপর তার 'আমি'-কে তুলে ধরেছে নানা রূপে। কতকিছুর সঙ্গে তার 'আমি'-র একাত্মতা প্রকাশ পেয়েছে কবির কলমে। সেসব তেকে কয়েকটি মাত্র বেছে নিয়ে তাদের বার্তা তুলেল ধরাই বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য। কবিতার শেষাংশে বিদ্রোহীকে পেয়েছি আমরা 'মহা-বিদ্রোহী' রূপে এবং তার ঘোষণা শুনেছি'আমি চির -বিদ্রোহী বীর'।

নজরুল -প্রিয় 'চির-বিদ্রোহী বীর' বিবিধ রূপে মূর্ত হয়েছে 'বিদ্রোহী' কবিতায়। মাত্র দুটি উক্তি উদ্বৃত করা যাক নিবন্ধের সুচনায় যার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে বিদ্রোহীর বিদ্রোহের যথার্থ স্বরূপ।

এক, বিদ্রোহী বলে—

আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে।

অধিনতা বা আনুগতাকে মানা বিদ্রোহীর জন্য নিতান্তই অসম্ভব। সাধারণভাবে মানুষ কত প্রকারের বশ্যতাকে মেনে নিয়ে জীবন বাঁচে। নিজেকে ছোটো করে। তবু সে, তেমন বাঁচাকেই জীবন ভাবতে অসুবিধা বোধ করে না। কেমন 'অবহেলে' তা মেনে নেয় কিন্তু 'উন্নতি শির' মানুষের পক্ষে তা একান্তই দুঃসাধ্য। প্রয়োজনের পায়ে নতজানু হ্যয়া মানুষের অধীনতাকে পৃথিবী থেকে দূর করে দিয়ে নতুন বিশ্ব গড়তে চায় বিদ্রোহী। দাসত্বকে নিয়তি বলে মেনে নেয়া মানুষদের সেই কর্মসাধনে প্রেরণা জোগাতেই বিদ্রোহীর সৃষ্টি। অধীনতা-বশতার সে চির-বৈরী। তাই মুক্ত বিশ্ব গড়তেই তার আনন্দ-'মহানন্দ'।

দুই বিদ্রোহী আরও বলে—

আমি ভ্রষ্টানুদন শোক-তাপ হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।

জীবনের পথে চলতে চলতে মানুষ রোগ-শোক-দুঃখ -দুর্ঘটনা-ব্যথা-বেদনার আকস্মিকতায় বিমুঢ়, বিহ্বল হয়ে যায়। তবুও সে সবকিছুতেই অদৃষ্ট বা খেয়ালী বিধাতার লীলাখেলা ভেবে মেনে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেয় দিব্যি হেসে-খেলে-কেঁদে-কেটে। ভিন্নতর ভাবনার পথই মাড়ায় না। বিদ্রোহী তাদের 'অচেতন-চিতে' চেতনা জাগাতে চায়। ভাগের হাতে, বিধাতার পায়ে আত্মসমর্পণ করাকে সে বীরুতা মনে করে। বিধির খেয়ালিপনার সে কঠোর সমালোচক। সে তার যোগ্য জবাব দিতে চায়। অদৃ,টের ভাণ্ডারকে সে তীক্ষ্ম প্রশ্নবাণে চছনছ করে দিতে চায়। 'নতশির' মানুষ তা পারে না। অদৃষ্টের উপর সব দায় চাপিয়ে বাঁচাই তার জীবন। বিদ্রোহী তাকে 'উন্নত শির' হতে ডাক দেয়। 'আমি'-র প্রকাশ তরুণ রূপেও আমাদের চম্‌কে দেয় কবি বলেন, 'আমি অরুণ খুনের তরুণ, আমি বিধির দর্পহারী'। তরুণের কত্ত নাচে তারুণ্যের প্রাবল্যে। তরুণরাই পারে অদৃষ্টকে হাস্যমুখে পরিহাস ও পরিহার করতে। দুরন্ত প্রাণের জোয়ারে ভেসে অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে তারাই। সেই 'আমি দুর্জয়, দুর্জেয়। বিদ্রোহী চেয়েছে স্বদেশের সেই তরুণদের 'হায়দারী হাঁক' হেঁকে বদ্ধজীবন থেকে বেরিয়ে এসে জীবন-যুদ্ধে সামিল করতে মাথা উঁচু করে দীনতা-হীনতাকে দু'পায়ে মাড়িয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসে স্থিত হয়ে।

নজরুলের সময়কালে বিদেশি ইংরেজ শাসকদের বশ্যতা মেনে নেওয়া 'নতশির'-দের লজ্জা দিতে, নবীন তরুণ প্রাণে বিদ্রোহের হিল্লোল জাগাতে, সমাজ-সংসার -রাষ্ট্রে চির অবহেলিত অর্ধেক মানব সম্পদ মেয়েদের হৃদয়ে চেতনা জাগাতে, শিশু-কিশোর প্রাণে মনুষ্যত লাভের প্রেরণা দিতে কবি বিদ্রোহী সত্তাকে চিনিয়েছিলেন কবিতার মাধ্যমে। 'বিদ্রোহী'-র সৃষ্টিকালে এমন সত্তার

বড় প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। নজরুল দেশবাসীকে সে সত্য বোঝাতে চেয়েছিলেন।

দুঃখের বিষয়, বিদ্রোহের প্রয়োজন দেশে আজও ফুরায়নি। স্বাধীন দেশে (সত্তর -ঊর্ধ্ব) আজ উচ্চাসীন, চিত্তহীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ বিদ্রোহ ঠেকাতে ক্ষুধাকাতর, রোজগারহীন, বিত্তহীন, আবাসহারা দেশবাসীর প্রাণে লোভ-লালসা, হিংস , বিদ্বেষ ইত্যাদি আগুনের লেলিহান শিখার মতো জ্বালিয়ে দিতে চাইছে। দেশবাসী দিশেহারা। কোথায় আজ বিদ্রোহী? 'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি'-তে, আমার মনে হয়েছে, বিশ্বের বিস্ময়কর সৃষ্টি মানুষের বহু বিচিত্র রূপের প্রকাশ ঘটেছে। এই 'আমি' আসলে অনন্ত সম্ভাবনার আকরপূপে পৃথিবীতে জন্ম নেয় যে মানুষ তার বিবিধ প্রকাশিত রূপ বা আবিষ্কৃত সত্তা।

'বিদ্রোহী' কবিতায় 'আমি' শব্দটি দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন সত্তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি সত্তার কথা অবার সংক্ষেপে বলা যাক। যুবরাজ, নারী, শিশু-কিশোর, তরুণ প্রভৃতি মনুষ্যরূপের প্রকাশ কবি যেভাবে ঘটিয়েছেন 'বিদ্রোহী' কবিতায়, তা চমকপদ। 'যুবরাজ' রূপী 'আমি' বলে, 'আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক'। চারিত্রাদীপ্তিতে যিনি 'উন্নতি-শির' তিনি যুবরাজ হলেও চাকচিক্যপূর্ণ ভোগীর জীবন তাঁর কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। ভোগৈশ্বর্যের মাঝে বসেও তিনি সেসবের করালগ্রাস থেকে মুক্ত সংসার -বিরোগী গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীর মত মোহমুক্ত মানুষ। বিদ্রোহী সংসারে মত মোহমুক্ত মানুষ। বিদ্রোহী সংসার থেকেও সন্ন্যাসী। নিজের জীবনের পত নিজেই তৈরি করে নেওয়া তার শ্রেষ্ঠতম জীবন। যুবরাজ ও পারে সেই বিদ্রোহী হতে । নারীরূপী কত না 'আমি' ধরা দিয়েছে 'বিদ্রোহী কবি'-র কলমে কুমারী ষোড়শী, অভিমানী গোপন প্রিয়া, স্বামীহারা, পল্লীযুবতী। কুমারী ষোড়শীর বেণী বাঁধনে থাকতে চায় না, আঁখিতে বহ্নির দীপ্তি, হৃদয়ের সরোবরে পদ্মের মতো ভাসমান প্রেম। এই 'আমি' সমাজের কতশত বাঁধানযন্ত্রণায়। দগ্ধ হয়। বিদ্রোহী সেসব থেকে মুক্তি চায়। তার সেই 'আমি তাই সংসারের সাত-সতেরো বন্ধন মানা 'নতশির' মানবী নয়। সে-ও যুক্ত, 'উন্নত শির' হতে পারে। অভিমানী গোপন প্রিয়া রূপে হৃদয়ের স্বাভাবিক আর্তি প্রকাশ সক্ষম 'আমি'-কে রূপ দিয়েছেন কবি নজরুল। অভিমানীর ক্ষোভ-ব্যথা, গোপন প্রিয়ার চোরা-চাহনি কিছুই থাকবে না অপ্রকাশিত। যা সুন্দর তা কেন অবদমিত থাকবে চিরকাল? কেন অন্যায় সামাজিক অনুশাসনে দলন ঘটবে হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তির। বিদ্রোহী তা মানে না।

বিধবা নারীর কান্না, হতাশা, বেদনা সমব্যথী পায় না সমাজে দেখা যায়। যেন সব বঞ্চনা তার নিয়তি নিয়ন্ত্রিত। বিদ্রোহী তা মানে না। সে মুক্তি দেয় স্বামীহীনার 'আমি'- কে। কেন সে 'নতশির' থাকবে চিরকাল? এ উদ্ধত প্রশ্ন বিদ্রোহীর। যৌবন প্রকাশে ভীরু পল্লীবালার 'আমি'-কেও তিনি স্বীকৃতি দিতে ভোলেন নি।

কবি নজরুলের কলমে প্রকাশিত নারীর প্রতি তাঁর দুর্লভ সহমর্মিতা তাঁর অন্যান্য রচনার মতো 'বিদ্রোহী' পাঠকালেও আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট রাখে। এ নজরুল ব্যতিক্রমী মানুষ -চির 'উন্নত শির'। উৎকীর্ণতা-তাড়িত পুরুষ নয়। শিশু -কিশোরে রূপ পেয়েছে তাঁর 'বিদ্রোহী'-তে 'চর -শিশু' ও 'চির কিশোর'-রূপে। কোনও মানুষই যে প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় পৌঁছেও সম্পূর্ণভাবে শিশুত্বকে-কিশোরত্বকে হারায় না সে সত্য তিনি উচ্চারণ করেছেন, স্পষ্টভাষায়-'আমি চির শিশু, চির-কিশোর'। এই সত্য যে কত বাস্তব তা দৃষ্টিমান মানুষ মাত্রেই জানেন, বোঝেন। শিশুর বিস্ময় যার চোখে কিশোরের সতেজতা যার প্রাণে আশ্রয় পায়, সে-ই 'উন্নত-শির'। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

পরিবেশের কারণে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বাড়ছে

সুপ্রতিম কর্মকার

বড় বড় শহর থেকে পিঁপড়ের মতো দলবেঁধে ভারতের রাজপথ ধরে তারা হেঁটে ফিরতে চেয়েছিল, চেনা ঠিকানায়। ২০২০ সালের লকডাউনে এই ছবি দেখেছিল দেশের মানুষ। তা ছিল ভারতের গর্ভে লুকিয়ে থাকা আর এক ভারত। সেই তালিকায় অনেক বাঙালি অভিবাসী শ্রমিকও ছিল। নিখিল-মাধব, আজমল-রতন এদের কারও বাড়ি রাঙ্গাবেলিয়া, কারও হিঙ্গলগঞ্জ, কেউ বা থাকে ঘোড়ামারা, কারও ঘর সাগরদ্বীপ। এককথায় সুন্দরবনের তরুণ প্রজন্ম এরা। জামার তলায় অযত্নে লুকিয়ে রাখা পেটের টানে এর ।বাধ্য হয়েছে গ্রাম ছাড়তে। বড় শহর শ্রম কেনে, অর্থের বিনিময়ে। বেঁচে থাকার মতো অর্থের উপার্জনের জন্য সুন্রবনের দ্বীপবাসীরাও পরবাসে যায়। অবশ্য বারেবারেই সুন্দবনের মানুষ ভিটেমাটি হারিয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যাও বেড়েছে।

বাদাবনের জঙ্গল থেকে মধু-কাঠ, মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে সুন্দরবনের মানুষ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যত বাড়তে শুরু করে, তাদের জীবিকা তত সংকুচিত হয়। শুরু হয় 'বিকল্প' জীবিকার সন্ধান। গ্রাম ছেড়ে নবীন প্রজন্ম পা বাড়ায় ভারতের বড় শহরগুলোর দিকে। এভাবেই তিলে তিলে তৈরি হয়েছে এই শব্দ বন্ধ— 'পরিবেশগত উদ্বাস্তু'। সুন্দরবনের গ্রামগুলোয় এখনকার দিনে গেলে আমরা মুলত চাররকম মানুষ পাব। শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও সামান্য সংখ্যক কিছু মাঝবয়সি পুরুষ। গ্রামে অল্পবয়সি তরুণ প্রায় নেই। কাজের সন্ধানে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। তার উপরে গোদের উপর বিষফোড়ার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এসবের সঙ্গে অস্তিত্বের লড়াই করতে করতে জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এদের। সমাজবিজ্ঞানী লিস্টার ব্রাউন প্রাকৃতিক কারণে উদ্বাস্তু মানুষদের তিনভাবে ভাগ করছেন। প্রথমত, যারা সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুত, আবার

মুল পরিস্থিতি ঠিক হয়ে গেলে ফিরে আসে নিজের জায়গায়। দ্বিতীয়ত, যারা স্থায়ীভাবে বাস্তুচ্যুত হয়ে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়। আর তৃতীয়ত, কিছু মানুষ ভাল-জীবনের জন্য একেবারে স্থায়ীভাবে চলে যার অন্যত্র। এরা 'পরিবেশগত উদ্বাস্তু'। আজ থেকে ঠিক এক দশক আগের পরিসংখ্যান দেখা যায়। ২০১১ সাল। জেনিভা থেকে দুই সমাজবিজ্ঞানী পন্সির ও জিনিটি একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। সেখান থেকে জানা যায়, ভারতীয় উপমহাদেশে ২০১০ সাল পর্যন্ত ৬ কোটি ১৪ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়েছিল । কেন এভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে পরিবেশগত উদ্বাস্তুর সংখ্যা? আমেরিকা যুক্তরাষ্টের 'ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটিরিং সেন্টার' ও 'নরওয়েজিয়ান রিফিউজি কাউন্সিল' বলছে, উদ্বাস্তু-সংখ্যা বাড়ার মূল কারণ 'প্রাকতিক বিপর্যয়'। নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় সুন্দরবন প্রতি মুহূর্তে। নদী বাঙ্গন, বন্যা, প্রবল ঝড়ে প্রায়ই বিপর্যস্ত হয় বাদাবনের লোকালয়। ২০০৯ সালের আয়লা, ২০১৯ সালের ফণী, ২০২০ সালের আমফান আর ২০২১ সালের যশের (মতান্তরে 'ইয়াস') পর সুন্দরবন আজ ধ্বংসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা, মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলা ভূখণ্ড। যাকে একদিকে কামড়ে খাচ্ছে সমুদ্রে বেড়ে ওঠা জলতল। আর অন্যদিকে চাবুকের মতো আঘাত হানছে ঘূর্ণিঝড়। এই দুয়ের সাঁড়াশি চাপে ঘরছাড়া সুন্দরবনের মানুষ। ২০০৯ সালের আয়লা -র ধাক্কার পর থেকে বাদাবনের চেহারা ধীরে ধীরে পাল্টাতে থাকে। পানীয় জলে লবণতার পরিমাণ বাড়তে থাকে, পাড়ের বাঁধগুলো ভেঙে যাওয়ায় চাষের জমি নষ্ট হয়, পুকুরের জলে সাগরের লবণ মিশে যাওয়ার মাছচাষ নষ্ট হয়, জলবাহিত পেটের অসুখ বাড়ে, বিশেষ ধরনের মশার উপদ্রব বাড়ে, যাকে স্থানীয় মানুষ 'আয়লা মশা' বলে চিহ্নিত করত। মোটকথা, ' ভেক্টরবাহিত' রোগবালাইয়ের পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে, উপার্জনের গণিজ ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। বিকল্প রোজগারের সন্ধান শুরু হল। 'ইন্টারনাল ডিসপ্লেসমেন্ট মনিটরিং সেন্টার'-এর রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০০৯ সালে সারা ভারতে বন্যা ও সাইক্লোনের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যথাক্রমে ১৮ ও ১৪ শতাংশ মানুষ। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে আলোচনায় বারবার যেটা উঠে এসেছে তা হল, পৃথিবীর গায়ে লেগে থাকা বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ার নিরিখটি। সেই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪১০ পার্টস পার মিলিয়ন। গত আট লক্ষ বছরেও এত পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাতাসে ছিল না। এর ফলে বেড়েছে পৃথিহীর উষ্ণতা। উষ্ণায়ণের এই থাবায় সমুদ্রের জল কিছু জায়গায় মাত্রাতিরিক্ত উষ্ণ হয়ে উঠেছে। সেজন্য বেড়েছে সামুদ্রিক সাইক্লোনের পরিমাণ। 'ইন্টারগভর্মেন্ট প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' উষ্ণায়নকে চিহ্নিত করছে। 'থ্রিট মাল্টিপ্ল্যায়ার' হিসাবে। উষ্ণায়ন আসলে প্ররোচিত করে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে।

চোখের সামনে এমন বিপর্যয় দেখেছে সাগরদ্বীপের কাছে এই ছোট্ট চর। ঘোড়ামারা। যশের পর দ্বীপটা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুখে। সমুদ্রে জলের উচ্চতা বাড়ছে। আর একে-একে সাগরের জলের তলায় হারিয়ে গিয়েছে খাসিমারা চর, লোহাচড়া, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, বৈষ্ণব চর, ব্রেড ফোর্ড-এসব দ্বীপভূমি। ঘরে ভেঙেছে সাগরের জল। আর, সেই ঘর ভাঙা ঘোড়ামারা দ্বীপের মানুষ ছড়িয়ে পড়েছিল আশপাশের এলাকায়। সাগরদ্বীপ, গঙ্গাসাগর ১ ও ২, কামালপুর, মনসাদ্বীপ, বঙ্কিমনগর, চক ফুলডুবি, জীবনতলা কলোনি এসব এলাকায়। যশের পর ঘোড়ামারা দ্বীপের বাকি জনবসতিকে সরিয়ে পূনর্বাসিন দেওয়া হবে সাগরদ্বীপে, এমন শোনা যাচ্ছে সংবাদমাধ্যমে।সুন্দরবনের গ্রামগুলোয় এখনকার দিনে গেলে আমরা মুলত চাররকম মানুষ পাব। শিশু, মহিলা, বৃদ্ধ ও সামান্য সংখ্যক কিছু মাঝবয়সি পুরুষ। গ্রামে অল্পবয়সি তরুণ প্রায় নেই। কাজের সন্ধানে তারা গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছে । জলে কুমিব, ডাঙায় বাঘ। তার উপরে গোদের উপর বিষফোড়ার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এসবের সঙ্গে অস্তিত্বের লড়াই করতে করতে জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এদের। সমাজবিজ্ঞানী লিস্টার ব্রাউন প্রাকৃতিক কারণে উদ্বাস্তু মানুষদের তিনভাবে ভাগ করছেন।

২০২০ সালের ওয়ার্ল্ড মাইগ্রেশন রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০১৬ থেকে ২০১৮ সালের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর ১৪৮টি দেশেরক ১৭২ লক্ষ মানুষ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য উচ্ছেদ হয়েছে। আর ভারতের ক্রান্তীয় সাইক্লোন আর বন্যায় উচ্ছেদ ওয়া পরিবেশগত উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা ২৭ লক্ষ। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

বাংলাদেশে ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ, ভাইরাসে প্রাণ কাড়ল আরও ৬৩ জনের

ঢাকা, ১৭ জুন (হি. স.) : গত চার দিন ধরে বাংলাদেশে করোনার দৈনিক মৃত্যুর রেখচিত্র ঊর্ধ্বমুখী। দেশে যেমন করোনার দৈনিক মৃত্যু বেড়ে চলেছে, তেমনই দৈনিক সংক্রমণও ভয়াবহ হয়ে উঠছে। গত ২৪ ঘন্টায় আরও ৩ হাজার ৮৪০ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। বৃহস্পতিবার মারণ ভাইরাসের প্রাণ কাড়ল আরও ৬৩ জনের

করোনাভাইরাসের বেলাগাম সংক্রমণ রুখতে বুধবারই দেশজুড়ে কড়া বিধিনিষেধ আরও এক মাস বাড়ানো হয়েছে। এদিন স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশজুড়ে পাঁচশোর বেশি সরকারি ও বেসরকারি গবেষণাগারে ২৪ হাজার ৭৮১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নয়া নমুনা পরীক্ষায় আরও ৩ হাজার ৮৪০ জনের শরীরে মারণ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। যার ফলে এখনও পর্যন্ত দেশে করোনাভাইরাসে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল আট লাখ ৪১ হাজার ৮৭ জনে। নমুনা পরীক্ষার তুলনায় শনাক্তের হার ১৫ দশমিক ৪৪ শতাংশ।পাশাপাশি আগের দিনের তুলনায় দেশে করোনার ছোবলে মৃত্যুও বেড়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৬৩ জন। এ নিয়ে দেশে করোনার বলি হলেন ১৩ হাজার ৩৪৫ জন।' গত ২৪ ঘন্টায় মারণ ভাইরাসকে হারিয়ে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৭১৪ জন। এ নিয়ে করোনা জয়ীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৭ লাখ ৭৬ হাজার ৪৬৬ জনে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

লোয়াইরপোয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধ বহু ফিশারি গুঁড়িয়ে দিল বন দফতর

লোয়াইরপোয়া (অসম), ১৭ জুন (হি.স.) : লোয়াইরপোয়া সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবৈধ বেদখলকারীদের উচ্ছেদের পর এবার বেশ কয়েকটি অবৈধ ফিশারি গুঁড়িয়ে দিয়েছে বন দফতর। সাম্প্রতিককালে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের কড়া নির্দেশে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে।

এ ধরনের অভিযান চলছে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জেও। অতি সম্প্রতি লোয়াইরপোয়া ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত লঙ্গাই রিজার্ভের ছলামনা ও বাজারঘাট সংরক্ষিত বনাঞ্চলে জবরদখলকারী মোট ২৮টি পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। এর পর গতকাল বুধবার দুপুরে স্থানীয় রেঞ্জের বাদশাহি রিজার্ভের ভিতরে গড়ে তোলা বেশ কয়েকটি ফিশারি গুঁড়িয়ে দিয়েছেন বন দফতরের কর্মীরা। করিমগঞ্জ ফরেস্ট ডিভিশনের এসিএফ সুখদেব সাহা দলবল নিয়ে বাজারিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাগলমোয়া এলাকার ছোটবাজারি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বন ভূমিতে গড়ে তোলা ছোট বড় চারটি ফিশারির বাঁধ কেটে গুঁড়িয়ে দেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এসিএফ সুখদেব বলেন, তাদের এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। বলেন, সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতরে কারও দখলদারি বরদাস্ত করা হবে না। ইতিমধ্যে পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার চারটি ফরেসট রেঞ্জ এলাকার কোথায় কোথায় জবরদখল রয়েছে তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে সরকারকে রিপোর্ট করা হয়েছে। সরকারের সবুজ সংকেত পাওয়া মাত্রই পুরোদমে অভিযানে নামবে বন বিভাগ, জানান সুখদেব সাহা।

গোলাঘাট পুলিশের অভিযান, বোকাখাতে চোরাই কাঠ সহ একই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের দুটি ট্রাক বাজেয়াপ্ত

বোকাখাত (অসম), ১৭ জুন (হি.স.) : গোলাঘাট জেলার বোকাখাত থানা এলাকায় পুলিশের অভিযানে বহুমূল্যের চোরাই কাঠ সহ একই রেজিস্ট্রেশন নম্বরের দুটি ট্রাক বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার বিকেল এবং মধ্যরাতে গোলাঘাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অঞ্জন পণ্ডিত অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য লাভ করেছেন। এএসপি অঞ্জন পণ্ডিত জানান, প্রথমে বোকাখাত থানার অজ্ঞাতে গতকাল বিকেলে জেলা পুলিশের কয়েকজনকে নিয়ে অরুণাচল প্রদেশ থেকে গুয়াহাটি অভিমুখী এএস ০১ কেসি ৬৭৬৬ নম্বরের চোরাই কাঠ বোঝাই একটি ট্রাক লখৌজান তেল ডিপোতে আটক করা হয়। এর পর মধ্য রাতে চোরাই কাঠ বোঝাই আরেকটি ট্রাক ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে আটক করেন তিনি।

কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এই ট্রাকের নম্বরও এএস ০১ কেসি ৬৭৬৬। অর্থাৎ দুটি ট্রাকে একই রেজিস্ট্রেশন নম্বর প্ল্যাট লাগানো রয়েছে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অঞ্জন পণ্ডিত জানান, দুটি ট্রাক থেকে চোরাই কাঠের সঙ্গে এগুলোর একটি ভুয়ো ট্র্যানজিট পারমিট (টিপি) বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ঘটনা সম্পর্কে বোকাখাত থানায় এক মামলা রুজু করা হয়েছে। পাশাপাশি দুটি ট্রাকের চালক ও খালাসিদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তাঁরা।

কাগজ কলের মতো বিপদঘণ্টা বাজতে চলছে কাছাড় ওএনজিসি-র, জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপ দাবি বিডিএফ-এর

শিলচর (অসম), ১৭ জুন (হি.স.) : কেন্দ্রীয় অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও বরাক উপত্যকার অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশনের (ওএনজিসি) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কোনও নতুন প্রকল্প চালু করছে না। উপরন্তু যে-সব পরীক্ষামূলক প্রকল্পের কাজ শেষ পর্যায়ে ছিল সেগুলোকেও বিভিন্ন অজুহাতে বন্ধ করছে দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। এর পেছনে নিশ্চিতভাবে বৃহৎ ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গভীর উদ্বেগের সঙ্গে এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)। বিডিএফ-এর কর্মকর্তারা উদ্বেগ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে বরাকের জনপ্রতিনিধিদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

বিডিএর-মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্তরায় এ প্রসঙ্গে বলেন, বিগত ২০১১ সালে দিল্লি থেকে আগত বিশিষ্ট ভূতত্ত্ববিদ পিকে নন্দী বরাক সফরে এসে এই উপত্যকায় যে তেল ও গ্যাসের বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই বক্তব্য সে সময় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রদীপবাবু বলেন, তেল এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে এই উপত্যকার যা সম্ভাবনা রয়েছে তা একমাত্র আরব দেশের সাথে তুলনীয়। এই সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হলে বরাক উপত্যকার চেহারাই বদলে যেতে পারে। কারণ, যে-কোনও ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের জন্য শক্তির প্রয়োজন। যা বরাক উপত্যকায় উপলব্ধ। ফলে স্থানীয় স্তরে গড়ে ওঠতে পারে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সিএনজি প্ল্যান্ট, স্টিল, রড, ইট শিল্প প্রভৃতি। এছাড়া চা বাগান ও অন্যান্য যে-সব শিল্পে বর্তমানে কয়লা ব্যবহৃত হচ্ছে তারও বিকল্প হতে পারে এই ক্ষেত্র।

প্রদীপ দত্তরায় বলেন, ওএনজিসি কাছাড় ফরোয়ার্ড বেস আগে আসাম অ্যাসেটের অধীনে থাকায় বৈষম্যের শিকার হত। পরে ইউনিয়ন ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং ব্যক্তিবর্গের যৌথ প্রচেষ্টায় এটি ২০১৭ সালে ''আসাম আরাকান ফল্ট বেল্ট এক্সপ্লোরেটরি অ্যাসেট''-এ উন্নীত হয় এবং দিল্লি তথা হেড কোয়ার্টারের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে কাজে অগ্রগতি ও আসে। তিনি বলেন, ২০১৯ সালের এপ্রিলে নতুন অ্যাসেট ম্যানেজার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই রহস্যজনকভাবে কাজে শিথিলতা আসে। যা বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের অঙ্গ বলে মনে করছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট।

উদাহরণস্বরূপ কিছুদিন আগে পাঁচগ্রামের কাছে সম্ভাবনাময় বিপি-২ তৈলক্ষেত্রের খননকাজ শেষ করে অকাল বন্যার দোহাই দিয়ে প্রোডাকশন টেস্টিং না করে রিগ তুলে নেওয়া হয়েছে এবং উৎপাদনশীল তৈলক্ষেত্রটির গর্ভহত্যা করে বরাক উপত্যকাকে একটি সম্ভাবনাময় তৈলক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। একইভাবে হেড কোয়ার্টার থেকে ১৯টি ড্রিলসাইট প্রস্তুতির অনুমোদন দেওয়া সত্ত্বেও ''এনভায়রনমেন্ট ক্লিয়ারেন্স'' না পাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নতুন কোনও ড্রিলিং করছে না। উল্টো কর্মরত দুটি রিগকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

বিডিএফ-র মুখ্য আহ্বায়ক বলেন, 'আমরা আশঙ্কা করছি, এ ধরনের কার্যকলাপ চললে আগামীতে উৎপাদনহীনতাকে কারণ দেখিয়ে বরাকের এই ''এএএফবি এক্সপ্লোরেটরি অ্যাসেট''কেই বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে। প্রদীপ বলেন, এ কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই এখন থেকেই এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বিডিএফ-এর আহ্বায়ক পার্থ দাস বলেন, সোনাবাড়িঘাটে ইতিমধ্যে বিশাল আকারের গ্যাস কন্টোলিং টাওয়ার গড়ে তোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে শিলচর শহরের বাড়ি বাড়ি ২৫০/৩০০ টাকা মাসিক হারে পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ সম্ভব। এছাড়া বাঁশকান্দি, আদমটিলা ইত্যাদি বেস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রাজ্য সরকারের কাছে বিক্রি করারও সুযোগ রয়েছে। তিনি বলেন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেন এ-সব প্রচেষ্টা নিচ্ছেন না তা অজ্ঞাত। এর পেছনে কোনও রহস্য রয়েছে বলে তিনিও মনে করছেন।

এদিকে বিডিএফ যুবফ্রন্টের মুখ্য আহ্বায়ক কল্লার্নব গুপ্ত ও আহ্বায়ক ইকবাল নাসিম চৌধুরী বলেন, তাঁদের কাছে খবর আছে, আসাম অ্যাসেটের অধীনে না থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় স্তরে লবিবাজি করে এবং বরাকে ওএনজিসির বিভিন্ন পদে স্থানীয় প্রার্থীদের বঞ্চিত করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যাকা থেকে প্রার্থী নিয়োগ করে পাঠানো হচ্ছে। তাঁরা বলেন, বিশ্বস্ত সূত্রে এ-ও জানা গেছে, বর্তমান ম্যানেজার বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও এ-সবের কোনও প্রতিবাদ করেন না। এছাড়া ইদানীং কর্মীদের একদিনের বেতন কর্তন করে প্রথা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় রিলিফ ফান্ডে না পাঠিয়ে তিনি রাজ্য সরকারকে টাকা পাঠিয়েছেন। অবিলম্বে এ সমস্ত ব্যাপারের সমাধান না হলে যুবফ্রন্ট প্রতিবাদে মাঠে নামবে বলে হুমকি দিয়েছেন তাঁরা।

কোকরাঝাড়ে জোড়া নাবালিকা ধর্ষণ-খুন মামলায় ধৃত এক আসামির পালানোর চেষ্টা, পুলিশের গুলি

কোকরাঝাড় (অসম), ১৭ জুন (হি.স.) : কোকরাঝাড়ের অভয়াকুটি গ্রামে জোড়া নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের সঙ্গে জড়িত মামলায় ধৃত এক অভিযুক্ত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে গুলি করে পুলিশ তাকে রুখেছে। গুলিতে বিদ্ধ হওয়ায় সংকটজনক অবস্থায় তাকে বরপেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার এখানে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে বিটিআর-এর আইজিপি এলআর বিষ্ণোই জানান, গত ১১ জুন কোকরাঝাড়ের অভয়াকুটি গ্রামে নাবালিকা দুই বোন রবিতা রাভা সোমাইনা রাভাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে ইতিমধ্যে অপরাধী সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছিল। তারা ধুবড়ির হানিফ শেখ (২০), কোকরাঝাড়ের জাহানুর ইসলাম (২৩), শংকরদেব বর্মন (২৭), মহম্মদ আফতাফ আলি (২৬) এবং মোজাম্মেল শেখ (২০)। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে নাসিবুল আলি শেখ (১৯) এবং ফরিজুল রহমান (২২) নামের আরও দুজনকে আটক করা হয়। এরা সকলেই কোনও না-কোনও ভাবে অভিযুক্ত হলেও মূল মাস্টারমাইন্ড ছিল তিনজন। তারা নাসিবুল আলি শেখ, ফরিজুল রহমান এবং মোজাম্মেল শেখ।

আইজিপি জানান, গতকাল সন্ধ্যায় পুলিশি জেরায় ধর্ষণ ও হত্যার বলি এক কিশোরীর মোবাইল শালবাড়ি এলাকায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে বলে স্বীকারোক্তি দেয় ফরিজুল। ওই মোবাইল হ্যান্ডসেট উদ্ধার করতে ফরিজুল রহমানকে নিয়ে রাতে পুলিশের এক দল বেদলাংমারির শালবাড়ি এলাকায় সার্চ অপারেশনে যাচ্ছিল। কিন্তু বেদলাংমারিতে যাওয়ার পর মোবাইলটি দেখিয়ে দেওয়ার অজুহাতে ফরিজুল গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায় পুলিশের দলকে। ইত্যবসরে যে পুলিশ কনস্টেবলের হাতে ফরিজুলের হ্যান্ডকাফের দড়ি ধরা ছিল তার ওপর হামলা চালায়। কনস্টেবলের সঙ্গে টানা-হ্যাঁচড়ায় হ্যান্ডকাফের কড়ায় ফরিজুল তার হাতে আঘাত পায়। তবে এর কিছুক্ষণ পর সে মোবাইলের খোঁজে আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। জঙ্গলে ঢুকে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কনস্টেবলের হাত থেকে হ্যান্ডকাফের দড়ি ছাড়িয়ে দৌড়ে ছুটে যায়। বাধ্য হয়ে তাকে রুখতে পুলিশকে গুলি ছুঁড়তে হয়। গুলিতে সে বিদ্ধ হয়ে পড়ে যায়। এর পর সংকটজনক অবস্থায় তাকে কোকরাঝাড়ের আরএনবি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়। কিন্তু তার অবস্থা অতি সংকটজনক বলে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরপেটার ফখরউদ্দিন আলি আহমেদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে।

সমাজবাদী পার্টির এখন অত্যন্ত করুণ অবস্থা : মায়াবতী

লখনউ, ১৭ জুন (হি.স.): সমাজবাদী পার্টির প্রতি মায়াবতীর আক্রমণ জারি রয়েছে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার ফের নেটমাধ্যমে অখিলেশ যাদব ও তাঁর দল সমাজবাদী পার্টিকে নিশানা করেছেন বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র সুপ্রিমো মায়াবতী। মায়াবতী এদিন দু''টি টুইট করে সপা-কে খোঁচা দিয়েছেন। টুইটে লিখেছেন, 'সমাজবাদী পার্টির এখন অত্যন্ত করুণ অবস্থা।'

মায়াবতী এদিন টুইট করে লিখেছেন, 'সমাজবাদী পার্টির এখন এতটাই করুণ অবস্থা যে, মিডিয়ায় থাকার জন্য অন্য দল থেকে বহিষ্কৃত অথবা প্রভাবহীন প্রাক্তন বিধায়ক ও ছোট-ছোট কর্মীদেরও ডাকছেন সপা প্রধান এবং নিজেদের দলে সামিল হতে বলছেন।' অখিলেশকে খোঁচা দিয়ে অপর টুইটে মায়াবতী লিখেছেন, 'মনে হচ্ছে স্থানীয় নেতাদের উপর এখন আর ভরসা নেই সপা প্রধানের, যদিও বিএসপিতে শুধুমাত্র সঠিক মানুষকেই অন্তর্ভুক্ত করছেন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, যা সকলেই জানেন।'

মহারাষ্ট্রের দাহানুতে বাজির ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণ, জখম ৫ জন

পালঘর (মহারাষ্ট্র), ১৭ জুন (হি.স.): মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলার দাহানুতে আতশবাজি তৈরির ফ্যাক্টরিতে বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হলেন কমপক্ষে ৫ জন। বৃহস্পতিবার সকালে দাহানু তালুকার দেহানে গ্রামে অবস্থিত আতশবাজি তৈরির ইউনিটে পরপর বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের শব্দ এতটাই তীব্র ছিল যে, ৫ থেকে ৬ কিলোমিটার দূর থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা।

দাহানুর বিধায়ক বিনোদ নিকোলে জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার সকালে দেহানে গ্রামে অবস্থিত আতশবাজি তৈরির ইউনিটে পরপর বিস্ফোরণ হয়। বিস্ফোরণের পর আগুন ধরে যায়, খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ও দমকল। প্রথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বিস্ফোরণের শব্দ শোনার পরই কর্মীরা বাইরে বেরিয়ে যান। পালঘরের জেলাশাসকের অফিস থেকে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণে ৫ জন জখম হয়েছেন।

দিল্লি হিংসা : নাতাশা-সহ ৩ জনকে মুক্তির নির্দেশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): অবিলম্বে জেল থেকে মুক্তি দিতে হবে, এই দাবি জানিয়ে বৃহস্পতিবারই দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন 'পিঞ্জরা তোড়'-এর দুই সদস্য দেবাঙ্গনা কলিতা, নাতাশা নারওয়াল এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসিফ ইকবাল তানহা। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লি হিংসার ঘটনায় অভিযুক্ত দেবাঙ্গনা কলিতা, নাতাশা নারওয়াল ও আসিফ ইকবাল তানহা, গত ১৫ জুন তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছিল দিল্লি হাইকোর্ট। কিন্তু, বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত তিহাড় জেল থেকে তাঁরা মুক্তি পাননি।

তাই অবলিম্বে জেল থেকে মুক্তি চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন নাতাশা-সহ ৩ জন। নাতাশাদের মুক্তির নথি যাচাইয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়েছিল দিল্লি পুলিশ, দিল্লি পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্রায়াল কোর্ট অর্ডার সংরক্ষিত রাখে। তাই জামিন মিললেও, তাঁরা জেল থেকে মুক্তি পাননি। কিন্তু, বৃহস্পতিবার নাতাশাদের জেল থেকে মুক্ত করার নির্দেশ দিল দিল্লির ওই আদালত। উল্লেখ্য, দিল্লি হিংসার ঘটনার পর দেবাঙ্গনা, নাতাশা এবং আসিফকে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধী আইনের ধারায় গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।

অসুস্থ মুকুলপত্নীকে নিয়ে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে রওনা দিল এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স

কলকাতা, ১৭ জুন (হি. স.) : গুরুতর অসুস্থ মুকুল জায়া কৃষ্ণা রায় প্রয়োজন ফুসফুস প্রতিস্থাপন। সেই উদ্দেশ্যে বুধবারই তাঁকে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে চেন্নাই উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় গতকাল যাত্রা স্থগিত রাখা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে আবহাওয়ার সামান্য উন্নতি হতেই কৃষ্ণাদেবীকে নিয়ে চেন্নাই রওনা দেয় এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। সঙ্গে ছিলেন ছেলে শুভ্রাংশু রায়।

বুধবারই দিল্লি থেকে কলকাতায় এসেছিল এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স। জরুরীকালীন চিকিৎসার সমস্ত সরঞ্জামই রয়েছে সেই অ্যাম্বুল্যান্সে। মুকুলপত্নীকে নিয়ে সন্ধেয় চেন্নাই রওনা দেওয়ার কথা থাকলেও আবহাওয়ার জন্য তা সম্ভব হয়নি। তবে বৃহস্পতিবার সকাল হতেই রওনা দিয়েছে সেই অ্যাম্বুল্যান্স। প্রসঙ্গত, একমো সাপোর্টে রয়েছেন কৃষ্ণাদেবী। মুকুল রায় পবিরাব সূত্রে খবর, এদিন সকাল সোয়া সাতটা নাগাদ হাসপাতাল থেকে কৃষ্ণা রায়কে বের করে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হয়। মে মাসেই মুকুল রায়ের শরীরে করোনা উপসর্গ দেখা দেয়। শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গত ১৪ মে জানা যায় সস্ত্রীক মুকুল রায় করোনা আক্রান্ত। বর্তমান তৃণমূল নেতা চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে বাড়িতেই ছিলেন। তবে তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা রায়ের শারীরিক অবস্থা মোটেও ভাল ছিল না। তাই তাঁকে শহরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভরতি করা হয়। তবে তাতেও বিশেষ শারীরিক উন্নতি হয়নি। একমো সাপোর্টেই ছিলেন তিনি। ফুসফুস প্রতিস্থাপন করার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। সেই অনুযায়ী অঙ্গদাতার খোঁজ চলছিল। অঙ্গদাতার খোঁজ মিললেই কৃষ্ণা রায়কে চেন্নাই নিয়ে যেতে প্রস্তুত বলেই হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছিল। এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে তাঁকে চেন্নাই নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নানা শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর হতে পারে ফুসফুস প্রতিস্থাপন। হিন্দুস্থান সমাচার/অশোক

এনকাউন্টার স্পেশালিস্টের বাড়িতে এনআইএ, গ্রেফতার প্রদীপ শর্মা

মুম্বই, ১৭ জুন (হি.স.): এন্টিলিয়া বোমাতঙ্ক ও মনসুখ হীরেন হত্যা মামলায় শিবসেনা নেতা তথা মুম্বই পুলিশের প্রাক্তন ''এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট'' প্রদীপ শর্মাকে গ্রেফতার করল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে প্রদীপ শর্মার মুম্বইয়ের বাড়িতে তল্লাশি চালান এনআইএ গোয়েন্দারা, প্রথমে ''এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট''-কে আটক করা হয়, পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এপ্রিল মাসে দু;''বার এনআইএ দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন প্রদীপ শর্মা। দু''দিন আগেই আরও দু''জনকে গ্রেফতার করেছিল এনআইএ।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি মুকেশ আম্বানির এন্টিলিয়ার বাসভবনের কাছে বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়ি মিলেছিল। এরপর গত ৫ মার্চ ওই গাড়ির মালিক মনসুখ হীরেনের দেহ উদ্ধার হয়েছিল মহারাষ্ট্রের থানে জেলায়। এই মামলাতেই গ্রেফতার করা হল শিবসেনা নেতা তথা মুম্বই পুলিশের প্রাক্তন ''এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট'' প্রদীপ শর্মাকে।

ভারী বৃষ্টির সঙ্গে দমকা হাওয়া, মনোরম পরিবেশ দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): প্রাক-বর্ষার বৃষ্টিতে ভিজল রাজধানী দিল্লি। বৃহস্পতিবার সকালে ভারী বৃষ্টি হয় দিল্লির বিভিন্ন অংশে, বৃষ্টির সঙ্গেই বয়েছে দমকা হাওয়া। সৌজন্যে মনোরম পরিবেশ ফিরেছে দিল্লিতে। বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির আইটিও, রাজীব চক, রাষ্ট্রপতি ভবন, ইন্ডিয়া গেট, বুদ্ধজয়ন্তী পার্ক, শাস্ত্রী ভবন, তালকাটোরা রোড, হনূমান রোড-সর্বত্রই প্রাক-বর্ষার বৃষ্টি হয়েছে।

বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম পরিবেশ ফিরেছে রাজধানীতে। দিল্লির আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বুধবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সকাল ৮.৩০ মিনিটে বাতাসে আপেক্ষিক আর্দতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ ৬৮ শতাংশ। এদিন বৃষ্টিতে দিল্লির কোথাও জল জমেনি, বরং স্বস্তি পেয়েছেন দিল্লিবাসী।

মার্কিন আদালতে প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা বিচারক সরলা

ওয়াশিংটন, ১৭ জুন (হি.স.) : মার্কিন আদালতে বিচারক হিসাবে নিয়োগ পেলেন প্রথম কোনও ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা। কানেক্টিকাট জেলা আদালতের বিচারক হিসাবে ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক সরলা বিদ্যা নাগালাকে মনোনীত করেছেন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন। এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে এখবর জানানো হয়েছে। কানেক্টিকাট জেলার মার্কিন অ্যাটর্নি অফিসে মেজর ক্রাইমস শাখার ডেপুটি চিফ পদে ছিলেন ভারত-আমেরিকা সিভিল রাইটস অ্যাটর্নি সরলা।

২০১৩ সাল থেকে এই পদ সামলেছেন তিনি। নিউ হেভেন, কানেক্টিকাটের ফেডারেল প্রসিকিউটর হিসাবে তাঁর ১৩ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেনেট হাউস নিশ্চিত করলে দক্ষিণ এশিয় বংশোদ্ভূত এই প্রথম কোনও মহিলা বিচারক হিসাবে মার্কিন আদালতে দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। ২০০৮ সালে ইউসি বার্কলে স্কুল অব ল থেকে সরলা নাগালা আইনের ডিগ্রি অর্জন করেন। এর আগে ২০০৫ এ স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। ইতিমধেই ঐতিহাসিক এই মনোনয়নের জন্য সরলা বিদ্যা নাগালাকে অভিনন্দন জানিয়েছে ন্যাশনাল এশিয়া প্যাসিফিক আমেরিকান বার অ্যাসোসিয়েশন।

ঋণে জর্জরত সুদানকে ৬৫ কোটি সাহায্য বাংলাদেশের

ঢাকা, ১৭ জুন (হি. স.) : ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ড বা আইএমএফের কাছে ঋণে জর্জরিত আফ্রিকার দেশ সুদান। বন্ধু দেশ হিসেবে ঋণে জর্জরিত সুদানকে সাহায্যে ৬৫ কোটি টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বাংলাদেশ। ৬ হাজার কোটি মার্কিন ডলার বা ৫ লক্ষ ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ রণেছে সুদানের। এই ঋণ শোধে দেশটির পাশে দাঁড়াতে আইএমএফ তার সব সদস্যকে আহ্বান জানিয়েছে। অনেক দেশই তাতে সাড়া দিয়েছে। এবার বাংলাদেশও পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়। বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রকের তরফ থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গিয়েছে, আইএমএফের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সুদানকে ৬৫ কোটি টাকা ঋণ মেটানোর আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আইএমএফের তরফে একটি চিঠি পায়। চিঠির বার্তা জানানো হয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে। সেখান থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর সুদান এবং আইএমএফকে তা জানিয়ে দেয় অর্থ মন্ত্রক। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সুদান অত্যাধিক ঋণগ্রস্ত ও দরিদ্র দেশ। সরকার আশা করে, এই সাহায্য সুদানের সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

মুকুলের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার, প্রক্রিয়া শুরু সিআরপিএফ-এর

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.): তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ছাড়তে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন বিজেপি-ত্যাগী মুকুল রায়। মুকুলের চিঠি পাওয়ার পর তৃণমূলের এই নেতার কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। মুকুলের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার জন্য বুধবারই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই মতো প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, মুকুল রায়ের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার পরেই মুকুল রায়কে নিরাপত্তা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। বিজেপি ছেড়ে কিছু দিন আগেই জোড়াফুলে প্রত্যাবর্তন হয় মুকুলের। বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি ছিলেন মুকুল। তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা ছাড়তে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন বিজেপির টিকিটে কৃষ্ণনগর উত্তর আসন থেকে জয়ী মুকুল রায়। এবার মুকুলের কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা প্রত্যাহার করল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

অবিলম্বে জেল থেকে মুক্তি চাই, দিল্লি হাইকোর্টের শরণে নাতাশা-সহ ৩ জন

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): অবিলম্বে জেল থেকে মুক্তি দিতে হবে, এই দাবি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন 'পিঞ্জরা তোড়'-এর দুই সদস্য দেবাঙ্গনা কলিতা, নাতাশা নারওয়াল এবং জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসিফ ইকবাল তানহা। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লি হিংসার ঘটনায় অভিযুক্ত দেবাঙ্গনা কলিতা, নাতাশা নারওয়াল ও আসিফ ইকবাল তানহা, গত ১৫ জুন তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। কিন্তু, এখনও জেল থেকে তাঁরা মুক্তি পাননি। তাই অবলিম্বে জেল থেকে মুক্তি চেয়ে দিল্লি হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন নাতাশা-সহ ৩ জন। প্রসঙ্গত, নাতাশাদের মুক্তির নথি যাচাইয়ের জন্য অতিরিক্ত সময় চেয়েছে দিল্লি পুলিশ, দিল্লি পুলিশের আবেদনের প্রেক্ষিতে ট্রায়াল কোর্ট অর্ডার সংরক্ষিত রেখেছে। তাই জামিন মিললেও, এখনও তাঁরা জেল থেকে মুক্তি পাননি। দিল্লি হিংসার ঘটনার পর দেবাঙ্গনা, নাতাশা এবং আসিফকে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধী আইনের ধারায় গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাঁরা এখনও তিহাড় জেলেই রয়েছেন।

নেপালের সিন্ধুপালচকে বন্যা মৃত্যু বেড়ে ৭, ক্ষতিগ্রস্ত ২০০-র বেশি বাড়ি

কাঠমাণ্ডু, ১৭ জুন (হি.স.): নেপালের সিন্ধুপালচকে বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭। এছাড়াও খোঁজ নেই অনেকের। বন্যায় ও জলের স্রোতে মেলামচি শহরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২০০-র বেশি বাড়ি। প্রবল বর্ষণের জেরে বুধবার থেকেই হেলাম্বু ও মেলামচি শহরের একাধিক স্থানে ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ইতিমধ্যেই ৭ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে, খোঁজ পাওয়া যায়নি অনেকের। বন্যায় কবলিত এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছে উদ্ধারকারী দল।

নেপালে বর্ষার আগমণের এক সপ্তাহের মধ্যেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে কংক্রিটের সেতু। নেপালের প্রধান নদীগুলির জলস্তর বেড়ে গিয়েছে। সিন্ধুপালচকের পালপা, মানাঙ, প্যূথান, স্যাঞ্জা, লামজুং ও বাজুরা প্রভৃতি জেলায় সবথেকে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

দিল্লি এইমস-এর ন''তলায় আগুন দমকলের তৎপরতায় দ্রুত আয়ত্তে

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): আগুন লাগল দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ। বুধবার রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ এইমস-এর ন''তলায় আগুন লাগে। রাতের অন্ধকারে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখা যায় ন''তলায়। তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয় দমকলে, অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর আগুন নেভাতে আসে দমকলের মোট ২২টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের প্রায় ৩ ঘন্টার প্রচেষ্টায় গভীর রাতে আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। শর্ট সার্কিটই আগুন লাগার প্রকৃত কারণ বলে মনে করা হচ্ছে।

এইমস সূত্রের খবর, ন''তলায় কনভারজেন্স ব্লকে আগুন লাগে। এই ব্লকে মূলত ল্যাবরেটরি ও পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিভাগ রয়েছে। দমকল জানিয়েছে, ন'তলায় একটি রেফ্রিজারেটর থেকে শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে আগুন লাগে। ডেপুটি দমকল অফিসার সুনীল চৌধুরী জানিয়েছেন, 'রাত ১০.৩০ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর পেয়েছিল দমকল। ২২টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে।'

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ডিমের কাবাব, কীভাবে তৈরি করবেন এই মুখরোচক স্ন্যাকস ? দেখে নিন

করোনা সংক্রমণ রুখতে দেশের অনেক রাজ্যেই এখনও চলছে লকডাউন। নিয়মের কড়াকড়িতে কিছুটা শিথিলতা এলেও, জনসাধারণকে অকারণে বাড়ি থেকে না বেরনোরই পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। এদিক গৃহবন্দি অবস্থায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার জোগাড়। অনেকের ক্ষেত্রেই মাঝে মাঝে খিদে পেয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাও দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে সমস্যায় রয়েছে ছোটরা। চারবেলা তাদের জন্য মুখরোচক খাবার তৈরি করতে গিয়ে মায়েদের একদম নাজেহাল অবস্থা। আর তরুণ প্রজন্মের সমস্যা অন্য। 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'-এর বেড়াজালে সব রুটিন বদলে গিয়েছে। অনেক সময় দিয়ে খাবার বানানোর পরিস্থিতি নেই বেশিরভাগের ক্ষেত্রে। তাই লকডাউনের স্বাদ বদল করতে সকলের জন্য রইল 'ডিমের কাবাব'- এর রেসিপি।

ডিম খেতে প্রায় সকলেই ভালবাসেন। আর এই খাবারে রয়েছে প্রচুর প্রোটিন এবং অনেক পুষ্টিগুণ। তাই স্বাদের সঙ্গে স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখা যাবে 'এগ কাবাব' বা ডিমের কাবাবের সাহায্যে।

জনপ্রিয় এই স্ন্যাকস তৈরি করতে কী কী প্রয়োজন?

সেদ্ধ করা ডিম, ময়দা, লঙ্কা গুঁড়ো বা কাঁচালঙ্কা কুচি, চাট মশলা, আদা-রসুন বাটা, সাদা তেল, পাউরুটির গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন। খুব সহজেই এই পদ তৈরি করা সম্ভব।

কীভাবে তৈরি করবেন ডিমের কাবাব?

প্রথমে একটা বড় বাটিতে সেদ্ধ ডিমগুলোকে ভেঙে নিন অর্থাত গ্রেট করে নিন। এবার একে একে সমস্ত মশলা অর্থাত লঙ্কা গুঁড়ো, গোলমরিচের গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, আদা-রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, চাট মশলা, স্বাদমতো নুন ও অন্যান্য মশলা দিয়ে ভাল করে মেখে নিন। এরপর সামান্য ময়দা আর অল্প জল দিয়ে ময়দা মাখার মতো করে পুরো মিশ্রণ মেখে নিন। ভাল করে মাখা হলে গোল করে কাবাবের আকারে গড়ে নিন। তারপর পাউরুটির গুঁড়োয় ডুবিয়ে ওই কাবাবগুলো কোটিং করে সাদা তেলে ভেজে নিন। ডিপ ফ্রাই অর্থাত গাঢ় বাদামি রঙ হলে বুঝবেন কাবাব তৈরি হয়ে গিয়েছে। তবে খেয়াল রাখবেন যেন পুড়ে না যায়। এক্ষেত্রে একটু বেশি তেল লাগতে পারে। অর্থাত ছাঁকা তেলে ডিপ ফ্রাই করুন। গ্যাসের আঁচ মাঝামাঝি বা কমিয়েই রাখলে ভাল। পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

পরিবেশনের আগে টিস্যু পেপারে তেল ঝরিয়ে নিন। তারপর স্যালাড আর পুদিনার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন এগ কাবাব।

দাঁতের হলদে ছোপ থেকে অচিরেই মুক্তি চান? ভরসা রাখুন তেলের ভেষজ টোটকায়

মুখের সৌন্দর্যের একটা বড় রহস্য কিন্তু লুকিয়ে ধবধবে সাদা দাঁতে। কিন্তু দাঁত পরিষ্কার রাখার কোনও টোটকাই কাজে লাগছে না? কিংবা ব্রাশ করার পরেও নিশ্বাস থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে? কাজে লাগবে অয়েল পুলিং মেথড। প্রাচীন ভেষজ এই টোটকা দাঁতের হলদে ভাব দূর করার পাশাপাশি নিশ্বাসের দুর্গন্ধও দূর করে।

কী ভাবে করবেন অয়েল পুলিং ?

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে ব্রাশ করার আগে এই ঘরোয়া পদ্ধতিটি প্রয়োগ করুন। প্রথমে এক টেবলচামচ তেল নিন। অয়েল পুলিং করার জন্য সবচেয়ে ভাল নারকেল তেল। কারণ এটি জীবাণুনাশক এবং সেইসঙ্গে মাড়ির প্রদাহ দূর করে। এ ছাড়া সেসমি অয়েল বা অলিভ অয়েলও ব্যবহার করতে পারেন। প্রথম বার এক টেবল চামচ পরিমাণটা বেশি মনে হলে, আধ টেবল চামচ দিয়ে শুরু করতে পারেন। তারপর মুখে দিয়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে নাড়াচাড়া করে যেতে হবে। প্রথমেই ১৫ মিনিট করতে খুব অসুবিধে হলে শুরুর দিকে ৫-১০ মিনিট করুন, তারপর ধীরে ধীরে সময়সীমা বাড়াবেন। তবে খেয়াল রাখবেন বাজারচলতি মাউথওয়াশ বা জল নিয়ে যে ভাবে নাড়াচাড়া করেন, সেটা করবেন না। কারণ তেল তুলনায় ভারী, মুখের পেশিতে টান লেগে যেতে পারে। আর একটা বিষয় লক্ষ রাখবেন, মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে তেলটা কোনওভাবেই গিলে ফেলবেন না। সব শেষে তেলটা কুলকুচি করে বেসিনে না ফেলে কোনও আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলুন।

এরপর দাঁত মাজবেন কি ?

তেলটা ফেলে দেওয়ার পর ভালভাবে মুখ ধুয়ে নিন। চাইলে দাঁত মাজতেই পারেন। তবে খানিকটা সময় বিরতি দেওয়া ভাল। আর অবশ্যই একটি আলাদা ব্রাশ রাখুন, যেটা শুধু অয়েল পুলিংয়ের পরই ব্যবহার করবেন, অন্য সময় নয়। প্রতিদিনের রুটিনে যদি এই অভ্যেস রাখেন তাহলে দাঁত তো সাদা হবেই, সেই সঙ্গে বজায় থাকবে সুস্বাস্থ্যও।

চাইনিজ প্রেমিক ? উইকেন্ডে স্বাদ বদলাতে ঘরেতেই বানান সেজুয়ান সস

চাইনিজের প্রতি অমোঘ ভক্তি রয়েছে বাঙালির। যাঁরা ঝাল খেতে পছন্দ করেন, এই ইন্দো-চাইনিজ ফিউশন সস সমস্ত মশালার প্রেমীদের মধ্যে হিট। ফ্রায়েড রাইস,নুডলসের পাশাপাশি মোমো, স্প্রিং রোলস, কাটলেটের সঙ্গেও সেজুয়ান সস দারুণ। শুকনো লাল মরিচ, রসুন, আদা, পেঁয়াজ, সয়া সস, ভিনেগার, তিলের তেল এবং টমেটো কেচাপ দিয়ে তৈরি, এই মশলাদার সস আপনার ডিশকে অন্য মাত্রা দিতে বাধ্য। আপনি যে কোনও সময় চাইলে বানিয়ে নিতে পারেন, বেশি করে বানিয়ে ফ্রিজে রেখে দিলে দীর্ঘদিন ধরে রেখেও দিতে পারেন। সেজুয়ান সস বানাতে কী কী লাগে ৬টি শুকনো লঙ্কা, ১ টেবিলস্পুন কুচনো আদা, ২ টেবিলস্পুন অ্যাপেল সিডার ভিনিগার, ১ টেবিলস্পুন চিনি, স্বাদমতো নুন, হাফ কাপ জল, ২ টেবিলস্পুন কর্ন ফ্লাওয়ার, ১/৪ কাপ তিলের তেল, ৩ টেবিলস্পুন কুচনো রসুন, ২ টেবিলস্পুন সোয়া সস, ১/৪ টেবিলস্পুন গোল মরিচ, ২ টেবিলস্পুন টমেটো কেচাপ ও হাফ পেঁয়াজ কুচনো

কীভাবে করবেন

প্রথমে পেঁয়াজ কুচনো, আদা, রসুন একসঙ্গে গ্রিন্ড করুন। এবার শুকনো লংকা নিয়ে গরম জলে কয়েক মিনিট রেখে দিন। লংকাগুলি নরম হলে গ্রিন্ডারের মধ্যে গ্রিন্ড করুন। এবার একটি সসপ্যানে তেল গরম করুন, তাতে শুকনো লংকার পেস্ট দিয়ে কয়েক মিনিট স্যাতে করুন। তারপর পেঁয়াজের পেস্টটি প্যানের মধ্যে দিয়ে ২ মিনিট রান্না করুন।

এরপর একটি বোলে হাফ কাপ জলের মধ্যে কর্নফ্লাওয়ার ভাল করে গুলে ওই প্যানের মধ্যে দিয়ে দিন। তাতে অল্প জল দিন, গাঢ় করার জন্য কয়েকমিনিট রান্না করুন। কম আঁচে ১০ মিনিট রান্না করুন। সবশেষে স্বাদমতো নুন, চিনি, টমেটো কেচাপ, ভিনিগার, সোয়াসস দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে রান্না করুন। ২ মিনিট রান্না করুন। সস গাঢ় হলে তেল উপরে ভাসতে দেখা যাবে। অল্প ঘেঁটে নিয়ে পরিবেশন করতে পারেন। একটি পরিস্কার জারের মধ্যে রেখে ফ্রিজে রেখে দিলে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে পারেন।

কোভিড মোকাবিলায় গ্রিন টির গুরুত্ব অপরিহার্য, সমীক্ষায় নয়া তথ্য

স্বাস্থ্যের জন্য গ্রিন টি এখন পছন্দের পানীয়। করোনা আবহে ইমিউনিটি বাড়াতে ও ভাইরাস থেকে দূরে থাকতে সকাল-সন্ধ্যে কাড়া খাওয়ার চল শুরু হয়েছে সর্বত্র। গ্রিন টি কোনও নতুন কিছু নয়। এর উপকারীতা নিয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রায় সকলেরই জানা। হৃদরোগের ঝুঁকি, ওজন হ্রাস থেকে শুরু করে গোটা শরীরের দেখভালের জন্য গ্রিন টি বেশ উপকারী। সম্প্রতি নয়া তথ্য, কোভিডের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এক কাপ গ্রিন টি এক বিশেষ ভেষজ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব। আরএসসি অ্যাডভ্যান্স জার্নাল থেকে প্রকাশিত নয়া সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে টিঁকে থাকার লড়াইয়ে এক কাপ গ্রিন টি সাহায্য করতে পারে।

গ্রিন টির মধ্যে গ্যালোক্যাটাচিন নামক একপ্রকাল ঔষধি রয়েছে, যা সার্স-কোভ-২ এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম। সোওয়ানসি ইউনিভার্সিটি একাদেমির নয়া পরীক্ষায় জানা গিয়েছে, এই ড্রাগ শুধু কোভিড ১৯ ভাইরাসকেই নয়, অন্যান্য মারণভাইরাস মোকাবিলাতেও সাহায্য করে। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলে জানা গিয়েছে, কোভিডকে নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে দরকার প্রচুর পরিমাণে গ্যালোক্যাটাচিন, যা গ্রিন টিতে মজুত রয়েছে প্রচুর পরিমাণে। বর্তমানে গ্রিন এখন বাজারে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। ফলে সাধারণের নাগালেও এই ঘরোয়া টোটকা বেশ কার্যকরী হবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।

কানে শুনতে পাচ্ছেন না করোনা রোগী ? এমন অচেনা উপসর্গ নিয়ে চিন্তায় চিকিৎসকেরা

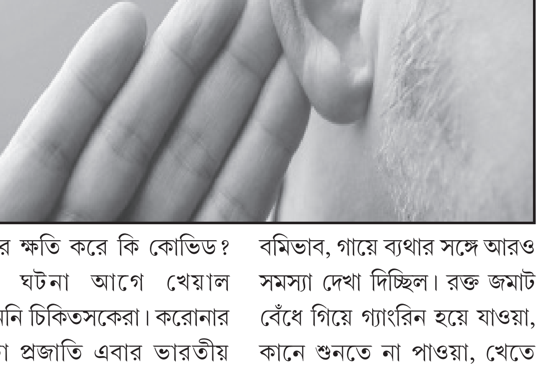

কানের ক্ষতি করে কি কোভিড? এমন ঘটনা আগে খেয়াল করেননি চিকিতসকেরা। করোনার ডেল্টা প্রজাতি এবার ভারতীয় চিকিতসকেদের ভাবনায় ফেলেছে। বেশ কিছু অচেনা উপসর্গ তাঁদের চিন্তায় ফেলেছে। কানে শুনতে সমস্যা হওয়া, গ্যাস্ট্রিক এবং রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার মতো কিছু অচেনা ক্ষতির চিহ্ন দেখা দিয়েছে ভারতে। চিকিতসকেরা টের পাচ্ছেন, এ সব হল নতুন প্রজাতির করোনাভাইরাসের কীর্তি। এ কথা জানাজানি হতে অবশ্য পুরনো কিছু ঘটনার কথাও উঠে আসছে। ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে কিছু রোগীর মধ্যে এ ধরেনর উপসর্গ দেখা দিয়েছিল। তখন কোভিডের সঙ্গে এর সম্পর্ক বোঝা যায়নি।

ডেল্টা বা বি.১.৬১৭.২ প্রজাতির ভাইরাসের খোঁজ মিলেছে মোট ৬০টি দেশে। এর ভয়ে বিভিন্ন দেশেই নতুন করে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়। ব্রিটেন থেকে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সবর্ত যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। তবে আরও কত ধরনের ক্ষতি করতে সক্ষম এই প্রজাতির ভাইরাস, তা টের পাওয়া যাচ্ছিল না। চিকিতসকেদের বক্তব্য, এখনও আরও গবেষণা প্রয়োজন এ বিষয়ে। তবেই বোঝা যাবে নতুন সব সমস্যার মূলে এই ভাইরাসই করেছে কিনা।

বহু রোগীর ক্ষেত্রেই গা গোলানো, বমিভাব, গায়ে ব্যথার সঙ্গে আরও সমস্যা দেখা দিচ্ছিল। রক্ত জমাট বেঁধে গিয়ে গ্যাংরিন হয়ে যাওয়া, কানে শুনতে না পাওয়া, খেতে ইচ্ছা না করা, গায়ে ব্যথার মতো সমস্যা খুব দেখা দিচ্ছে এ দেশের মানুষদের মধ্যে। দেশের নানা প্রান্তে কাজ করা ডাক্তারেরা এই নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন একে অপরের সঙ্গে। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ব্রাজিলে বিটা ও গামা প্রজাতির করোনাভাইরাস পাওয়া গিয়েছিল। সে ক্ষেত্রে অবশ্য আলাদা ধরনের উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়নি।

চিকিতসকেরা তাই চিন্তায় ডেল্টা প্রজাতির ভাইরাস নিয়ে। এটি অন্য সবের তুলনায় বেশি ক্ষতিকর কিনা, তা নিয়েই চলছে গবেষণা। অনেক চিকিতসকের নজরে এসেছে, শিরার মধ্যে জমাট বেঁধে যাচ্ছে রক্ত। পেটের ভিতরের শিরায় তেমনটা হয়ে থাকলে তার থেকেই যন্ত্রণা হচ্ছে কি না, তা-ও ভাবাচ্ছে চিকিতসকেদের। বেশ কিছু করোনা রোগীর কানের চিকিতসা চলছে। একেবারেই শুনতে পাচ্ছেন না তাঁরা। গলার ভিতরে ফোলা ভাব এবং টন্সিলের সমস্যার কারণেও ভোগান্তি হচ্ছে অনেকের।

চাইনিজ তো খেয়েছেন, এবার খান কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন ! রেসিপিটি জেনে নিন

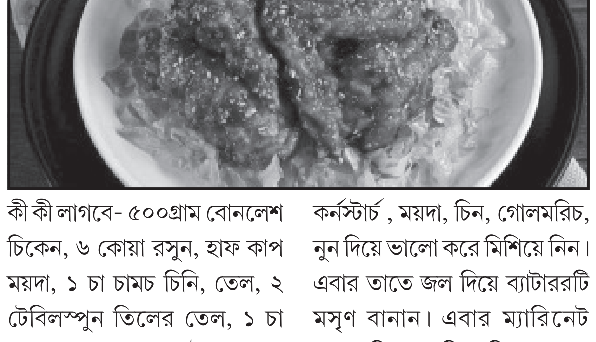

চাইনিজ খাবার তো অনেক চেখেছেন, এবার কোরিয়ান খাবার মুখে তুলে দেখতে পারেন। যদি কোরিয়ার সংস্কৃতিতে মুদ্ধ হোন, তাহলে এই দেশের বিশাল ও বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদু খাবার সম্পর্কেও কিছুটা সচেতন থাকবেন। কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন হল সেই দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি পদ, যা সমস্ত চিকেনপ্রেমীদের একবার চেখে দেখা প্রয়োজন এই লকডাউন পরিস্থিতিতে।

৪জনের জন্য কোরিয়ান স্টাইলে ফ্রায়েড চিকেন রান্না করতে কী কী লাগবে ও কীভাবে করবেন, তা দেখে নেওয়া যাক।

কী কী লাগবে- ৫০০গ্রাম বোনলেশ চিকেন, ৬ কোয়া রসুন, হাফ কাপ ময়দা, ১ চা চামচ চিনি, তেল, ২ টেবিলস্পুন তিলের তেল, ১ চা চামচ রসুনের পাউডার, ৪ টেবিলস্পুন সোয়াসস, ১ টি মাঝারি মাপের পেঁয়াজ, গোল মরিচ, ৩/৪ কাপ কর্ন স্টার্চ, জল, স্বাদমতো নুন, ২ চা চামচ তিল, ২ টেবিল স্পুন মধু

কীভাবে করবেন-

প্রথমে ম্যারিনেট করার জন্য একটি পাত্রের মধ্যে বোনলেশ চিকনগুলির সঙ্গে পেঁয়াজ, রসুন, নুন ও গোলমরিচ ছড়িয়ে দিন। প্রত্যেকটা চিকেনের গায়ে যেন পুরু আস্তরণ থাকে, তা খেয়াল রাখবেন। একঘন্টা ম্যারিনেট করতে দিন।

এবার আলাদা একটি বোলে কর্নস্টার্চ , ময়দা, চিন, গোলমরিচ, নুন দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার তাতে জল দিয়ে ব্যাটাররটি মসৃণ বানান। এবার ম্যারিনেট করার চিকেনগুলি ডুবিয়ে আরও একটি স্তর বানান।

একটি কড়াইয়ে তেল গরম করুন। তাতে চিকেনগুলি দিয়ে কড়া করে ভাজুন। বাদামি রঙের হয়ে গেলে তেল ঝরিয়ে তুলে ফেলুন।

পরিবেশনের আগে একটি সসপ্যানে ১/৪ কাপ জল নিন, তাতেত মধু, সোয়াসস, গার্লিক পাউডার ও তিলের তেল দিয়ে একি থকথকে মিশ্রণ তৈরি করুন। তাতে ভাজা চিকেনগুলি দিয়ে ৪-৫ মিনিট রান্না করুন। একটি সুন্দর প্লেটের মধ্যে চিকেনগুলি রেখে তার উপর তিল ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

রোজকার খাবারে স্বাদ বদলাতে রান্না করুন থাই গ্রিন বিনস

রোজ রোজ ডাল-ভাত-তরকারির সেই একই স্বাদে অরুচি ধরে গিয়েছে? তাহলে ছুটির দিনে লাঞ্চে বা ডিনারে থাই খাবার রান্না করে দেখতে পারেন। গ্রিন বিনস আর ধনে পাতা- থাই বেসিল দিয়ে সুস্বাদু সাইড ডিশ বানাতে পারেন চটপট। আমিষ খেতে চাইলে তার উপর গ্রিলড ফিশ বা চিকেন সাজিয়ে দিতে পারেন। সেদ্ধ ভাতের সঙ্গে এই থাই রান্না পরিবেশন করতে পারেন।

কী কী লাগবে- ৫০০ গ্রাম গ্রিন বিনস, ১ চা চামচ তিলের তেল, ১ চা চামচ রাইস ওয়াইন বিনিগার, ১/৪ চা চামচ চিনি, ১/৮ থেকে ১/৪ চা চামচ রেড পিপার ফ্লেক্স (নাও দিতে পারেন), ১ রসুনের কোয়া থেঁতো করা, ১টি লেবর রস, ২ টেবিল স্পুন থাই বেসিল বা ধনে পাতা কুচনো, ২ টেবিল স্পুন ড্রাই রোস্টেড বাদাম কুচনো

কীভাবে করবেন- প্রথমে গরম জলে গ্রিন বিনসগুলিকে ভালো করে সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ হলে জল ঝরিয়ে ঠান্ডা করতে দিন। একটি বোলের মধ্যে সেদ্ধ বিনসগুলির উপর তেল, রাইস বিনিগার, সোয়াসস, চিনি, রেড পিপার ফ্লেকস, রসুন ও লেবুর রস মেশান। গ্রিন বিনসের সঙ্গে সব উপকরণ একসঙ্গে টস করুন। পরিবেশনের আগে ধনেপাতা কুচনো ছড়িয়ে দিন। সঙ্গে উপরে দিয়ে কুচনো রোস্টেড বাদাম।

বাড়িতে বসে চটজলদি বানিয়ে ফেলুন রাজভোগ, রইল রেসিপি

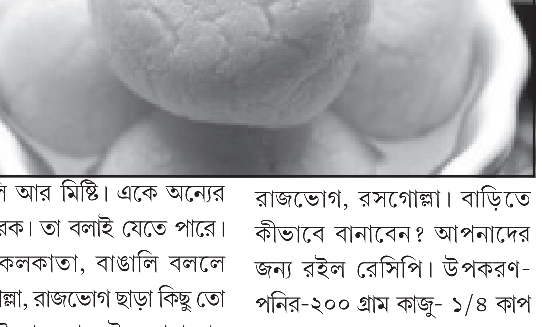

বাঙালি আর মিষ্টি। একে অন্যের পরিপূরক। তা বলাই যেতে পারে। আর কলকাতা, বাঙালি বললে রসগোল্লা, রাজভোগ ছাড়া কিছু তো মাথায়ই আসে না। এই করোনা আর লকডাউনের সময় বাইরে থেকে কিছু খেতে মনটা খুঁতখুঁত করে তাই তো! তাহলে আর কী বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন পছন্দের রাজভোগ, রসগোল্লা। বাড়িতে কীভাবে বানাবেন? আপনাদের জন্যে রইল রেসিপি। উপকরণ- পনির-২০০ গ্রাম কাজু- ১/৪ কাপ অ্যালমন্ড- ১/৪ কাপ এলাচগুড়ো- ১চা চামচ কেশর- পরিমাণ মতো পেস্তা- ১/৪ কাপ চিনি- ১কাপ জল-২কাপ দুধ-২চামচ প্রণালী প্রথমে কাজু, অ্যালমন্ড, পেস্তা ভাল করে বেটে নিন। আর অন্যদিকে কেশর দুধে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। এরপর বাড়ির তৈরি ছানা অথবা পনিরও নিতে পারেন। ভাল করে পনির বা ছানাটিকে মাখুন। যাতে একদম স্মুথ হয়ে যায়। তারপর কেশর সমেত দুধ মিশিয়ে দিন ছানা বা পনিরের সঙ্গে। লেচির আকারে গড়ে রাখুন। লেচির ভিতর পুরের মতো করে বাদাম বাটা পুরে দিন। তারপর একটি বড় পাত্রে জল নিন। গরম করুন। গরম জলে ২চামচ চিনি মেশান। চিনি গুলে গেলে ছোট ছোট ছানার লেচিগুলি ফেলে দিন। কিছুক্ষণ চিনির রসে ফুটতে দিন। প্রায় ১৫ মিনিট মতো ফোটার পর একটি পাত্রে রাখুন ঠান্ডা হতে দিন। তারপর পরিবেশন করুন বাড়িতে বানানো রাজভোগ।

গরমে কলা হোক আপনার ফুড হ্যাবিটের অন্যতম সেরা উপাদান

আপনি কলাকে কি অবহেলা করেন? রোজকার খাদ্যাভ্যাসে এই ফলকে কি একটু দূরেই সরিয়ে রাখেন? তেমনটা করে থাকলে কিন্তু বলতেই হচ্ছে, আপনি ভুল করছেন। কেন বলছি এ কথা? আচ্ছা বেশ তাহলে জেনে নিন কলার গুণাবলীর বিষয়ে। কলাতে অ্যাসিডের পরিমাণ কম থাকে। আপনার ব্রেকফাস্টে যদি কলা থাকে তাহলে অ্যাসিডিটি, মাথা ধরা কিংবা পায়ে ক্র্যাম্প পড়ে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলোর দারুণ সমাধান করতে পারে। শরীরে থাইরয়েড হরমোনের ঘাটতি হলে এনার্জির প্রবল ঘাটতি ঘটে। যা আপনার সারাদিনের কাজে ভীষণভাবে প্রভাব ফেলে। তাই দুপুরের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই কলাকে সঙ্গী করুন। দেখুন কেমন ফুরফুরে থাকে শরীর ও মন। যেহেতু কলা হজম করাটা সহজ, তাই শিশুদের খাদ্যতালিকাতেও কলাকে অবশ্যই রাখুন। দুধের সঙ্গে কলার কম্বিনেশন কিন্তু ছোটদের জন্য ভীষণ উপযোগী। আরও পড়ুন:এথনিক পোশাকে মজেছেন নিশা! লকডাউনের পর ট্রাই করতে পারেন আপনিও যাঁরা সারাদিনে ভীষণ কম খান। কিংবা সারাদিনে অফিস বা কাজের ভীষণ চাপ, তাঁদের জন্য কলার মতো আদর্শ খাবার খুব কমই আছে। বিশেষ করে যাঁরা পড়াশোনা বা কাজের জন্য রাত জাগেন তাদের জন্য তো বটেই। আর ব্যস্ত অনলাইন ক্লাসের মাঝে কলার মতো সহজলোভ্য আর পুষ্টিকর খাবার আর কীই বা হতে পারে!

মুম্বই ও বেঙ্গালুরু-সহ দেশের আরও ৯টি শহরে মিলবে রুশ টিকা : স্পুটনিক ভি

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): ভারতের আরও ৯টি শহরে মিলবে রুশ টিকা স্পুটনিক ভি। এই শহরগুলির মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরু, মুম্বই, চেন্নাই, বিশাখাপত্তনমও। বৃহস্পতিবার স্পুটনিক ভি টুইট করে জানিয়েছে, ভারতের আরও ৯টি শহরে মিলবে স্পুটনিক ভি টিকা, এই শহরগুলির মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরু, মুম্বই, চেন্নাই, বিশাখাপত্তনম, বাদ্দি, কোলহাপুর ও মিরয়ালাগুড়া। গত ১৭ মে হায়দরাবাদে প্রথম রাশিয়ার টিকা স্পুটনিক ভি দেওয়া শুরু হয়। ডক্টর রেড্ডিজ ল্যাবরেটরিজ ও অ্যাপোলো হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে ভারতে এই টিকা দেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই স্পুটনিক ভি তৈরির ছাড়পত্র পেয়েছে সেরাম ইনস্টিটিউট। রাশিয়ার 'গামালেয়া রিসার্চ ইন্টিটিউট অব এপিডেমিওলজি অ্যান্ড মাইক্রোবায়োলজি'-র সঙ্গে যৌথ ভাবে এই টিকা তৈরি করবে সেরাম।

মার্ঘেরিটার জাগুনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যুবকের মৃত্যু

মার্ঘেরিটা (অসম), ১৭ জুন (হি.স.) : তিনসুকিয়া জেলার মার্ঘেরিটা মহকুমার অন্তর্গত জাগুনে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জনৈক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় শোকের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। জাগুন পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এই খবর দিয়ে জানান, গতকাল রাতে লাকলা মিসিং গ্রামে এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। অজয় মিলি নামের বছর ২৬-এর এক যুবক তাদের ঘরের একটি বাল্ব বদল করতে গিয়েছিল। কিন্তু অসাবধানতার বশে বিদ্যুতের সংস্পৃষ্টে এসে গেলে ছিটকে পড়ে অজয়। পরিবারের লোকজন গ্রামের প্রতিবেশীদের সহযোগিতায় তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হাসপাতালের কর্তব্যরত ডাক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।খবর পেয়ে পুলিশের দলবল নিয়ে হাসপাতালে যান জাগুন পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ। সেখানে গিয়ে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য সরকারি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। পরে অজয় মিলিদের বাড়ি গিয়ে প্রাথমিক ইনকুয়েস্ট করেন তাঁরা। আজ ময়না তদন্তের পর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে নিহত অজয়ের মৃতদেহ তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, জানান পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩,০১৮ জন

কলকাতা, ১৭ জুন (হি স): গতবছর মার্চ মাস থেকে রাজ্যজুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। গোটা একটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তিত হয়নি পরিস্থিতির। অপরদিকে ধীরে ধীরে রাজ্যে জুড়ে কমছে আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩,০১৮ জন। বৃহস্পতিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে। স্বাস্থ্য দফতরের পরিসংখ্যান খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাচ্ছে, অন্যান্য জেলায় করোনা সংক্রমণের ছবিটা কিছুটা আশাব্যঞ্জক হলেও চিন্তা এখনও জারি থাকছে উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতাকে নিয়ে। সংক্রমণের নিরিখে উত্তর ২৪ পরগনার পরই উঠে এসেছে পূর্ব মেদিনীপুর। গত ২৪ ঘন্টায় উত্তর ২৪ পরগনায় নতুন করে সংক্রমিত ৪৩১ জন। আর পূর্ব মেদিনীপুরে ৪২৬। কলকাতায় সেই তুলনায় দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা কম — ৩৬৬। সব মিলিয়ে রাজ্যে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৪,৭৪,২৪৯। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ৬৪ জনের। মৃত্যুর নিরিখেও এগিয়ে উত্তর ২৪ পরগনাই। এখানে গত ২৪ ঘণ্টায় ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায়। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৭,১৮২। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ২,০৩৩। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪,৩৪,৯৯৪। রাজ্যে সুস্থতার হার ৯৭.৩৪শতাংশ। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৫৫,৬৭১। যার মধ্যে ৫.৪২ শতাংশ রিপোর্ট পজিটিভ।

টিকা নিয়ে বাংলার সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে কেন্দ্র, আক্রমণ ফিরহাদ-র

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.) : টিকা নিয়ে বাংলার সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে কেন্দ্র বলে অভিযোগ তুললেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, "বাংলায় টিকা কম আসছে। দরকার অনুযায়ী পর্যাপ্ত ভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। দুর্ভাগ্যবশত যেখানে টিকা নষ্ট হচ্ছে সেখানে জোগান বেশি হচ্ছে। এ রাজ্যকে প্রয়োজন অনুসারে টিকা দেওয়া হচ্ছে না। সেই তুলনায় অন্য রাজ্যকে বেশি টিকা দেওয়া হচ্ছে।"

টিকার বৈষম্য নিয়ে বিজেপিশাসিত উত্তরপ্রদেশ ও গুজরাতের দিকে আঙুল তোলেন ফিরহাদ। তাঁর কথায়, "একটি শিশিতে আমরা ১১ জনকে টিকা দিয়েছি। উত্তরপ্রদেশে তা ৭ জনকে দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ তারা টিকা নষ্ট করছে। আবার গুজরাতে জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা বেশি সংখ্যক টিকা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চাহিদা থাকলেও বাংলাকে টিকা দেওয়া হচ্ছে না। কেন্দ্রের এই ধরণের বিমাতৃসুলভ আচরণ বন্ধ করা উচিত। বাংলার নাগরিকও ভারতের নাগরিক। মোদী সরকারের টিকানীতি ঠিক করা দরকার।"

এখনও পর্যন্ত কলকাতায় ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষের টিকাকরণ হয়েছে বলে দাবি করেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র। ৪০ লক্ষ মানুষকে টিকা দিলেই কলকাতা নিরাপদ হবে বলে জানান তিনি। সেই লক্ষ্যে বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে টিকার জোগান বাড়ানো হবে। ফিরহাদ জানান, অনেক মানুষ আছেন যাঁরা পুরসভার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে টিকা নিতে আসতে চান না। কিন্তু আমরা চাই তাঁরাও টিকা নিন। তাই আমরা বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে টিকার জোগান দেব। তাঁরা অর্থের বিনিময়ে শহরবাসীকে টিকা দেবে।

বিডিও'র সামনেই মহিলা পঞ্চায়েত প্রধানকে চুলের মুঠি ধরে মারধর, শোরগোল জলঙ্গিতে

কলকাতা, ১৭ জুন (হি. স.) : বৃহস্পতিবার দুপুরে ওসি এবং বিডিও'র সামনেই পঞ্চায়েত প্রধানকে চুলের মুঠি ধরে মারধরের অভিযোগ ওঠে। ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি ব্লকের খয়রামারী গ্রাম পঞ্চায়েতে। ঘটনার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

পঞ্চায়েত প্রধান সেলিনা বিবি-র অভিযোগ, তিনদিন আগে পঞ্চায়েতের সচিব ও সদস্যরা মিলে বিডিও'র কাছে মিথ্যা অভিযোগ করেন যে, পঞ্চায়েতের জিনিসপত্র বাড়ি নিয়ে গিয়েছেন তিনি। ওই বিষয়ের তদন্তে বৃহস্পতিবার বিডিও শোভন দাস ও সাগরপাড়া থানার ওসি বিশ্বজিৎ হালদার পঞ্চায়েতে আসেন। সেখানে সেলিনাকেও ডাকা হয়। প্রধানের অভিযোগ, সেখানে যাওয়া মাত্র বিজেপি কংগ্রেস ও সিপিএমের দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর চড়াও হয়। ও মারধরও করা হয়।

দলের প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খয়রামারী অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি ঝন্টু বিশ্বাস। তিনি বলেন, "পঞ্চায়েত গঠনের পর থেকেই নানান দুর্নীতি করেছেন ওই প্রধান। নিষেধ করলেও শোনেননি। এমনকী পঞ্চায়েতের এক্সিউটিভ-সহ অন্যান্যদের মারধরও করেছেন। শুধু তাই নয় গত নির্বাচনে দলের বিরোধিতা করেছেন। যে কারণে পঞ্চায়েতের ১১ জন সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থার কাগজ জমা দিয়েছেন।"

তবে প্রধানের দাবি ঝন্টু বিশ্বাস দলের কেউ নন। ওঁরা বিজেপি, কংগ্রেস ও সিপিএমের সঙ্গে মিশে অশান্তি করছে। ঘটনা প্রসঙ্গে বিডিও শোভন দাস বলেন, "এলাকার মানুষ ওই প্রধানের উপর ক্ষুব্ধ। পঞ্চায়েতে যেতেই তাঁরা উগ্র হয়ে ওঠেন। ওসি এবং আমি মিলে পরিস্থিতি সামলে প্রধানকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি।"

প্রধানের স্বামী রফিকুল ইসলাম জানান, "মারধরের ফলে প্রধান অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে ডোমকল মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে হয়েছে।" জলঙ্গির বিধায়ক তৃণমূল নেতা আবদুর রাজ্জাক মণ্ডল জানান, "দলের নেতারাই ওই প্রধানের সঙ্গে নেই, তা জেনেও কেন ওই পদ আঁকড়ে বসে আছে বুঝতে পারছি না।" হিন্দুস্থান সমাচার/অশোক

রাজ্যপালের দিল্লি সফরে প্রকাশ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বিরক্তি

কলকাতা, ১৭ জুন (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের এই দিল্লি যাত্রা নিয়ে প্রকাশ্যেই বিরক্তি প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৃণমূল শিবিরের অভিযোগ, রাজ্যপাল হয়েও নিজের সাংবিধানিক পদের মর্যাদা না রেখে একজন নেতার মতো আচরন করছেন। পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল হয়ে আসার পর থেকেই তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠেছে। ইদানিং দিল্লির প্রভুদের খুশি করতে আরও বেশি করে বিজেপির দালালি করছেন একজন রাজ্যপাল। কিছুদিন আগে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে রাজভবনে আলোচনা করেন জগদীপ ধনকর। আর তারপরেই দিল্লিতে গিয়ে কখনও কয়লা মন্ত্রী, কখনও সংস্কৃতি মন্ত্রী আবার কখনও মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সনের বাড়ি যাচ্ছেন। আজ শাহ ও মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু তাঁর এই সফর নিয়ে বিরক্ত রাজ্যের শাসকদল।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, "আমার কিছুই বলার নেই, সবাই যা বলছে সেটাই আমার কথা। বাচ্চা ছেলে হলে বোঝানো যেত। উনি কার সঙ্গে দেখা করবেন সেটা তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাজ্যপাল নিযুক্ত করার সময় আমায় জিজ্ঞাসা করা হয়নি, তাই আমি কিছু বলতে পারব না ওরাই বলবে সবটা।"

কথাগুলি বলার সময় তাঁর চোখে মুখে বিরক্তির ভাব দেখা গিয়েছিল। বিজেপির দেখানো পথে ও বিজেপি নেতাদের তোলা দাবিকেই নিজের বক্তব্যে বা টুইটে লিখছেন রাজ্যপাল। কিছুদিন আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর তোলা দাবির ভিত্তিতেই চিঠি করে দিল্লি গিয়েছেন। রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে উদ্বিগ্ন, সেইকথা বারবার বোঝাতে চাইছেন রাজ্যপাল। দিল্লি যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তিনি জানান, রাজ্যে ভোটপরবর্তী হিংসা নিয়ে মন্ত্রীরা কী করছেন? একটা বৈঠক করার দরকার।

রাজ্যপালের এই ভূমিকা নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সৌগত রায়। তিনি জানিয়েছেন, "রাজ্যপাল সংস্কৃতি মন্ত্রী, কয়লা মন্ত্রীর কাছে যাচ্ছেন ওনার সাংবিধানিক পদে এইসব করা যায় লেখা আছে? ইচ্ছাকৃতভাবে এই আচরণ করছেন। একজন রাজ্যপাল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের সহযোগিতায় কাজ করবেন, এটাই নিয়ম।" রাজ্যপালের আচরণে সমালোচনা করেছেব বাম নেতৃত্ব। হিন্দুস্থান সমাচার/অশোক

'ধমক খেয়ে' আক্রান্তদের পাশে যাওয়া শুরু করেছেন বিজেপি নেতারা

কলকাতা, ১৭ জুন (হি. স.) : পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনী ধাক্কা আর হতাশা সামলে ফের জেলায় জেলায় যেতে শুরু করেছেন বিজেপি নেতৃবৃন্দ। এ ব্যাপারে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের ধমকে কাজ হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁর অনুগামীরা। দলের সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু উত্তরবঙ্গ সফরে রয়েছেন। ওই জোনের দায়িত্ব তাঁরই। নিজের বিধানসভা এলাকা আসানসোল দক্ষিণের বাইরে সে ভাবে গা না-ঘামানো রাজ্য মহিলা মোর্চার সভানেত্রী তথা বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছেন। বাঁকুড়ার সাংসদ তথা দলের রাজ্য সহ-সভাপতি সুভাষ সরকার নিজের এলাকায় কর্মীদের পাশে থেকে কাজ শুরু করেছেন। রাঢ়বঙ্গ জোনের পর্যবেক্ষক তথা দলের রাজ্য সহ-সভাপতি রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়ও নিয়মিত সফর শুরু করেছেন। সম্প্রতি তিনি বর্ধমান ও বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলেন। বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পরে রাজ্য বিজেপি নেতাদের একাংশ আর রাজনীতির মধ্যেই নেই। পদাধিকারীদের কেউ কেউ আবার প্রকাশ্যে দলবিরোধী বক্তব্য পেশ করে চলছেন। আরেকটা বড় অংশ ঘরে বসে রয়েছেন। নিয়মিত ভার্চুয়াল বৈঠকেও কারও কারও দেখা পাওয়া যায় না। এই পরিস্থিতিতে নেতাদের উপরে বেজায় দিলীপ ঘোষ। নেতাদের একহাত নিয়েছেন। বৃহস্পতিবার দলের এক রাজ্য নেতা বলেন, "এ ব্যাপারে দিলীপবাবুর ধমকে যে কিছুটা হলেও কাজ হয়েছে, তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। দিলীপদা ছাড়া আমরা কয়েকজন নিয়মিত দায়িত্ব পালন করছি। কয়েকজন খালি মুখেই বড় বড় কথা বলছেন! কোনও কাজ করছেন না। বাড়ির কাছে কর্মীরা আক্রান্ত হলেও নিজেরা না গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ চাইছেন! কারণ, দিলীপদা বিজেপি-তে যোগদানের পর থেকে একটি দিনও ঘরে বসে থাকেননি। রাজ্য সভাপতি হওয়ার পরেও তাই। একান্ত জরুরি কিছু না থাকলে কলকাতায় থাকতেও পছন্দ করেন না। আর তাতেই এখনও পর্যন্ত দল যে সাফল্য পেয়েছে, সেটা সম্ভব হয়েছে।" সম্প্রতি বেশ কয়েকটি বৈঠকে এ নিয়ে দলীয় নেতাদের উপরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দিলীপবাবু। তাতেও কাজ না হওয়ায় গত মঙ্গলবার ধমকের সুরে জেলা সফরের নির্দেশ দিয়েছেন। ওই বৈঠকে হাজির এক রাজ্য বিজেপি নেতার জানিয়েছেন যে, দিলীপ সরাসরি বলেছেন, "ঘরে বসে চা-মুড়ি খেতে খেতে রাজনীতি করলে নেতা হওয়া যায় না! পথে নামতে হয়!" বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই দিলীপবাবু আশাহত রাজ্য নেতাদের একটি কথা নিয়মিত বলে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের লক্ষ্য বড় ছিল। তবে স্বপ্নের ২০০ ছুঁতে না পারলেও রাজ্য বিধানসভায় একমাত্র বিরোধীর মর্যাদা পেয়েছে দল। কয়েক বছর আগেও রাজ্যে বিজেপি সাইনবোর্ড সর্বস্ব থাকলেও এখন ১৮ লোকসভা আর ৭৭ বিধানসভা আসনে দল জয়ী। এখন দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলকে এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। কর্মীদের কাজের মধ্যে রাখতে হবে। তাঁদের পাশে থাকতে হবে।"" দিলীপবাবু এত বলার পরেও দলের একটি অংশের নেতা জেলা সফর করছেন না বলে অভিযোগ বিজেপি শিবিরেই। সেটা লক্ষ্য করে সম্প্রতি যাঁরা কাজ করছেন না, তাঁদের কড়া নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ভোটের পর থেকে কর্মীরা আক্রান্ত এবং ঘরছাড়া বলে অভিযোগ তুলে চলেছে বিজেপি। কর্মীদের পাশে নেতারা নেই বলে অনেক জায়গা থেকে অভিযোগও এসেছে। নেতাদের অনেকেরই বক্তব্য, রাজ্যে কার্যত লকডাউন পরিস্থিতির জন্যই অনেক জায়গায় যাওয়া যায়নি। এখন বিধিনিষেধ খানিকটা শিথিল হওয়ার পরেও যাঁরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করছেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন দিলীপবাবু। এরপর কিছুটা কাজ হয়েছে বলে মনে করছে গেরুয়া শিবির। কার্যত লকডাউন পরিস্থিতির মধ্যেই দিলীপ নিজে হুগলি, হাওড়া, দুই মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলা সফর করেছেন। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও নিজের জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের বাইরে সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলায় গিয়েছিলেন। সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় নিজের লোকসভা এলাকা হুগলিতে কাজ করেছেন। সার্বিক ভাবে কাজের মধ্যে থাকার ছবিটা 'সন্তোষজনক' নয় বলে বৈঠকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন দিলীপবাবু। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, নিজের উদাহরণ দিয়ে দিলীপবাবু বলেছেন, "আমি এত জায়গায় ঘুরতে পারলে বাকিরা কেন পারলেন না? সকলেই তো একই রকম পরিস্থিতির মধ্যে! আমার জন্য তো আলাদা করে বিধিনিষেধ শিথিল করেনি রাজ্য।"

ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন বিধান পরিষদ সদস্য বিজেপি নেতা এইচ বিশ্বনাথ

বেঙ্গালুরু, ১৭ জুন (হি.স.) : কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন বিধান পরিষদ সদস্য বিজেপি নেতা এইচ বিশ্বনাথ। বৃহস্পতিবার কর্নাটক বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা অরুণ সিংকে তিনি বলেন, বিদ্রোহ সামলানোর মতো নৈতিক জোর বা সাহস নেই ইয়েদুরাপ্পার। ৭৮ বছর বয়সী মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ করেছেন বিধান পরিষদের সদস্য বিশ্বনাথ। তাঁর বক্তব্য, ইয়েদুরাপ্পাকে আমরা সম্মান করি। কিন্তু তাঁর বয়স হয়েছে। স্বাস্থ্যও ভাল নেই। এই অবস্থায় তাঁর পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

বিশ্বনাথের অভিযোগ, প্রশাসনের নানা কাজে ইয়েদুরাপ্পার পরিবার সবসময় হস্তক্ষেপ করে। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রীর ছেলে সব ব্যাপারেই মতামত দেন। সম্প্রতি একটি বেসরকারি সংস্থাকে জলের দরে সরকার জমি লিজ দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বোর্ড মিটিং না করেই সেচপ্রকল্পে বরাদ্দ করেছেন ২০ হাজার কোটি টাকা। ২০১৯ সালে রাজ্যের জনতা দল সেকুলার ও কংগ্রেসের জোট সরকারের ১৮ জন বিধায়ক দলত্যাগ করে বিজেপির পক্ষে আসেন। তার পরেই বিজেপি সরকার গঠিত হয়। এদের মধ্যে বিশ্বনাথ অন্যতম ছিলেন। তিনি ছিলেন জেডিএসের বিধায়ক। ততকালীন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী ও তাঁর বাবা এইচ ডি দেবগৌড়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। পরে অবশ্য উপনির্বাচনে তাঁর পরাজয় হয়। এছাড়া আছেন ইয়েদুরাপ্পার একসময়কার ঘনিষ্ঠ কে এস ঈশ্বরাপ্পা। ইয়েদুরাপ্পার মতো তাঁরও বাড়ি শিমোগা জেলায়। রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী ঈশ্বরাপ্পা রাজ্যপাল বাজুভাই বালাকে চিঠি লিখে অভিযোগ করেছেন, ইয়েদুরাপ্পা তাঁর দফতরের কাজে হস্তক্ষেপ করছেন। পাঁচ পাতার ঐ চিঠিতে বলা হয়েছে, ইয়েদুরাপ্পা সব ব্যাপারে কর্তৃত্ব করতে ভালবাসেন। তিনি কয়েকটি গুরুতর ভুল করেছেন। গত বছর বিজেপির প্রবীণ বিধায়ক পাতিল ইয়াতনাল বলেছিলেন, ইয়েদুরাপ্পা আর বেশিদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কাজ চালাতে পারবেন না। তখন কর্নাটক বিজেপি তাঁর কথায় গুরুত্ব দেয়নি। ক্ষমতাশালী লিঙ্গায়েত নেতা ইয়েদুরাপ্পাকে এখনও পর্যন্ত মদত দিয়ে চলেছে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তিনি দক্ষিণ ভারতে বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী। কর্নাটকে তিনিই বিজেপির মুখ।

সরকারি মর্যাদা পাননি বিশ্ববরেণ্য নৃত্যগুরু পাথারকান্দির লক্ষণ সিনহা, শয্যাশায়ী শিল্পীকে উপযুক্ত সম্মান দিতে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবে বিজেপি

পাথারকান্দি (অসম), ১৭ জুন (হি.স.) : সর্বজন পরিচিত পাথারকান্দির মণিপুরি মৃদঙ্গবাদক তথা নৃত্যগুরু লক্ষণ সিনহা দেশ ও বিদেশে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছেন। এক সময় ভারতীয় মণিপুরি নৃত্যকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি আজ নানা রোগে জর্জরিত হয়ে নয়াডহর গ্রামের নিজ বাড়ির বিছানায় শুয়ে জীবন সায়াহ্নে এসে অন্তিম প্রহর গুনছেন। এমন এক প্রতিভাবান শিল্পীর কদর দেয়নি সরকার। সম্প্রতি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বনামধন্য নৃত্যগুরু লক্ষণ সিনহা সম্পর্কে সরকারি অবহেলা শীর্ষক এ ধরনের নানা মন্তব্য ভাইরাল হয়েছে।

এদিকে পাথারকান্দির সাংস্কৃতিক সংগঠন চতুরঙ্গ স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, ভারত সরকারের সংগীত নাটক অকাদেমি ছাড়াও সাংস্কৃতিক মন্ত্রলয়কে টুইট করে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার আবেদন জানিয়েছে। চতুরঙ্গ সম্পাদকের টুইট-আবেদনে সাড়া দিয়ে পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল অবিলম্বে মণ্ডল সভাপতি শশীবাবু সিনহাকে প্রতিভাবান এই শিল্পীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর শরীরের খোঁজখবর নিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাশে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেন।

বিধায়কের পরামর্শে পাথারকান্দি ব্লক মণ্ডল বিজেপি সভাপতি সহ মণ্ডল বিজেপি যুবমোর্চার এক প্রতিনিধি দল শিল্পীর নয়াডহরে অবস্থিত বাড়িতে ছুটে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা জরাগ্রস্ত শিল্পীর শারীরিক খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি পরিবারের বাকি সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলেন। তাঁরা শয্যাশায়ী লক্ষণ সিনহাকে বিধায়কের পক্ষ থেকে সংবর্ধনাও জানান।

প্রসঙ্গত, লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী, তখন পাথারকান্দির এই মণিপুরি মৃদঙ্গ বাদক তথা নৃত্যগুরু লক্ষণ সিনহা সারা ভারতবর্ষে তাঁর শিল্পকলা প্রদর্শন করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ওই সময় তিনি বিদেশেও মৃদঙ্গ বাজিয়ে এবং মণিপুরি নৃত্য পরিবেশন করে সুনাম কেড়েছিলেন। ভারতের বিশিষ্ট গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গেও বহুবার একই মঞ্চে তাঁর কলা প্রদর্শন করেছেন লক্ষণ সিনহা।

এদিকে পাথারকান্দি ব্লক মণ্ডল যুবমোর্চা সভাপতি বিজয় বণিক বলেন, বৃহত্তর এই অঞ্চলে যে এমন প্রতিভাবান শিল্পী আছেন তা আগে জানা ছিল না। অনেক আগেই এ ধরনের শিল্পীকে উপযুক্ত সম্মানে সম্মানিত করার প্রয়োজন ছিল। যা তাঁরা করতে পারেননি। তার জন্য এ ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আখ্যায়িত করেন বিজয়। বিজেপি মণ্ডল সভাপতি ও যুবমোর্চার কার্যকর্তারা তাঁর পরিবারের সদস্যদের শিল্পীর প্রাপ্ত নানা শংসাপত্র ও সংশ্লিষ্ট মূল্যবান নথিপত্রাদি অবিলম্বে তাঁদের কাছে তুলে দেওয়ার অনুরোধ জানান। আগামীতে তাঁরা এগুলো নিয়ে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া অনুরোধ জানাবেন বলে পরিবারের লোকদের আশ্বস্ত করেছেন। স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন চতুরঙ্গ সহ এলাকার সাংস্কৃতিক-প্রেমীরা।

হাইকোর্টের নির্দেশিকা পৌঁছাতেই আউশগ্রামের ঘরছাড়া পরিবারদের ঘরে ফেরাল পুলিশ ও প্রশাসন

দুর্গাপুর, ১৭ জুন (হি.স.) : হাইকোর্টের নির্দেশনামা পৌঁছাতেই ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরাল পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন। তবে ঘরছাড়া পরিবারের অস্থায়ী আশ্রয় তাবুতে বিজেপিনেত্রী না যাওয়ায় আক্ষেপ থেকে গেল পরিবারগুলোর। এদিন বিকাল নাগাদ পুলিশ ও ব্লক প্রশাসন যৌথ উদ্যোগে আউশগ্রামের ঘরছাড়া পরিবারগুলোকে প্রেমগঞ্জের বাড়ীতে পৌঁছে দেয়। প্রসঙ্গত, গত ২ মে রাজ্য বিধানসভার ফলাফল ঘোষনার পর অমানবিক অত্যাচারের শিকার হয় আউশগ্রামের প্রেমগঞ্জের বিজেপিকর্মী ও তাদেরা পরিবার। রাতের অন্ধকারে প্রান ভয়ে গ্রাম ছাড়তে হয়। রাজনৈতিক হিংসার আক্রামনে ভাঙচুর হয়েছে ঘরবাড়ী। লুট হয়েছে বাড়ীর সামগ্রী। সংসারে বেঁচে থাকার রশদটুকুও নেই। উধাও গবাদি পশু থেকে মাঠের সাবমার্শিবাল। পচে নষ্ট হচ্ছে মাঠে পাকা ধান।বৃহস্পতিবার আশ্রয়হীন পরিবারগুলো জানান,' গত কয়েকদিন রাত্রে বৃষ্টি। রান্না করা যায়নি। ত্রিপলের ওপর বসে কেউ মুড়ি, কেউ চিড়ে খেয়ে রাত কাটিয়েছে। বাচ্চাদের সেরকম কিছু খাবার জোটেনি। ৩ জন বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তার ওপর সাপের উপদ্রব। বৃষ্টির জলে ভেসে আসছে বিষধর সাপ। রাতভর আতঙ্কে কেউ ঘুমোতে পারেনি। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা লাটে উঠেছে।' নির্বাচনে ফলাফলের পর রাজ্যজুড়ে বহু বিজেপি পরিবার রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়। প্রানভয়ে ঘরছাড়া হয় বহু পরিবার। অত্যাচারিত ঘরছাড়া পরিবারদের বাড়ী ফেরাতে আদালতের দারস্ত হয় বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রুয়াল। কোলকাতা হাইকোর্টে দলীয় কর্মীদের সুরক্ষিত ভাবে বাড়ী ফেরানোর দাবীতে মামলা দায়ের করেন তিনি। ওই মামলার প্রেক্ষিতে আদালতে সুরক্ষিত ভাবে ঘরছাড়া বিজেপি পরিবারদের বাড়ী ফেরানোর নির্দেশ দেয় আদালত। ওই নির্দেশিকা নিয়ে বিজেপিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রুয়াল আক্রন্ত হওয়া এলাকায় ও পুলিশ থানায় যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার পুর্ব বর্ধমানের গলসী ও আউশগ্রাম থানায় আসেন। এবং পুলিশের কাছে হাইকোর্টের নির্দেশ কপি দিয়ে ঘরছাড়া পরিবারগুলোকে সুরক্ষিতভাবে বাড়ী পৌঁছানোর অর্জি জানান তিনি। নির্দেশিকার কপি পৌঁছাতেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ ও প্রশাসন। এদিন বিকালে আউশগ্রাম ও বুদবুদ থানার পুলিশ ও আউশগ্রাম ব্লক প্রশাসন উদ্যোগ নিয়ে প্রেমগঞ্জে বাড়ী পৌঁছে দেয় ঘরছাড়া পরিবারদের। দীর্ঘ এক মাসেরও বেশী সময় পর বাড়ী পৌঁছে কান্নায় ভেঙে পড়ে ওইসব পরিবার। আশ্রয়হীন পরিবারের পক্ষে সুভাষ বাগদী, কালিদাসী বাগদী প্রমুখ জানান,' বিজেপি করতাম। ভোটে বিজেপির জন্য লড়াই করেছি। তাই ঘরছাড়া হতে হয়েছে। আজ অসহায় অবস্থায় তাবু থেকে বাড়ী পৌঁছালাম। কিন্তু বাড়ীতে কিছুই নেই। ঘর ভেঙে দিয়েছে। লুট করে নিয়েছে সব কিছু। কি খাবো, বর্ষায় কিভাবে থাকব দুঃশ্চিন্তায়।' ঘরছাড়া পরিবারগুলো আক্ষেপের সঙ্গে জানান,' শুনেছি আজ বিজেপির টিম এসেছিল। আশা দেখেছিলাম বাড়ী ফেরার। আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ী ফিরিয়ে দেবেন বিজেপি নেতৃত্ব। মনের মধ্যে সাহসও হয়েছিল। বিজেপির নেতৃত্ব আউশগ্রাম থানায় আসলেন। অথচ আমাদের অসহায়তা দেখতে আসলেন না। আমাদের আক্ষেপ থেকে গেল।' যদিও এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কা টিব্রুয়াল জানান,' ঘরছাড়া ওইসব মানুষদের বাড়ী পৌঁছানোর যা উদ্যোগ নেওয়ার নিয়েছি। আদালতের নির্দেশের কপি নিয়ে থানায় জানিয়েছি, ঘরছাড়া পরিবার গুলোকে সুরক্ষিতভাবে ঘরে পৌঁছানোর জন্য। ভাতকুন্ডায় ঘরছাড়া সকলকে বলেছি, বাড়ী ফিরে যান।' তিনি আরও বলেন,' তাদের নিয়ে যারা রাজনীতি করছেন। রাজনীতি করতে চাইছেন। রাজনীতি করার কোন জায়গা নেই। রাজনীতি করার কোন সুযোগ পাবেন না। বিজেপি ওইসব অত্যাচারিত মানুষদের পাশে আছে।'

মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে বিধানসভার অধ্যক্ষকের কাছে নালিশ শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.) : মুকুল রায়ের বিধানসভার সদস্য পদ খারিজ করতে এবার আরও ততপর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার তিনি বিধানসভায় আরও দুই বিধায়কের সঙ্গে বৈঠক করেন। আর ওই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এনিয়ে নালিশ জানাবে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। সূত্রের খবর এদিনই সেই চিঠি অধ্যক্ষকে পাঠাতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী।

২০১৯ সালে সঙ্গী ছিলেন না। কিন্তু একুশের নির্বাচনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিলেন। ফলাফল ঘোষণা হতেই মোহভঙ্গ। গত শুক্রবার ফের তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন মুকুল রায়। তিনি শুধু কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়কই ছিলেন না, বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতিও ছিলেন। তৃণমূলে যেতেই তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে চলেছে বঙ্গ বিজেপি।

তাতে কোনওমতেই বিলম্ব করতে চান না রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর সেই কারণেই আজ তিনি বিধানসভায় তড়িঘড়ি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও সারেন।

বিধানসভার তাঁর নিজের কক্ষে রাজ্যের আরও দুই বিজেপি বিধায়ক ও এক আইনজীবীর সঙ্গে সেই বৈঠক করেন। প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, দলত্যাগী মুকুল রায়ের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটতে চলেছে বিজেপি শিবির।

আইআইটি খড়্গপুরের বোর্ড অব গভর্নর্সের চেয়ারপার্সন পদে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.) : আরও একবার আইআইটি খড়্গপুরের বোর্ড অব গভর্নর্সের চেয়ারপার্সন পদে বসছেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। এবারে তাঁর কার্যকাল শুরু হবে ২৭ জুন থেকে। এই পদে তিনি বহাল থাকবেন আগামীবছরের ২৬ জুন পর্যন্ত। গোয়েঙ্কার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়ে সিলমোহর দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এই নিয়ে পঞ্চমবারের জন্য এই পদে বসলেন গোয়েঙ্কা। আগামী এক বছর এই কারিগরি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করবেন তিনি। আরপি-সঞ্জীব গোয়েঙ্কা গ্রুপের চেয়ারম্যান সঞ্জীব গোয়েঙ্কা জানিয়েছেন, """আইআইটি খড়্গপুরের মতো স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানকে সেবা করতে পারা গর্ব ও সম্মানের।"""
খড়্গপুর আইআইটি-র ডিরেক্টর ভিকে তিওয়ারি জানিয়েছেন, """আগামী এক বছর ডক্টর গোয়েঙ্কার পরামর্শ ও পথ নির্দেশ পাওয়া নিয়ে আইআইটি খড়্গপুর অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর উপস্থিতি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সাধনে আরও সাহায্য করবে।"""

বৃহস্পতিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলন করে ত্রিপুরা রাজ্য জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের তরফ থেকে তিন দফা দাবী রাজ্য সরকারের কাছে রাখা হয়েছে। জমিয়তের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যোগেন্দ্রনগরের বাসিন্দা হাবিব মিঞাকে সন্দেহভাজন হিসেবে ব্যাঙ্গালুরুতে আটক করেছিল এন্টি টেরোরিজম স্কোয়াড। ১৭/৩/২০১৭ তারিখে গ্রেপ্তার করে। তারপর বিচারপ্রক্রিয়ায় তাকে জেলে রাখা হয়। চার বছর ২ মাস ২৮ দিন পর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। এদিকে উলেমায়ে হিন্দের তরফ থেকে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে যোগাযোগ করা হয় এবং তাকে আগরতলায় ফেরত আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। হাবিব মিঞা বর্তমানে বাড়িতে। এই সময়ের মধ্যে তিনি তার বাবাকে হারিয়েছেন। কর্মসংস্থানের পথ সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে জমিয়তের তরফ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়েছে যাতে তাকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ভবিষ্যতে যাতে হাবিব মিঞার মতো কাউকে হয়রানি না করা হয় এবং প্রয়োজনে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে ব্যবস্থা নেয়া হয় সেই দাবী করেছে জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ। ছবি ও তথ্য নিজস্ব।

অমরপুরে তিপ্রা মথার সমর্থকদের হামলার মুখে বিজেপি মন্ডল সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। অমরপুরের তিপ্রা মাথার অতি উৎসাহী উশৃংখল কর্মী-সমর্থকদেরহামলায় বিজেপির অমরপুর মন্ডল সভাপতি গাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাড়া খেয়ে টিএসআর ক্যাম্পে আশ্রয় নিয়ে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেছেন মন্ডল সভাপতি। বৃহস্পতিবার সকালে অমরপুর উপনগরী নতুন বাজার থেকে অমরপুরে সাংগঠনিক কাজে আসার সময় তিপ্রা মথা কর্মীরা হঠাৎই আক্রমণ করে অমরপুর মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় চক্রবর্তীর গাড়ির উপর। ওই গাড়িতে ছিলেন সঞ্জয় চক্রবর্তী নিজে।

জানা যায় অমরপুর চেলাগাংমুখ এলাকা থেকে তিপ্রা মথার উগ্র কর্মী সমর্থকরা মন্ডল সভাপতির গাড়িকে পেছন থেকে ধাওয়া করে। শেষে প্রান বাঁচাতে শ্রী চক্রবর্তী অমরপুর টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটিকে রেখে নিজের প্রান বাচাতে ছুটে যান টিএসআর ক্যাম্পের ভেতরে। পরবর্তী সময়ে গাড়িটির উপর ব্যাপক হামলা চালায়। ইট পাটকেলে গাড়িটির ব্যাপক ক্ষতি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনা সলে ছুটে যান যুব মোর্চার সভাপতি লিটন সাহা সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা। এদিকে সাংবাদিকদের বলতে গিয়ে মন্ডল সভাপতি সঞ্জয় চক্রবর্তী বলেন, হামলা করে বিজেপির উন্নয়ন রুখা যাবে না। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এবং বিভিন্ন ভিলেজ কাউন্সিল যেভাবে জোর করে দখল করছে তিপ্রা মথা তাদের আগামী দিনে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জবাব দেবে এই রাজ্যের মানুষ। এই ঘটনায় বর্তমানে গোটা মহকুমা জুড়ে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ফের যেকোনো সময় এলাকায় অশান্তি কায়েম হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। পুলিশ ও তিয়াসার পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রয়াত প্রাক্তন বিজেপি সভাপতির বাড়িতে গেলেন বি এল সন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। বিজেপির প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি প্রায়াত নীলমণি দেবের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বি এল সন্তোষ।বৃহস্পতিবার উদয়পুর থেকে ফেরার পথে আমতলীতে বিজেপি কার্যকর্তা প্রয়াত নীলমণি দেবের বাড়িতে যান বি এল সন্তোষ, অজয় জাম্বুয়াল, বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ডঃ মানিক সাহা, খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান রাজিব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। পরিবার-পরিজনদের সাথে দেখা করে কথা বলেন। পরিবার-পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএল সন্তোষ। তিনি প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন , এত প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি নীলমণি দেব রাজ্যে বিজেপিকে শক্তিশালী করতে আজীবন কাজ করে গেছেন। তিনি টানা ৪০ বছর বিজেপি দলের নেতা হিসেবে কাজ করেছেন। প্রয়াত নেতার পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএল সন্তোষ বলেন, তিনি ছিলেন আমাদের পরিবারের সদস্য। দল সব সময় এই পরিবারের পাশে থাকবে বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন।

কদমতলায় পুকুরে স্নান করতে নেমে সলিল সমাধি দুই শিশুকন্যার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। পুকুরের জলে নেমে স্নান করতে গিয়ে সলিল সমাধি ঘটেছে দুই শিশুকন্যার। তাদের একজনের নাম শামিমা ইয়াসমিন ও অন্যজন রোজিনা বেগম। উভয়ের বয়স আটের মধ্যে। সম্পর্কে তারা মামাতুতো ও পিসতুতো বোন। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানাধীন মধ্যরাজনগর এলাকায়। মর্মান্তিক এ ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা নাগাদ মধ্যরাজনগর গ্রামের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জনৈক মইনুল হকের আট বছরের শিশুকন্যা শামিমা তার পিসতুতো বোন রোজিনা বেগমকে নিয়ে বাড়ি লাগোয়া জনৈক ফরিজ উদ্দিনের পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল। এক সময় তারা জলে তলিয়ে যায়। বহুক্ষণ ধরে তাদের কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে পুকুরে গিয়ে তালাশি চালান মইনুল হক ও প্রতিবেশীরা। তালাশির সময়ই তাদের লাশ জলে ভেসে উঠে।

মৃত শামিমা ইয়াসমিনের পিসতুতো বোন রোজিনা বেগমের বাড়ি একই এলাকার চার নম্বর ওয়ার্ডে। তার বাবার নাম সিয়াব উদ্দিন।

৩১ জুলাইয়ের মধ্যেই ফল, সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়ল মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): কীসের ভিত্তিতে, কীভাবে গ্রেড অথবা নম্বর দেওয়া হবে সিবিএসই-র দ্বাদশ শ্রেণীর পড়ুয়াদের? ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের এই কৌতূহলের অবসান হল। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া জমা দিল সিবিএসই বোর্ড। শীর্ষ আদালতে সিবিএসই বোর্ড জানিয়েছে, তিরিশ শতাংশ ধরা হরে দশম শ্রেণির, একাদশ শ্রেণির নম্বর ধরা হবে ৩০ শতাংশ, আর বাকি ৪০ শতাংশ নম্বর দ্বাদশ শ্রেণির-এই পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের মূল্যায়ন করা হবে। এদিন অ্যাটর্নি জেনারেল কে কে বেণুগোপাল শীর্ষ আদালতে জানিয়েছেন, পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হবে ৩১ জুলাইয়ের মধ্যেই। যে সমস্ত পড়ুয়ারা সেই নম্বরে সন্তুষ্ট হবেন না, তাঁরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরীক্ষায় বসতে পারবেন। কীসের ভিত্তিতে নম্বর অথবা গ্রেড দেওয়া হবে, তা নিয়ে যথেষ্ট কৌতূহলের মধ্যে ছিলেন ছাত্র-ছাত্রী ও তাঁদের অভিভাবকরা। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালতে সিবিএসই বোর্ড জানিয়েছে, তিরিশ শতাংশ ধরা হরে দশম শ্রেণির, একাদশ শ্রেণির নম্বর ধরা হবে ৩০ শতাংশ, আর বাকি ৪০ শতাংশ নম্বর দ্বাদশ শ্রেণির-এই পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের মূল্যায়ন করা হবে। দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্য, ৫টি পেপারের মধ্যে সেরা ৩টির নম্বর বিবেচনা করা হবে। দ্বাদশ শ্রেণির জন্য ইউনিট, টার্ম ও প্র্যাক্টিকালের প্রাপ্ত নম্বর বিবেচনায় নেওয়া হবে।

বিভিন্ন দাবীতে সিপিএমের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ জুন।। মারণব্যাধি কোভিড সংক্রমণের বিস্তৃতি প্রতিরোধে ও গরীব শ্রমজীবী নিম্নআয়ী মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ করার লক্ষ্যে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবার সি পি আই (এম)র খোয়াই মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে পদ্মবিল ব্লক ও জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ব্লকের বি ডি ও এবং জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন সিপিএম এর নেতৃবৃন্দরা। দুই আধিকারিকই দাবীসমূহের সাথে সহমত পোষণ করে এক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরকারের গোচরে বিষয়গুলো নিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিএম মহকুমা সম্পাদক পদ্ম কুমার দেববর্মা,জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য নির্মল বিশ্বাস, মহকুমা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য আলয় রায় ও পলাশ ভৌমিক ও মহকুমা সদস্য রনিত দেববর্মা। পদ্মবিল ব্লকের বি ডি ও -র কাছে প্রদান করা ডেপুটেশনের দাবিগুলো হলো , আয়কর দাতা নন , এমন পরিবারে প্রতিমাসে মাথাপিছু দশ কেজি করে চাল ও মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে প্রদান করা, রেগা প্রকল্পে ব্যাপক কাজের ব্যবস্থা করা, সময়মতো শ্রমিকদের মজুরি প্রদান করা ও রেগার কাজে ড্রজারের ব্যাবহার বন্ধ করা,পানীয় জল, বিদ্যুৎ সরবরাহ ,সেচ ব্যবস্থা ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা। এছাড়া জেলা মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি দিয়ে সবার কোভিড টেস্টের ব্যাবস্থা করা, কোভিড ও অকোভিড নির্বিশেষে সবার সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা, অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত করা সহ সবার জন্য ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা, সরকারী হাসপাতালে সব শূন্যপদ পূরণ করে দ্রুত চিকিৎসক, নার্স , প্যারামেডিক্যাল স্টাফ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব পূরণ করা ও হাসপাতাল কম্পেক্স সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার দাবী জানানো হয়।

রাধানগরে রাজনৈতিক হিংসা, উত্তেজনা চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৭ জুন।। রাধানগরে বৃহস্পতিবার সকালে বিজেপি বাইক রেলির আয়োজন করে সে বাইক রেলি থেকে রাধনগর পাল পাড়াতে বাড়িঘর ভাংচুর, লক্ষ্মণ চন্দ্র পাল নামে এক সিপিআইএম সমর্থক আক্রান্ত হয়।রাজনগর থেকে দমকল বাহিনীর কর্মিরা ছুটে গিয়ে লক্ষ্মণ চন্দ্র পালকে উদ্বার করে রাজনগর হাসপাতালে নিয়ে আসে সেখান থেকে রেফার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।এছাড়া খড়ের গাদায় আগুন দেওয়া হয় যার থেকে অল্পতেই রক্ষা পায় গ্রাম। রাজনগর থেকে অগ্নিনির্বাপক গাড়ি গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।রতন পালের দোকান ভাঙচুর করা হয় একই ভাবে বিষ্ণু পালের দোকান ,শংকর পালের বাড়িতে ভাংচুর ও জীনিস পত্র লুট করা হয় সঞ্জীব চন্দ্র উনি পঞ্চায়েত সচিব ওনার বাড়ি ভাংচুর করে ঘটনার তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে রাজনগর বিধানসভার রাধানগর পালপাড়াতে। এলাকার একইভাবে একশ কার্ড এলাকায় মুখামুখি দুদলের কর্মিসমর্থকরা অবসান করছে মাঝে রাজনগর পি.আর.বাড়ি থানার পুলিশ টিএস আরনিয়েএবং রাঙ্গামুড়া ফাড়িথানার পুলিশ টিএস আর নিয়ে অপেক্ষা করছে।

নেশার বিরুদ্ধে সক্রিয় হলেন স্থানীয় জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ জুন।। পাড়ায় নেশা সামগ্রি বিক্রির অভিযোগ নেশা বিক্রেতার বাড়িতে। এলাকাবাসীরা হানা চালায় বিশালগড় আদালত সংলগ্ন এলাকায়। সংবাদে প্রকাশ রঞ্জিত রায়ের ছেলে দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকার মধ্যে নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছে এবং এলাকাবাসীরা তাকে কয়েকবার বাধা দিয়েছিল। নেশা সামগ্রী বিক্রি করা থেকে বিরত থাকতে কিন্তু সে তার রমরমা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। এতে এলাকার পরিবেশ একরকম বিষিয়ে তুলছে তার এই নেশার কারবারে অকালে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়েছে। এলাকার নাবালক থেকে বৃদ্ধ। বৃহস্পতিবার বাধ্য হয়ে এলাকার জনগণ হানা দেয় নেশা বিক্রেতার বাড়িতে এবং ঘটনা আঁচ করতে পেরে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। নেশা বিক্রির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিশালগড় থানার পুলিশ। এদিকে নেশাকে বিক্রেতাকে বাঁচানোর জন্য এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যম এবং পুলিশ এর কাছে এলাকাবাসীর বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ করেন নেশা বিক্রেতার পিতা এখন দেখার বিষয় পুলিশ এই নেশা বিক্রেতার বিরুদ্ধে কী ভূমিকা গ্রহণ করে সেদিকে তাকিয়ে আছে এলাকার জনগণ।

সাতচাঁদে এডিসি ভিলেজের অফিসে তালা দিল তিপ্রা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। সাতচাঁদ আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত বেতাগা এডিসি ভিলেজের অফিসে তালা ঝুলালো তিপ্রা মথার কর্মী-সমর্থকরা। বুধবার সাতচাঁদ আর.ডি ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যান খলাধন ত্রিপুরা ব্লকের অন্তর্গত ১৫ টি ভিলেজ কাউন্সিলের জন্য মনিটরিং কমিটিকে অনুমোদন দেন।ব্লকের বিএসি চেয়ারম্যানের অনুমোদিত এই কমিটি গুলি সম্পূর্ণ বেআইনি ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হয়েছে বলে দাবি করে তিপ্রা মথা দলের কর্মী-সমর্থকরা। যেহেতু ভিলেজগুলি সাতচাঁদ ব্লকের অন্তর্গত সেহেতু ব্লকের বিডিওর স্বাক্ষর অনুমোদিত মনিটরিং কমিটির তালিকায় না থাকায় তারা এই মনিটরিং কমিটিকে মানেন না বলে জানায়। এই ব্যাপারে বেতাগা এডিসি ভিলেজের তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা ভিলেজ কার্যালয়ের সামনে এসে জড়ো হয়।বেলা আনুমানিক ১১ টা নাগাদ বেতাগা ভিলেজ কাউন্সিলের অফিসে ওই এলাকারই বিজেপি নেতা সজল ত্রিপুরা দক্ষিন জেলা জনজাতি মোর্চার সদস্য ভিলেজের অফিসে গিয়ে বেনিফিসারীর মাধ্যমে ভিলেজ এলাকার কৃষকদের জন্য যে বীজ ধান দেওয়া হবে তার তালিকার ব্যাপারে জানতে চান। আর তাতেই বিপত্তি বাঁধে বলে দাবি করেন বিজেপি নেতা সজল ত্রিপুরা। পরবর্তীতে ত্রিপুরা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা তাকেও ভিলেজ অফিসের ভিতরে রেখে দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেয়। পুলিশ গিয়ে তাকে তালামুক্ত করে। তিপ্রা মথা দলের পক্ষ থেকে সুনীল ত্রিপুরা জানান, বিজেপি দলের পক্ষ থেকে বেশ কিছুদিন যাবৎ ভিলেজ কাউন্সিল গুলিতে ভিলেজের উন্নয়নমূলক কাজগুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করছে। বিএসির চেয়ারম্যান সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক ভাবে ভিলেজ কাউন্সিল গুলির মনিটরিং কমিটির অনুমোদন দেন বলে অভিযোগ। সে কারণেই তিপ্রা মথা দলের সমর্থকরা ভিলেজ কাউন্সিল অফিসের সামনে জড়ো হন ও পরবর্তীতে ভিলেজ কাউন্সিল অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়।শেষ পর্যন্ত পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ভিলেজ কাউন্সিল অফিস তালা মুক্ত হয়। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে।

বাছাই

● প্রথম পাতার পর

দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে বাছাই পর্বে উত্তীর্ণ ১৫৬ জন চিকিৎসকের তালিকা প্রকাশ করেছে টিপিএসসি। তাতে, তফশিলি জনজাতি (এসটি) ৯৪ জন, তফশিলি জাতি (এসসি) ৩১ জন এবং সাধারণ শ্রেণিভুক্ত ৩১ জন স্থান পেয়েছেন।

প্রতিবাদ

● প্রথম পাতার পর

আন্দোলনে সামিল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে পেট্রোলের দাম ১০০ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। ডিজেলের দাম লিটার প্রতি প্রায় ১০০টাকা ছুই ছুই। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির ফলে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। তাতে দেশের গরীব অংশের মানুষের ওপর মারাত্মক আঘাত নেমে আসতে পারে বলে আশঙ্কা।

বছরের শেষে

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন হাসপাতালে ৭-টি অক্সিজেন প্ল্যান্ট বসানোর পরিকল্পনা করা হয়েছে। সমগ্র উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ১৯টি ভ্যাকসিন সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রায় ৯৫ শতাংশ আরপিএফ এবং ৭২ শতাংশ হেল কেয়ার ওয়ার্কার ইতিমধ্যে ভ্যাকসিনের দ্বিতীয় ডোজ নিয়েছেন। প্রায় ৬৪ শতাংশ অন্যান্য কর্মচারী নিজেদের প্রথম ডোজ নিয়েছেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে জীবনদায়িনী সামগ্রীর দ্রুত চলাচলের লক্ষ্যে গ্রিন করিডোর তৈরি করে অক্সিজেন এক্সপ্রেস চালানো হয়েছে। প্রথম অক্সিজেন এক্সপ্রেসটি চলাচল করেছে ১৯ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে মুম্বাই থেকে ভাইজ্যাগের মধ্যে। ৪৪০টি অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেন ইতিমধ্যে নিজেদের যাত্রা সম্পূর্ণ করেছে এবং গতকাল পর্যন্ত বিভিন্ন রাজ্যে ৩১,৭০৪ এমটি এলএমও বহন করেছে। ইতিমধ্যে ৭-টি অক্সিজেন এক্সপ্রেস অসমে ৫৬০ এমটি এলএমও বহন করে এনেছে।

তিনি বলেন, উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২০২০-২১ বর্ষের সময়সীমার মধ্যে তার পূর্ব বছরের ৯,৭৩১টি পণ্য রেকের তুলনায় ১১,৬৫৯টি পণ্য রেক রিলিজ করেছে, যার বৃদ্ধি ২০ শতাংশ। বিগত বছরের ৭০৮টি পণ্য রেকের তুলনায় এ বছরের মে মাসে ১,১৩৫টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়েছে, যার বৃদ্ধি ৬০.৩১ শতাংশ। জুন থেকে আজ পর্যন্ত পণ্যবাহী ট্রেনগুলির গড় গতি ঘণ্টা প্রতি ৩৬.১০ কিলোমিটারের তুলনায় ঘণ্টা প্রতি ৪৪.৫২ কিলোমিটার হয়েছে। গতিতে বৃদ্ধি ২৩.৩২ শতাংশ।

তাঁর বক্তব্য, গুডস ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিঙের জন্য ১৯টি নতুন স্টেশন খোলা হয়েছে, পার্সেল ট্যাফিক হ্যান্ডলিঙের জন্য ১২টি নতুন স্টেশন খোলা হয়েছে এবং অর্থনীতিতে সাহায্যের জন্য এবং লোডিং-আনলোডিঙে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিকদের উপার্জন সৃষ্টি করতে ২৩টি ওডস শেডে ২৪৯৭ লোডিং-আনলোডিং ব্যবস্থার সুবিধা করা হয়েছে। অন্যান্য রেলওয়ে থেকে ৬৪টি অন্তর্মুখী রেলওয়ে সহ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে ১০৩টি কিষাণ রেল চালানো হয়েছে। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কৃষকরা যাতে খুব সহজেই নিজেদের সামগ্রী ভারতের বৃহৎ বাজারগুলি ও বিদেশে প্রেরণ করতে পারে তার জন্য উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সস্তা ও দ্রুত পরিবহণ সমাধান প্রদান করতে ৩৯টি কিষাণ রেল চালানো হয়েছে।

এদিন তিনি জানান, কোভিড সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও জুলাইয়ের মধ্যভাগে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৭২ শতাংশ প্যাসেঞ্জার ট্রেন পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাঁর কথায়, বর্তমানে আমরা ৪৯ জোড়া স্পেশাল মেইল / এক্সপ্রেস ট্রেন এবং ৫ জোড়া লোকাল প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাত্রার প্রয়োজন থাকা ব্যক্তিদের জন্য প্রতিদিন চালাচ্ছি। আরও ২১ জোড়া স্পেশাল মেইল / এক্সপ্রেস ট্রেন চালানোর জন্য ইতিমধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে। ভারতীয় রেলওয়েতে গড় হিসেবে প্রত্যেকদিন ৮৮৯টি স্পেশাল মেইল / এক্সপ্রেস ট্রেন চালানো হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলির সাথে আলোচনা সাপেক্ষে অদূর ভবিষ্যতে আরও ট্রেন চালানোর জন্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

এদিকে, ভারতীয় রেলওয়েতে মেগাহার্টজ স্পেকট্রাম বরাদ্দ করা সম্পর্কেও সংক্ষিপ্তভাবে বলেন তিনি। তাঁর কথায়, এটি ভারতীয় রেলওয়ের ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা এক বৃহৎ পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করবে এবং ট্রেন কলিশন অ্যাভয়ডেন্স সিস্টেম (টিসিএএস) ইত্যাদির মতো সর্বশেষ স্থানীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করতে রেলওয়েকে সক্রিয় করে তুলবে।

রাজ্যে বিজেপিতে

● প্রথম পাতার পর

অস্বাভাবিক নয়। কিন্ত, সেই সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান সম্ভব হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, আমরা সকলে একত্রে রয়েছি তাই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের ডাকে প্রত্যেকে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। মত বিনিময় করেছেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বিজেপির পরিবার অনেক বড় হয়েছে। অতীতের তুলনায় ব্যাপ্তি অনেক বেড়েছে। ফলে, যারা দলছুট হয়েছেন তাদের অনুরোধ ফিরে আসুন। নিজের দল ভেবে পুণরায় যোগ দিন। তিনি বলেন, বিজেপি আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কাজ করে। তাই, নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে নতুন ও পুরনো প্রত্যেকেই বিজেপির অমূল্য সম্পদ।

এদিন তিনি সাফ জানিয়েছেন, এডিসি নির্বাচনের পর পাহাড়ে বিজেপির সগঠন দুর্বল হয়ে যায়নি। বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আক্রমনের শিকার হয়েও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তুলছে না বিজেপি। তিনি বলেন, গণতন্ত্র রক্ষা করাই বিজেপির একমাত্র লক্ষ্য। তাই, শাসক দল হয়েও আক্রান্ত হলে বিচারের জন্য আমরা প্রশাসনের উপরই নির্ভরশীল। তাঁর হুশিয়ারী, যারা ভয় দেখানোর চেষ্টা করছেন, মনে রাখবেন বিজেপি-কে কোনভাবেই আটকানো যাবে না।

এদিকে, আজ তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, ত্রিপুরায় ইতিপূর্বে দুইবার তৃনমূল কংগ্রেস ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছিল। কিন্ত, ব্যর্থ হয়েছে। তাঁর কথায়, কোন দল আসবে, কোন দল যাবে, সেবিষয়ে বিজেপি মোটেও চিন্তিত নয়। অন্তত গণতন্ত্রে এবিষয়ে আপত্তি থাকার কথা নয়। তবে, ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে, ত্রিপুরার মানুষ বহিরাগত আঞ্চলিক দলকে গ্রহণ করেননি।

মৃত্যু কমল

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৪৪০৬ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৬০৮৭২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫৫৭৬৯ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার হয়েছে ৫.১৯ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯১.৭১ শতাংশ। এদিকে মৃতের হার হয়েছে ১.০৪ শতাংশ। নতুন করে ৩ জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৬৩৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে থাকছে। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ১২৫ জন, দক্ষিন জেলায় ৬০ জন, গোমতি জেলায় ৩৫ জন, ধলাই জেলায় ৩৮ জন, সিপাহীজলা জেলায় ৩৩ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৮৫ জন, ঊনকোটি জেলায় ৬৬ জন এবং খোয়াই জেলায় ৪৫ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে।

অতিরিক্ত

● প্রথম পাতার পর

বাদ দিয়ে ১ লক্ষ ৩১ হাজার ৬২৫ টাকা বেতন পাওয়ার অধিকারী।

কিন্তু তিনি গত জুলাই থেকে ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ১২৫ টাকা বেতন গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনটি ভাতা বাবদ তিনি ১ লক্ষ ১ হাজার ৫০০ টাকা প্রতি মাসে অতিরিক্ত পেয়েছেন। ওই ভাতা পাওয়ার তিনি অধিকারী নন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অতিরিক্ত ১ লক্ষ ১ হাজার ৫০০ টাকা করে প্রতি মাসে প্রদেয় অর্থ মুখ্য তথ্য কমিশনার এ কে শুক্লার কাছ থেকে আদায় করা হবে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক পদে অবসরে যাওয়ার পর এ কে শুক্লা রাজ্য পুলিশি দায়বদ্ধতা কমিশনের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হন। এর পর তিনি রাজ্যের মুখ্য তথ্য কমিশনার পদে পদোন্নতি পান।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে আসেন। কিন্ত, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে নিয়ে জিবি হাসপাতালে যাই। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, নির্জনতার সুযোগে দুস্কৃতিকারীরা তার মেয়েকে ধর্ষণ করে খুনের উদ্দেশ্যেই রক্তাক্ত করে পালিয়েছে।

এদিকে, প্রাথমিকভাবে পুলিশ ওই ঘটনায় মারাত্মক আঘাতের মামলা নিয়েছে। আমবাসা থানার ওসি হিমাদ্রি সরকার জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই নাবালিকা-কে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্ত, এখন যেহেতু তার মৃত্যু হয়েছে। তাই, এখন খুনের মামলা রুজু হবে।

াঙ্গন

কোপার দ্বিতীয় ম্যাচে পেরুর মুখোমুখি ব্রাজিল, জিততে মরিয়া তিতের দল

ব্রাসিলিয়া, ১৭ জুন (হি.স.) : কোপা আমেরিকার শুরুতেই ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে সহজ জয় দিয়ে অভিযান শুরু করে ব্রাজিল। আগামী ১৮ জুন ভারতীয় সময় সাড়ে পাঁচটায় কোপার দ্বিতীয় ম্যাচে পেরুর মুখোমুখি হবে তিতের দল।

এই ম্যাচে ব্রাজিল কোচ তিতে গতম্যাচের প্রথম একাদশে কোনো পরিবর্তন করছেন না। তবে গত ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে নেমে গ্যাব্রিয়েল বারবোসা ব্রাজিলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করলেও প্রথম একাদশে এদিনও তার জায়গা হচ্ছে না। নেইমারের সাথে গ্যাব্রিয়েল হেসুস ও রিচার্লিসনই থাকছেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত।

শিরোপা জয় অক্ষুণ রাখতে এবারে ফেভারিট তকমা গায়ে নিয়েই মাঠে নেমেছে ব্রাজিল। প্রথম ম্যাচে জয় দিয়েই তারা প্রমাণ করেছে।

পেরুর বিরুদ্ধে ব্রাজিলের অতীতের পরিসংখ্যান খুবই ভালো। এখনও পর্যন্ত ৪৮টি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে দুই দল। যেখানে ব্রাজিল জিতেছে ৩৪টি ম্যাচ ও পেরু জিতেছে ৫টি ম্যাচ। আর খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে ৯টি ম্যাচ। শেষবার পেরুকে ৩-১ গোলে হারিয়েই নবমবার কোপা আমেরিকার শিরোপা ঘরে তুলেছিল ব্রাজিল। কোপা আমেরিকার গ্রুপ পর্বে পেরুর বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইছে ব্রাজিল। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির পদ থেকে আজহারকে সরিয়ে দিল বিসিসিআই

মুম্বই, ১৭ জুন (হি.স.) : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)-র নিয়ম লঙ্ঘন করার অভিযোগে হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (এইচসিএ) সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিনকে। একই সঙ্গে এই সংস্থার সদস্য পদও কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

আজহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি সংস্থার নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। তাঁকে শো-কজ নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। অ্যাপেক্স কাউন্সিল জানিয়েছে, যতক্ষণ না তদন্ত শেষ হচ্ছে, ততদিন আজহারকে নির্বাসিত থাকতে হবে। শো-কজ নোটিসে অ্যাপেক্স কাউন্সিল লিখেছে, 'আপনার বিরুদ্ধে সদস্যরা যে সব অভিযোগ এনেছেন, তার ভিত্তিতে গত ১০ জুন অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, আপনাকে শো-কজ নোটিস ধরানো হবে। আপনার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত এইচসিএ-র সদস্যপদ খারিজ করা হচ্ছে।' ১৫ জুন পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, এক সপ্তাহের মধ্যে যথাযথ উত্তর না দিলে আজহারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি দুবাইয়ের একটি ক্রিকেট ক্লাবের সদস্য, তা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে জানাননি। বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী এটা জানানো বাধ্যতামূলক। তাছাড়াও জানা যাচ্ছে, এই ক্লাবটি এমন একটি ক্রিকেট লিগে খেলে, যা ভারতীয় বোর্ডের স্বীকৃত নয়। তাছাড়া এইচসিএ-র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'ফ্রিজ' করে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে আজহারের নামে।

২০১৯ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর এইচসিএ-র সভাপতি নির্বাচিত হন আজহার।

বৃষ্টিতে ডুবল সাইন্স সিটি থেকে গল্ফ গ্রিন, বাঁশ দিয়ে আটকানো হল রাস্তা

কলকাতা, ১৭ জুন (হি.স.): রাতভর বৃষ্টিতে ডুবেছে শহরতলী। বৃহস্পতিবারের বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতার ওলিগলি। জলমগ্ন রাস্তায় যান নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক রাখতে বাঁশ দিয়ে আটকানো হচ্ছে রাস্তা। আবহাওয়া দফতর আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিল মঙ্গলবার থেকেই বৃষ্টিতে ভিজবে শহর কলকাতা। সেই পূর্বাভাস অনুযায়ী শুরু হয়েছে বৃষ্টিপাত। বুধবার রাত থেকেই প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে শহরের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে। বৃহস্পতিবার সকালেও আকাশ কালো করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। এখনও শহর জুড়ে অবিরাম গতিতে চলছে বৃষ্টিপাত।

একটানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন শহরের বিভিন্ন রাস্তা। বৃষ্টির জেরে জলের তলায় পার্কস্ট্রিট থেকে সেন্ট্রাল এভিনিউ, সাইন্স সিটি থেকে গল্ফগ্রিন। রাতভর বৃষ্টিতে গল্ফগ্রিন জলমগ্ন হওয়ায় বাঁশ দিয়ে আটকে দেওয়া হল রাস্তা। এমনকি সায়েন্স সিটির সামনে থেকে যে রাস্তা পার্ক সার্কাসের দিকে যাচ্ছে সেই রাস্তায় সম্পূর্ণ জলমগ্ন। শহরের বিভিন্ন রাস্তায় জল জমে যাওয়ায় চরম সমস্যায় শহরবাসী।

সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে নক আউট পর্বে পৌঁছে গেল ইতালি

রোম, ১৭ জুন (হি.স.) : সুইজারল্যান্ডকে হারিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ইউরো কাপের শেষ ষোলোর ছাড়পত্র আদায় করে নিল ইতালি। সুইজারল্যান্ডকে ০-৩ গোলে হারিয়ে নক আউট পর্বে পৌঁছে গেল চারবারের বিশ্বসেরারা। জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক লোকাটেলি। সুইসদের হারানোর ফলে এখনও পর্যন্ত টানা ২৯টি ম্যাচে অপরাজিত ইতালি। বুধবার সুইজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ম্যাচেও ৪-৩-৩ ছকে দল সাজিয়েছিলেন ইতালি কোচ রবের্তো মানচিনি। সামনে রেখেছিলেন দোমেনিকো বেরার্দি, চিরো ইমমোবিলে ও লোরেনজো ইনসিনিয়েকে। ইতালির আক্রমণাত্মক ফুটবলকে আটকাতে সুইজারল্যান্ড কোচ ভ্লাদিমির পেতকোভিচ আস্থা রেখেছিলেন ৩-৪-১-২ ছকে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, মাঝমাঠের দখল যেন কোনও অবস্থাতেই নিতে না পারেন ইতালির ফুটবলারেরা। ২৬ মিনিটে ইটালিকে ১-০ এগিয়ে দেন লোকাতেল্লি। দ্বিতীয়ার্ধেও একই ছবি। খেলা শুরু হওয়ার সাত মিনিটের মধ্যে এগিয়ে যায় ইটালি। নেপথ্যে সেই লোকাতেল্লি। পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া বাঁ-পায়ের শটে বল জালে জড়িয়ে দেন তিনি। ৮৯ মিনিটে পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে নেওয়া দুরন্ত শটে ৩-০ করেন ইমমোবিলে।

উইম্বলডন এবং টোকিয়ো অলিম্পিক্স থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন রাফায়েল নাদাল

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.) : উইম্বলডন এবং টোকিয়ো অলিম্পিক্স থেকে নাম তুলে নিলেন স্পেনীয় টেনিস খেলোয়াড় রাফায়েল নাদাল। বৃহস্পতিবার টুইটারে বিবৃতি প্রকাশ করে একথা জানিয়েছেন। শরীরকে বিশ্রাম দিতেই এই সিদ্ধান্ত।

১৩ বারের ফরাসি ওপেন বিজয়ী নাদাল এবার প্রথম সেটে জিতেও নোভাক জোকোভিচের কাছে সেমিফাইনালে হেরে গিয়েছিলেন। সেই ম্যাচ সুরকির কোর্টে ইতিমধ্যেই অন্যতম সেরা হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে। নাদাল নাম তোলায় প্রশ্ন উঠেছে যে তিনি চোট নিয়েছিলেন ফরাসি ওপেনে খেলেছিলেন কিনা, বা চোটের কারণেই সেমিফাইনালে তাঁর থেকে লড়াই সে ভাবে দেখতে পাওয়া যায়নি কিনা।

নাদাল বৃহস্পতিবার বিবৃতিতে লিখেছেন, 'এ বছরের উইম্বলডন এবং টোকিয়ো অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ করতে পারছি না। সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। কিন্তু শরীরের কথা মাথায় রেখে এবং দলের সবার সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে'। তিনি আরও লেখেন, 'আমি টেনিস জীবনকে আরও দীর্ঘায়িত করতে চাই এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের টেনিস খেলে নিজেকে খুশি রাখতে চাই। যেহেতু রোলাঁ গারোজ এবং উইম্বলডনের মাঝে মাত্র ২ সপ্তাহ রয়েছে, তাই সুরকির কোর্টে খেলার চাপ এবং ধকল কাটিয়ে উঠতে আমার শরীরের সময় লাগবে। এই দু'মাসে প্রচুর পরিশ্রম করেছি। তাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত'। নাদাল লিখেছেন, 'অলিম্পিক্স গেমস যে কোনও ক্রীড়াবিদের কাছে অগ্রাধিকার। সবাই ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য মুখিয়ে থাকে। আমি তিন বার অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণ করেছি। দেশের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে গর্বিত'।

পাকিস্তান সুপার লিগ থেকেই ছিটকে গেলেন দু'প্লেসি

ইসলামাবাদ, ১৭ জুন (হি.স.) : পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার সময় মাথায় চোট পেয়ে এবার প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে হল ফ্যাফ দু'প্লেসি। দু'প্লেসির দল কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটরস টুইট করে জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত রবিবারের ম্যাচে চার বাঁচাতে গিয়ে সতীর্থ মহম্মদ হাসনাইনের পা এসে লাগে দু'প্লেসির মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় তাঁকে। পরে নিজেই টুইট করে জানিয়েছিলেন ভাল আছেন, তবে আংশিক স্মৃতিশক্তি হারিয়েছেন। কোয়েটার তরফে টুইট করে লেখা হয়, 'প্রতিযোগিতায় আর অংশ নিতে পারবে না ফ্যাফ দু'প্লেসি। দক্ষিণ আফ্রিকা ফিরে যাচ্ছে সে। আশা করা যাচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি মাঠে ফিরে আসবে ও।' পাকিস্তান সুপার লিগে খেলার আগে আইপিএল-এ চেন্নাই সুপার কিংস দলের হয়ে খেলেন দু'প্লেসি। সেই প্রতিযোগিতায় ৭টি ম্যাচ খেলেন তিনি।

রিয়াল মাদ্রিদের সঙ্গে দীর্ঘ ১৬ বছরের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন সের্জিও র‍্যামোস

মাদ্রিদ, ১৭ জুন (হি.স.) : দীর্ঘ ১৬ বছর পর রিয়াল মাদ্রিদকে বিদায় জানালেন সের্জিও র‍্যামোস। বৃহস্পতিবার সরকারিভাবে ক্লাবের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, তাঁর চুক্তি নবীকরণ করা হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার রাতের দিকে বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে ক্লাবের তরফে।

চলতি মরসুমে চোট-আঘাতে ভুগতে থাকায় রিয়ালের হয়ে বেশি ম্যাচে খেলতে পারেননি র‍্যামোস। ফলে স্পেনের ইউরো কাপ দলেও জায়গা হয়নি তাঁর। দীর্ঘদিন জাতীয় দলের অধিনায়কত্ব করা র‍্যামোস এই ঘটনায় ভেঙে পড়েছিলেন। রিয়াল ছাড়ার ঘটনা তাঁর ফুটবলজীবনে আরও একটি ধাক্কা। সরকারি ভাবে ক্লাব ছাড়ার কারণ না জানালেও মনে করা হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট ফ্লোরেন্তিনো পেরেজের সঙ্গে মনোমালিন্যই আসল কারণ। স্পেনীয় ফুটবলার ২ বছরের চুক্তি চেয়েছিলেন ক্লাবের থেকে। তবে পেরেজ ৩০ বছরের বেশি বয়সী ফুটবলারদের সঙ্গে এক বছরের বেশি চুক্তিতে আগ্রহী নন। র‍্যামোসকেও সেটা জানিয়ে দেওয়া হয়। এরপরেই ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন তিনি।

চলতি মাসেই র‍্যামোসের চুক্তি শেষ হচ্ছে। অধিনায়ক হিসেবে রিয়ালকে তিনটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতিয়েছেন তিনি। ২০১৪ চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে আতলেতিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে ৯২ মিনিটে ৪৮ সেকেন্ডে তাঁর করা গোল খেলায় সমতা ফেরায়। ট্রফিও জেতে রিয়াল। ক্লাবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করা হত তাঁকে। সেই যাত্রা অবশেষে শেষ হতে চলেছে। তবে শোনা গিয়েছে, নিজের প্রাক্তন ক্লাব সেভিয়ায় ফিরতে পারেন তিনি। তবে সরকারি ভাবে কেউ মুখ খোলেননি।

হ্যাল ওপেনে অঘটন ! কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারলেন না রজার ফেডারার

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন (হি.স.): হ্যাল ওপেনে অঘটন। কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে পারলেন না রজার ফেডারার। উইম্বলডনের প্রস্তুতি হিসেবে জার্মানিতে হওয়া ঘাসের কোর্টে এই টুর্নামেন্টকে বেছে নিয়েছিলেন ফেডেক্স। কিন্তু প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি ২০ বছরে ফেলিক্স উজারিয়াসিমের কাছে ৬-৪, ৩-৬, ২-৬ হেরে যান। এই টুর্নামেন্টে ১৮ বার অংশ নিয়েছেন ফেডেরার। এই প্রথম বার তিনি কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হলেন।এই ম্যাচ হারার পর ফেডেক্সে নিজেও বেশ হতাশ। তবে তিনি বলেছেন, 'এটা আমার কাছে একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ। যাঁরা অনেকগুলি অস্ত্রোপচার বা যে কোনও অস্ত্রোপচারের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, তারাই বুঝবে, আমি ঠিক কী বলতে চাইছি। কোনও কিছুই সহজে পাওয়া যায় না।' এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেছেন, 'কামব্যাক করাটা সহজ নয়। এবং আমি জানি, এর জন্য কী কী জীবনে ঘটতে পারে। আমি এটাই ভাবব, একজন বড় প্লেয়ারের কাছে হেরেছি। এবং এর থেকে শিক্ষা নিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে ফেলিক্স একজন খুব ভাল প্লেয়ার। পিছিয়ে পড়েও ভেঙে পড়েনি। ঘুরে দাঁড়িয়েছে।'

জাতীয় দলে ফিরে আগুন ঝড়াচ্ছেন স্নেহ রানা

ব্রিস্টল, ১৭ জুন (হি.স.): পাঁচ বছর পর জাতীয় দলের জার্সিতে ফিরে ব্রিস্টলে আগুন ঝড়াচ্ছেন ভারতের স্নেহ রানা। অভিষেক টেস্টের প্রথম দিনই ২৯ ওভারে ৭৭ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নেন দেহরাদুনের স্নেহ রানা।দু''মাস হলো বাবাকে হারিয়েছেন ২৯ বছরের অল-রাউন্ডার। সেই যন্ত্রণাটা বড় বেশি টাটকা। সাংবাদিক সম্মেলন করার সময়ে চোখ ছলছল করলেও, মুখের হাসিটা জোর করে ধরে রেখেই স্নেহ রানা বলছিলেন, 'আমি আমার বাবাকে হারিয়েছি দু''মাস হল। ইংল্যান্ড সফরের জন্য দল ঘোষণার কিছু দিন আগেই। সেই সময়ে পুরো পরিস্থিতিটাই আমার কাছে খুব কঠিন ছিল। তবে এটা জীবনেরই একটা লড়াই।'এর সঙ্গেই তিনি যোগ করেন, 'বাবা চেয়েছিলেন আমি ভারতীয় দলের জার্সি পরে যেন আবার মাঠে নামি। কিন্তু নিজেই সেটা দেখতে পেলেন না। আমার জীবনে সব সাফল্যই আমি বাবাকে উৎসর্গ করতে চাই।'২০১৬ সালের পর আবার জাতীয় দলে ফিরেছেন স্নেহ রানা। এর আগে ওমেন্স সিনিয়র ওয়ান ডে ট্রফিতে রেলওয়েজকে চ্যাম্পিয়ন করার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। মিতালি রাজের নেতৃত্বে সেই ট্রফি জিতেছিল রেলওয়েজ। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভাল পারফরম্যান্সের সুবাদেই ফের জাতীয় দলে জায়গা করে নেন স্নেহ রানা। এর আগে ভারতের হয়ে একদিনের ক্রিকেট এবং টি-টোয়েন্টি খেললেও স্নেহ রানা কখনও টেস্ট খেলেননি। আর অভিষেক টেস্টে এমন স্কোর যে সকলের নজরকাড়বে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত পাথারকান্দির উদীয়মান ফুটবলারকে চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্যের আর্জি

পাথারকান্দি (অসম), ১৭ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার বুবরিঘাট চা বাগানের সঞ্জু দেবের ছেলে তথা উদীয়মান ফুটবলার সুমন দেব দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন। খেলার ভুবনে অসম সহ বহিঃরাজ্যে সুমনের প্রচুর নামডাক থাকলেও আজ তিনি শয্যাশায়ী। ক্যানসার রোগের চিকিৎসার খরচ সামলাতে পারছেন না তিনি বা তাঁর পরিজন। এমতাবস্থায় সর্বজন পরিচিত খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় সুমনের চিকিৎসার খরচ বাবদ সজ্জন ব্যক্তিবর্গের কাছে অর্থ সাহায্য কামনা করেছেন তাঁর পরিবার-পরিজন।

গত এক বছর আগে সুমনের শরীরে ক্যানসারের রোগ ধরা পড়ে। তাঁকে চিকিৎসার জন্য ভরতি করা হয় শিলচরে কাছাড় ক্যানসার হাসপাতালে। পরবর্তীতে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে সুদূর মুম্বাইয়ে ক্যানসার হসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু তাঁর পারিবারিক আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল না হওয়ায় মাঝপথে চিকিৎসা আটকে যাওয়ার উপক্রম হয়। এই খবর পেয়ে সুমনের পাশে দাঁড়ান স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল সহ বিভিন্ন ক্রীড়া ও সামাজিক সংস্থার কর্মকর্তারা। তাঁদের সকলের সার্বিক প্রচেষ্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন সুমন দেব।

এভাবেই কেটে যায় কয়েক মাস। সম্প্রতি তাঁর শরীর ফের অসুস্থ হলে তড়িঘড়ি নিয়ে ভরতি করা হয় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সেখানে তাঁকে কোভিডের পাশাপাশি অন্যান্য রোগের পরীক্ষা করানো হয়। তাঁর শরীরে করোনার জীবাণু ধরা না পড়লেও ফুসফুসে ফের ক্যানসারের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। একই সাথে বুকেও জল জমে গেছে। জানা গেছে হাসপাতালের চিকিৎসক সূত্রে। ফলে তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য আবার মুম্বাই নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের চিকিৎসকরা।

এই খবরে আর্থিকভাবে দুর্বল সুমনের পরিবারের সদস্যরা ভেঙে পড়েছেন। এমন সংকটে অসুস্থ সুমনের পরিবারের সদস্যরা তাঁর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের জন্য বিধায়ক সহ সর্বস্তরের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের কাছে কাতর আর্জি জানিয়েছেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO.:-04/EE(Agri)/N/2021-22.

Sl.No.	e-DNIT No.	Estimated Cost
01.	03/CE/AGR/EE(NORTH)/2021-22	Rs.2,23,58,057/-
02.	04/SE/AGRI/EE(NORTH)/2021-22	Rs.78,62,759/-

Last date & time for document downloading and bidding up-to 15.00 Hrs on 14-07-2021 and time and date of opening of Bid at 15.30 Hrs on 14-07-2021 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Notes:- For more details kindly visit: tripuratenders.gov.in

For on behalf of the Governor of Tripura.
Executive Engineer
Department of Agriculttire
Dharmanagar,North Tripura.

ICA-C-1037/2021-22

PNIeT No:- 17/EE/PWD(DWS)/KMP/202 1-22
Single bid percentage rate e-tender is invited for the following work:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	CLASS OF BIDDER
1	DNIe-T No: 108 /SE/DWS/C/ AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	Appropriate Class
2	DNIe-T No: 109 /SE/DWS/C/ AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	Appropriate Class
3	DNIe-T No: 110 /SE/DWS/C/ AMB/ 2021-22.	Rs. 85,18478.00	Rs. 85,185.00	180 (One Hundred Eighty) days	Appropriate Class

- **Last Date and Time for Document Downloading and Bidding : 09/07/2021 up to 15.00 Hrs**
- **Date and Time for Opening of BID: 12/07/2021**. at 16.00 Hrs
- Website for Document Downloading and Bidding at Application : **https://tripuratenders.gov.in**
- Tender Fee : ' **2,500.00 each, (non refundable).**
- Depositing of Tender Fee & EMD to be done by online payment mode as specified in DNIeT through https://tripuratenders.gov.in

All details are available in the **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer
DWS Division Kamalpur,
Dhalai Tripura

ICA-C-1024/2021-22

SHORT NOTICE INVITING TENDER NO: EE-IED/UDP/20/2021-22 Dated: -15/ 06 /2021

SL NO	NAME OF THE WORK/DNIT No.	ESTIMATED COST (in ₹)	EARNEST MONEY (in ₹)	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ISSUE OF TENDER FORM	TIME AND DATE OF OPENING OF TENDER
1	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/64	₹ 1,86,744.00	₹ 1,867.00	60 days	Up to 16.00 Hrs on 28/06/2021	At 15.00 Hrs on 29/06/2021
2	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/65	₹ 2,61,356.00	₹ 2,614.00			
3	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/66	₹ 2,61,291.00	₹ 2,613.00			
4	DNIT NO:- EE-IED/UDP/2021-22/67	₹ 2,61,364.00	₹ 2,614.00			

The tender documents are available for inspection in the office of the Executive Engineer, Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati Tripura from 11.00 A.M. to 4.00 P.M. during office hours on all working days specified as above.

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. BUDDHA JAMATIA)
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

ICA-C-1042/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-13/EE/ RDAD/2021-22 Dt. 15/06/2021

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender in PWD Form No. 7 in two bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 29/06/2021 for the following works:

(1)Repai & Maintenance of Directorate building of Tribal Welfare Department, Gurkhabasti, Agartala ". ECV: it Rs.13,03,873.00

(2) "Construction of School Building including Internal Electrification at Chechuria S B School of Mohanpur R D Block under jurisdiction of R D Mohanpur Sub Division"(2nd Call) ECV: Rs. 31,73,928.00.

(3) "Upgradation of B T Para Health Sub Centre under Jirania CHC to Health & Wellness Centre of Old Agartala RD Block" (2nd Call). ECV: Rs. 6,83,121.00

Bid shall be uploaded in two-bid system - (i) Technical bid and (ii) Financial bid. Technical bids shall be opened first and after completion of technical evaluation, price/financial bids in respect of technically acceptable offers only shall be opened. For details, visit website **https:// tripuratenders.gov.in** contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum/Memorandum will be available in the website only.

Executive Engineer
RD Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

ICA-C-1033/2021-22

PNIe-T NO:- 05/EE-I/2021-22, Dated 15/06/2021

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15.00 hours on **06-07-2021** for 01(One) No. Maintenance work. For details visit **https://tripuratenders.gov.in** or contact at Mobile No: 7004647849 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I, PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

ICA-C-1029/2021-22

অভিনব কায়দায় অটো সাজিয়ে আগরতলার রাস্তায় যাত্রী পরিষেবায় নামলেন স্বপন মিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। সাধ থাকলেও সাধ্য নেই বিলাসবহুল গাড়ি ক্রয় করার। বহু চেষ্টা করে প্রতিষ্ঠা করেছেন স্বপন মিয়া। নিজের সামর্থ্যের মধ্য দিয়ে অটো রিস্কাকে কিভাবে সাজিয়ে তোলে বিলাসবহুল করা যায় সেই চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননি। বৃহস্পতিবার রাজধানীর আগরতলা শহরে সেই চিত্রই পরিলক্ষিত হল।অটোও বিলাসবহুল গাড়ি হতে পারে। অটোকে সাজিয়ে এমনভাবেই তুলে ধরলেন স্বপন মিয়া নামে এক অটো চালক। তিনি প্লাস্টিকের সবুজ কার্পেট দিয়ে অটোর ছাউনি সাজিয়েছেন। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যবোধের জন্য অটোটি সাজিয়ে তোলা হয়েছে বলে জানান অটো চালক। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় চলবে অটোটি। গাড়িটি ক্রয় করার পর থেকে চালক স্বপনের চিন্তাধারা ছিল যাতে ভালো পরিষেবা দেওয়া যায় তার জন্য আলাদা কিছু করার জন্য। আর সেটাই করে দেখালেন অটোচালক। অটোচালকের বাড়ি রাজধানীর শিবনগর এলাকায়। এদিন গাড়িটি রাস্তায় দেখে বহু যাত্রী গাড়িটির মধ্যে উঠার জন্য চেষ্টা করেন।

ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের মন্দিরে পূজা দিলেন বি এল সন্তোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। রাজ্যের অন্যতম পূণ্যস্থান উদয়পুর ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সংগঠন মহামন্ত্রী বি এল সন্তোষ।বৃহস্পতিবার সকালে উদয়পুর মাতাবাড়িতে যান বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। সঙ্গে ছিলেন প্রদেশ সভাপতিসহ রাজ্যের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতারাও।বিজেপি সর্বভারতীয় সংগঠন মহামন্ত্রী বি এল সন্তোষ , ত্রিপুরা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংগঠন মন্ত্রী ফনীন্দ্রনাথ শর্মা , প্রদেশ বিজেপি সভাপতি মানিক সাহা , রাজ্যের কৃষি মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, জেলা সভাপতি অভিষেক দেব রায় এবং বিধায়ক বিপ্লব ঘোষ সহ অন্যান্য কার্যকর্তারা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে মাকে দর্শন করেন এবং পুজো দেন। মাকে দর্শন শেষে পুনরায় আগরতলায় ফিরে যান বিজেপি সর্বভারতীয় সংগঠন মহামন্ত্রী বি এল সন্তোষ সহ অন্যান্যনেতৃত্বরা। বিজেপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই উদয়পুরে অভূতপূর্বনিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। নেতৃবৃন্দ রাজ্যের জনগণের সুখ সমৃদ্ধি কামনা করে ত্রিপুরেশ্বরী মায়ের কাছে প্রার্থনা করেন।

ত্রিপুরেশ্বরী মাকে দর্ষণের পর আগরতলায় ফিরে এসে তারা পুনরায় দলীয় কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য বুধবার দুদিনের রাজ্য সফরে আসেন বিজেপির কেন্দ্রীয় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ। রাজ্যে অবস্থান কালে তারা সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিধায়ক মন্ত্রী সহ অন্যান্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজ্যে বিজেপির সাংগঠনিক যে সমস্যা চলেছে তা খতিয়ে দেখে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে রিপোর্ট পেশ করবেন তারা। তাদের এই সফর খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

ঘরের মধ্যেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে সত্তরোর্ধ বৃদ্ধার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। নিজ ঘরেই জীবন্ত দগ্ধ ৭০ বছর বয়সী বৃদ্ধা।মৃতার নাম রেনুবালা দাস।ঘটনা ফটিকরায় থানাধীন রাধানগর ৫নং ওয়ার্ডে।

ফটিকরায়ের রাধানগরে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মৃত্যু হলএক বৃদ্ধার।ঘটনার বিবরনে জানা যায়, রাধানগরে ভাইয়ের বাড়িতে একাই একটি আলাদা ঘরে থাকতেন রেনুবালা।বুধবার রাত আনুমানিক বারোটা নাগাদ বাড়ির লোকজন ঘর থেকে বেরিয়ে দেখতে পান আগুনের লেলিহান শিখা পুরো ঘরকে গ্রাস করে ফেলেছে।

ততক্ষনে ঘরের ভেতরেই আগুনে অধিকাংশ দগ্ধ হয়ে যান ঐ বৃদ্ধা।জানালেন মৃতের ভাই।খবর পেয়ে ছুটে আসেন পাড়াপড়শীরা।সাথে সাথে দমকল বাহিনীকে খবর দিলে দমকল কর্মীরা সেখানে ছুটে গেলেও সরু রাস্তার কারনে ঘটনাস্থলে পৌছতে পারেনি দমকলের ইঞ্জিন।ফলে স্থানীয়রাই হাত লাগায় আগুন নেভানোর কাজে।স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় আগুন আয়ত্বে এলেও শেষ রক্ষা হয়নি বৃদ্ধার।মৃতার পরিবার এবং স্থানীয়দের কথায় দমকলের ইঞ্জিন যদি ঘনটাস্থলে পৌছাতে পারতো তবে হয়তো অন্তত প্রাণে বাঁচাতে পারতেন রেনুবালা দেবীকে।অভিযোগ সরু রাস্তা দিয়ে দমকলের ইঞ্জিন যেতে না পারাতেই প্রাণ হারাতে হয়েছে বৃদ্ধাকে।অবশ্য স্থানীয়দের প্রচেষ্টায় এদিন অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে অশপাশের অন্যান্য বসতবাড়ি। ভবিষ্যতে এধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তারজন্য স্থানীয়রা দাবি তুলেছেন গ্রামে প্রবেশের রাস্তা প্রশস্ত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য।ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় ফটিকরায় থানার পুলিশ।দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় ময়নাতদন্তের জন্য। মৃতার ময়না তদন্তের পর মৃতদেহটি তুলে দেওয়া হয় আত্মীয়-পরিজনদের হাতে।আগুন লাগার কারন নিয়ে ধোয়াশায় পুলিশ।ঘটনার তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানালেন পুলিশ আধিকারিক।ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়।বৃদ্ধার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

ত্রিপুরার প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রীর ককবরকে সাক্ষাৎকার, অকপট বিপ্লব কুমার দেব

আগরতলা, ১৭ জুন।। ত্রিপুরার প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রীর ককবরকে সাক্ষাৎকার, অকপট বিপ্লব দেব। ককবরক ভাষার প্রতি তাঁর আত্মিক টান যে রয়েছে তা আগেই জানা গিয়েছিল। ১৫ আগস্ট, ২৬ জানুয়ারির বক্তৃতায় ককবরকে সম্বোধন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কিন্তু এই প্রথম ত্রিপুরার কোনও মুখ্যমন্ত্রী একটি গোটা সাক্ষাৎকার দিলেন ককবরক ভাষায়। যা নজিরবিহীন। ওই ককবরকে সাক্ষাৎকারে নানা বিষয়ে অকপটে উত্তর দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেইসঙ্গে বিপ্লব দেব জানালেন, কোন দিশায় রাজ্য পরিচালনা করছে তাঁর সরকার।

প্রসঙ্গ- মহামারী পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার পরিচালনা -

কোভিড মহামারী পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার পরিচালনার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিশাকেই সামনে রেখেছেন বলে সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিশাতেই কাজ করছে ত্রিপুরা সরকার। নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে রাজ্যের স্বার্থকে ঊর্ধে রেখে কাজ করার চেষ্টা করছি।" সেইসঙ্গে তিনি সমষ্টিগত নেতৃত্বের কথায় জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "একা কোনও কিছু চালানো যায় না। টিমের থেকে ফিডব্যাক নিয়েই সরকার তার কাজ করছে।" কোভিড পরিস্থিতিতে পুলিশকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন বিপ্লব দেব। তাঁর কোভিড কালে রাজ্যের মানুষ যে ভাবে প্রার্থনা করেছিলেন তার জন্যও রাজ্যবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গ- এডিসির নবনির্বাচিত কাউন্সিল-

এডিসি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাজ্যের সকলের উন্নতি সাধনই রাজ্য সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমি এডিসির নবনির্বাচিত নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানাই।" এডিসি এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার সমস্ত রকম সহযোগিতা যে করবে একথা আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই সাক্ষাৎকারে তিপ্রামথা সুপ্রিমো প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনকে উন্নয়নের কাজে ভূমিকা নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গ: গ্রামীণ এলাকায় রাজনৈতিক সংঘাত-

রাজনৈতিক হিংসা বা সংঘাত নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, "রাজ্য সরকার গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। গণতন্ত্রে মারামারি, হিংসার কোনও স্থান নেই।" সমস্ত রাজনৈতিক দলের উদ্দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে রাজ্যের উন্নয়নে এক হয়ে কাজ করার বার্তা দিয়েছেন বিপ্লব দেব।

প্রসঙ্গ: জনজাতি উন্নয়ন-

জনজাতিদের যে সুমহান ঐতিহ্য রয়েছে তাকে সংহত করেই এই সরকার তাঁদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। সব কা সাথ সব কা বিকাশ, সব কা সাথ সব কা বিশ্বাসের মন্ত্রেই কাজ করছে রাজ্য সরকার। সেইসঙ্গে পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের সমালোচনা করে বিপ্লব দেব বলেন, "বিগত সরকার যে ভাবে জনজাতি মানুষকে ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে দেখত এই সরকার তা করে না। জাতি-জনজাতি সকলের বিকাশ সুচিশ্চিত করার প্রশ্নে রাজ্য সরকার অবিচল।"

প্রসঙ্গ : কোভিড পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও ত্রিপুরার এগিয়ে যাওয়ার বাস্তবতা-

বিশ্বব্যাপী কোভিড মহামারীর প্রভাবে বহু উন্নত দেশ অর্থনৈতিক ভাবে দিশাহারা। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা অগ্রসর হচ্ছে তার বাস্তবতা কতটা এই প্রশ্নের জবাবে ককবোরক সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "ত্রিপুরার ইতিহাস সমৃদ্ধশালী। ব্রিটিশরাও এ রাজ্যে শাসন করতে পারেনি। আধুনিক রাজ্য গড়ার রাস্তা করে দিয়েছিলেন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য। বিগত সরকার চলেছিল ব্যক্তি উন্নয়নের স্বার্থে। তাদের কাছে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের কোনও নীতিই ছিল না। আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে গোটা দেশ যেমন আত্মনির্ভরতার পথে হাঁটছে, ত্রিপুরাও তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। রাজ্যের মানুষের মাথা পিছু আয় বেড়েছে, অন্য রাজ্য যখন সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাটছে তখন ত্রিপুরা সরকার সরকারী কর্মচারীদের ৩ শতাংশ মহার্ঘ্যভাতা দেওয়া হয়েছে। ৫৭৯ কোটি টাকার কোভিড প্যাকেজ দিয়েছে রাজ্য সরকার। সাত লক্ষ পরিবারকে এক হাজার করে টাকা, সাত লক্ষ পরিবারকে ফুড প্যাকেট প্রদান, অগ্রিম সামাজিক পেনশন প্রদান, রেগা ও টুয়েপের কাজে অতিরিক্ত খরচ বরাদ্দের মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।"

প্রসঙ্গ-সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয়তা-

সম্প্রতি একাধিক ব্যক্তি, ছাত্রছাত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছেন ফেসবুকে। কারও বাড়িতে খাদ্যাভাব তো কারও পড়ার জন্য টেবিল নেই, কিংবা কেউ হয়তো স্মার্টফোন না থাকার কারণে অনলাইন ক্লাস করতে পারছে না, মুখ্যমন্ত্রীর ফেসবুক পেজে জানানোর পর তাদের বাড়িতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। সে প্রসঙ্গেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা কোনও নতুন বিষয় নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবিহারিক ব্যাপ্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নজির তৈরি করেছেন। সেইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, সামাজিক মাধ্যমে আরও বেশি করে রাজ্যের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পর্যটন নিয়ে আরও সার্বিক প্রচার করার জন্য।

প্রসঙ্গ পানীয় জল-

পানীয় জলের প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বলেছেন, ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর জল জীবন মিশনের শুভ সূচনা করেছেন নরেন্দ্র মোদী। রাজ্য সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত বাড়িতে বিনামূল্যে পরিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে যাবে। যেখানে জলসঙ্কট রয়েছে সেখানে ট্যাঙ্কের মাধ্যমে জল পৌঁছে যাচ্ছে। তারপরেও বিশেষ কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হলে ডিডব্লিউএস ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগের পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রসঙ্গ ২০২৩-এর ভোট-

আগামী দেড় বছর পর রাজ্যের বিধানসভা ভোট অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, "স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করছি। মানুষ দেখছেন। আশা করি আগামী ২৩-এর নির্বাচনে মানুষ আমাদের উপরেই আস্থা রাখবেন।"

চুড়াইবাড়িতে গাঁজা বিক্রি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধৃত ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজেয়াপ্ত বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানা এলাকায় পুলিশ ও গোয়েন্দাদের যৌথ অভিযানে নিষিদ্ধ গাঁজা সহ ধরা পড়েছে দুই ব্যক্তি। তাদের মধ্যে একজন বিক্রেতা ও অন্যজন ক্রেতা। নেশাদ্রব্য কারবারে ব্যবহৃত একটি মোটর বাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশের যৌথ অভিযানকারী দল। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে অসম-ত্রিপুরা আন্তঃ রাজ্য সীমান্তবর্তী উত্তর ত্রিপুরার চুড়াইবাড়ি থানাধীন প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে, আজ দুপুরে এলাকার লক্ষ্মীনগর গ্রামের প্রয়াত জনৈক আব্দুল রৌফের ছেলে মহিবুর রহমান (৪৭) নিজের টিআর ০২ বি ৫৪১৩ নম্বরের হিরো গ্ল্যামার বাইকে চেপে প্রেমতলা বাজার সংলগ্ন জনৈক সমরজিৎ মালাকার (২৯)-এর মুদি দোকানে দেড় কেজি গাঁজা বিক্রি করতে এসেছিল। গোপন সূত্রে এই খবর গোয়েন্দা পুলিশের কাছে আগেই এসে গিয়েছিল। তাই আগাম খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ও গোয়েন্দারা তাদের হাতেনাতে পাকড়াও করেন। চুড়াইবাড়ি থানার ওসি জয়ন্ত দাস জানান, এই এলাকায় গত কিছুদিন ধরে সমরজিৎ ও তার বাবা বীরেন্দ্র মালাকার উভয়ে মিলে নেশা সামগ্রী বিক্রি করছিল। এ ধরনের খবর পেয়ে তাদের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে পুলিশ। আর এতেই আজ সাফল্য পেয়েছেন তাঁরা। তবে আজকের অভিযানে ছেলে সমরজিৎ ধরা পড়লেও পালিয়ে গা ডাকা দিয়েছে তার বাবা। ধৃত সমরজিৎ মালাকার এবং মহিবুর রহমানের বিরুদ্ধে এনডিপিএস-এর নির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

ব্যবসার জায়গা নিয়ে বিবাদের জেরে মহিলাকে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন প্রতাপগড় ঝুলন্ত ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসার জায়গা কে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে এক মহিলা ব্যবসায়ীকে মারধর করেছে যুবক। তাতে মহিলা আহত হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতাপগড় ঝুলন্ত ব্রিজ এলাকায় শিল্পী রানী বণিক নামে এক মহিলার দোকানের জায়গা দখল করতে রায় সমির দেবনাথ নামে এক যুবক।সমির দেবনাথ নামে ওই যুবক শিল্পী রানী বণিক নামে মহিলাকে বেধড়ক মারধর করে। ফলে আহত হন শিল্পী রানী বণিক নামে ওই মহিলা। সে বর্তমানে আইজিএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।জানা যায় ,অভিযুক্ত সমীর দেবনাথ জিবি হাসপাতালে অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কর্মরত। এলাকায় কুখ্যাত সমাজদ্রোহী হিসাবে পরিচিত সে। জানা যায় প্রতাপগড় ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসা করার জায়গাকে কেন্দ্র করে বিরোধের সূত্রপাত।

আক্রান্ত মহিলা যে জায়গায় বসে অস্থায়ীভাবে ব্যবসা করেছিলেন সেই জায়গা থেকে উঠে যাওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। তিনি জায়গার তখন নাচ করার কারণেই তার ওপর হামলা সংঘটিত হয়। তার জিনিসপত্র তুলে নিয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। সমীর নামে ওই যুবক মহিলাকে কিল ঘুষি লাথি মেরে গুরুতরভাবে জখম করেছে। আঘাত গুরুতর হওয়ায় মহিলা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে আসেন। আইজএম হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য এসে তিনি ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান। এ ব্যাপারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করা হবে বলেও জানিয়েছেন আক্রান্ত মহিলা। এখন দেখার বিষয় আক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ত্রিপুরা প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি নিজস্ব।

মাধববাড়ি ট্রাক টার্মিনাসে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। পুলিশ বুধবার রাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মাধব বাড়িতে আন্তঃরাষ্ট্রীয় ট্রাক টার্মিনাসে পার্ক করা একটি ট্রাক থেকে ৫১,০০০ বোতল এস্কাফ নেশা জাতীয় সিরাপ উদ্ধার করেছে।অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন পশ্চিম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিতাভা পাল, মহকুমা পুলিশ অফিসার সুমন মজুমদার ও রাণির বাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সৌমেন দাস। পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অমিতাভ পাল বলেছেন আলু বহনকারী একটি ট্রাক থেকে নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় জিনিসপত্র আটক করা হয়েছে। মাধব বাড়ির আন্তঃরাষ্ট্রীয় ট্রাক টার্মিনাসে পার্ক করা হয়েছিল ট্রাকটি। চালককেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রাণির বাজার থানার অফিসার ইনচার্জ সৌমেন দাস জানান, ট্রাকটি পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগরতলায় আসছিল।

বিয়ের প্রতিশ্রুতিতে সহবাস প্রেমিকের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ জুন।। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করার অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে কোথাকার পুলিশ। তার নাম বিকাশ পান তাঁতী। বাড়ি পূর্ব গণকি।বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করে এখন বিয়ে করতে অস্বীকার করার অভিযোগে খোয়াই থানায় মামলা করেছে এক প্রতারিত যুবতী।

ঘটনাটি ঘটেছে খোয়াই থানা এলাকার পূর্বগণকি গ্রামে। এ ব্যাপারে মামলা হাতে নিয়ে পুলিশ তদন্তে নেমেছে। বুধবার রাত আনুমানিক নয়টা নাগাদ খোয়াই থানার পুলিশ আগরতলার অরুন্ধতী নগর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে অভিযুক্ত বিকাশ পান তাঁতীকে।বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ থানায় নিয়ে আসে অভিযুক্ত বিকাশ পান তাঁতীকে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পূর্বগণকির২১ বছরের যুবতীর সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় সিধাই থানা এলাকার মোহনপুরের তারানগর এলাকার যুবকের সাথে। ক্রমে ক্রমে প্রণয়ঘটিত সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এক বছর ধরে ছেলেটি মেয়েটির সাথে শারীরিক সম্পর্ক করে চলেছে।এখন সে মেয়েটিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। গত ১৬ ই জুন যুবতী প্রেমিক বিকাশ পান তাতির বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। খোয়াই থানার পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধি ৪১৭/৩৭৬ ধারায় মামলা গ্রহণ করে। মামলা হাতে নিয়ে পুলিশ তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ৯ টা নাগাদ আগরতলার অরুন্ধতী নগর এলাকা থেকে গ্রেফতার করে অভিযুক্ত বিকাশ পান তাঁতীকে।

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় সূত্রে এ ধরনের প্রতারণার ঘটনা প্রতি নিয়ত ঘটে চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে সামাজিক অবক্ষয় ও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। এ বিষয়ে যুবক-যুবতী এবং তাদের অভিভাবকদের সতর্ক হওয়া জরুরী।

মধ্য ব্রজপুরে এক রাতে দুই বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ জুন।। এক রাতে দুই বাড়িতে দুঃসাহসিক চুরি পুলিশের টহলদারি নিয়ে উঠছে নানাহ প্রশ্ন। চুরির ঘটনাটি সংঘটিত হয় বিশালগড় থানার অন্তর্গত মধ্য ব্রজপুর এলাকার শ্যামল দেবনাথ এবং দীপেন আচার্যীর বাড়িতে। জানা যায় শামোল দেবনাথ এর বাড়ি থেকে নিয়ে যায় নগদ এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা এবং কিছু স্বর্ণালঙ্কার। শ্যামল দেবনাথ পেশায় হেড মিস্ত্রি এবং বৃহস্পতিবার ছিলো পেমেন্ট করার তারিখ। তাই তিনি টাকাটা ঘরের মধ্যে রেখেছিল।

এদিকে জানা যায় শ্যামল দেবনাথ গতকাল ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ খেতে যায় তার পরিবার পরিজনদের কে নিয়ে। তখন বাড়িটি ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা। আর এই সুযোগে গতকাল রাতে চোরের দল হানা দেয় তার বাড়িতে। অন্যদিকে একই এলাকার দীপেন আচার্যের বাড়িতেও হানা দেয় চোরের দল তবে তার বাড়ি থেকে কিছু নিতে না পারলেও তছনছ করে দিয়ে যায় তার ঘরটি। এই চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় একটা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এদিকে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সচেতন মহল থেকে একটা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে বর্তমানে করোনা কারফিউ চলছে তবে এই কারফিউ মধ্যে পুলিশ টহলদারি দেখা যায় না কোথাও। পুলিশকে দেখা যায় শুধুমাত্র বাইক গাড়িকে আটক করে জরিমানা আদায় করতে।পুলিশ যদি সঠিকভাবে টহলদারি করতো তাহলে চুরি ছিনতাই এর মত ঘটনা ঘটতো না।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।